কামিনী রায়ের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

কামিনী রায়ের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

ড. বারিদবরণ ঘোষ
-সম্পাদিত

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

'কবিতাগুলি আজকালের ছাঁচে ঢালা। যাঁহারা এ ছাঁচের পক্ষপাতী নহেন তাঁহাদের নিকট এ পুস্তক কতদূর প্রতিষ্ঠালাভ করিবে তাহা বলিতে পারি না; তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে নিরপেক্ষ হইয়া পাঠ করিলে তাঁহারাও লেখকের অসাধারণ প্রতিভা ও প্রকৃত কবিত্বশক্তি উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ... বস্তুত কবিতাগুলির ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, রুচির নির্মলতা এবং সর্বত্র হৃদয়-গ্রাহিতার গুণে আমি নিরতিশয় মোহিত হইয়াছি।'

তরুণী কবি কামিনী রায়ের স্বাক্ষরহীন প্রথম কাব্য 'আলো ও ছায়া' পড়ে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এমনতর মন্তব্য করেছিলেন। আসলে তিনি সঠিক অনুভব করতে পেরেছিলেন : 'আজকালের ছাঁচ' আগের থেকে বাস্তবিকই বদল হয়ে গেছে। এমনি একটি পরিবর্তনশীল যুগেই কামিনী রায় কাব্যের ডালি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ হেমচন্দ্রের যুগ ও রবীন্দ্রনাথের যুগের সন্ধিক্ষণে তাঁর আবির্ভাব।

কামিনী রায় এবং রবীন্দ্রনাথের পারস্পরিক কাব্যরস-গ্রহণ থেকে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হতে পারবে। মন্মথ ঘোষকে একটি চিঠিতে কামিনী রায় লিখেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভা তিনি স্বীকার করেন অবশ্যই। তাঁর কাব্যে 'ছন্দ-সুর-নিখুঁত মিল' সবই আছে—

'কিন্তু, কেবল এইগুলি দিয়াই হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না, আরও কিছু চাই। সুখ-দুঃখ, ক্ষুধাতৃষ্ণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, গভীর আনন্দ ও তীব্র বেদনা এই সকল দিয়া যে মানবজীবন, তাহার একটা জাগ্রত অস্তিত্বও আছে এবং তাহার একটা সরল-সবল প্রকাশের উপযোগী কবিতা আছে ও থাকিবে।'

অন্য-পক্ষে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনকে একটি চিঠিতে (৫ অক্টোবর ১৯০০)— লিখেছিলেন,

'আলো ও ছায়া'র "মহাশ্বেতা" আমার ভাল লেগেছিল বেশ মনে আছে। আসল কথা আলো ও ছায়া-লেখিকার ভাব, কল্পনা এবং শিক্ষা আছে, কিন্তু তাঁর লেখনীতে ইন্দ্রজাল নেই, তাঁর ভাষায় সঙ্গীতের অভাব, আমার এইরকম মনে হয়েছিল। কিন্তু আর-একবার পড়ে না দেখলে বলতে পারচিনে। পৌরাণিকী বলে একটা কাব্য কামিনী দেবী লিখেচেন, দেখেছ? সেটাও ঐরকম, ভাল করে জ্বলে ওঠেনি। সেই অনির্বচনীয় জিনিসটার অভাব সমালোচনায় বোঝান শক্ত।'

এই যে দ্বন্দ্ব এটা যুগ-পরিবর্তনেরই দ্বন্দ্ব। পরবর্তীকালে কামিনী রায় নিজেই বুঝেছিলেন যে, পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে— তাকে মেনে না নেওয়াটা অর্থহীন। তাই

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি পরে লিখেছিলেন :

> 'আমার মনে হয় আমি কিছু অকালপক্ক ছিলাম। কতকগুলি বিষয় আমি রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই লিখিয়াছি। কিন্তু তিনি যখন লিখিয়াছেন অনেক সুন্দর করিয়া লিখিয়াছেন।'

রবীন্দ্রনাথ সুন্দরতর—এটাই আসলে নতুন যুগের একটা বড়ো লক্ষণ।

২

চার বছর বয়সে কামিনী সেনের পড়াশুনো শুরু। আট বছর বয়সেই তাঁর প্রথম কবিতা রচনা। আর তাঁর প্রথম কাব্য 'আলো ও ছায়া' প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পঁচিশ বছর বয়সে। লেখিকার নামের উল্লেখ ছিল না—তাই কবি 'আলো ও ছায়া-প্রণেত্রী' নামেই পরিচিত হয়ে থাকেন অতঃপর।

আর-পাঁচটি বঙ্গললনার মতো কামিনী সেনের বিবাহ হল স্ট্যাটুটরি সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সঙ্গে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে। মাত্র তেরো বছরের দাম্পত্য-জীবন—তারপরেই দুর্ঘটনায় স্বামীর মৃত্যু। তবে তাঁর জীবনে শোকমিছিলের সূত্রপাত ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর এক শিশুসন্তানের মৃত্যু দিয়ে। স্বামীর মৃত্যুর চার বছর পরে হারাতে হল কিশোরপুত্র অশোককে। তাঁর 'অশোক-সংগীত'-এর প্রতিছত্র সেই মাতৃহৃদয়ের বেদনাবিদ্ধ শোকাশ্রয়ী অশ্রুসংগীত—সনেটের দৃঢ়বন্ধনে গ্রথিত। এই শিশুরই আর এক কলদীপ্ত-রূপ বিধৃত রয়েছে 'গুঞ্জন'-এ। বনের বুলবুল আব ঘরের বুলবুল আর-এক স্নেহসংগীতের সুখনীড় নির্মাণ করেছে এই কাব্যে :

> এক বুলবুল বনে থাকে উড়ুক-ফুড়ুক,
> আর বুলবুল কোলে-কোলে হাসিভরা মুখ।

কিন্তু কবির পায়ে যে জড়িয়ে ধরেছে মৃত্যুর হিমশীতল কালসর্প। কন্যা লীলাকে হারানোর পর একে-একে হারিয়েছেন সপত্নীপুত্র এবং আরও কয়েক আত্মজন। এই বেদনাই তাঁর কাব্যে সুরের মুক্তি দিয়েছে। সেই সুর নিঃসঙ্গতার সুর। অনেক চিন্তা করেও তাই জীবনকে idealise করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবুও তাঁর কবিতাতে আগামী যুগের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লিরিসিজ্‌ম্ তাঁর কবিতাকে অবশ্যই স্পর্শ করতে পেরেছে। তারই একটি উদাহরণ :

> 'প্রণয়?'
> 'ছিঃ!'
> 'ভালবাসা-প্রেম?'
> 'তাও নয়!'
> 'সে কি তবে?'
> 'দিও নাম—দিই পরিচয়।'
> 'আসক্তিবিহীন শুদ্ধ ঘন অনুরাগ।'
> 'আনন্দ সে. নাহি তাহে পৃথিবীর দাগ!'
>
> —সে কি: ১০৮

অবশ্যই কবির কাব্যে আত্মকথন আছে এবং এ-কারণেই তিনি অনেক-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সমীপবর্তী হয়েছেন। 'বিস্মিতা' কবিতার কয়েকটি পংক্তি :

আমি চেয়েছিনু থাকিতে দূরে,
আপন গোপন স্বপন পুরে;
তুমি কোন পথে কত যে ঘুরে,
সহসা আসিয়া দাঁড়ালে কাছে ?

— এমনি 'দাঁড়াও' বা 'পদধ্বনি' কবিতার পংক্তি উদ্ধার করা যেতে পারে। দ্বিধা, সঙ্কোচ, ভীরুতা ও ঔদাসীন্যবোধ রবীন্দ্রভাষা-সামীপ্যে যেন বুকের বাণী খুঁজে পেয়েছে।

৩

সুশিক্ষিত এবং পরিশীলিত কবি কামিনী রায়ের 'সুখ' নামে একটি কবিতা আছে। এক-সময়ে এই কবিতাটি লোকের মুখে-মুখে ফিরত :

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন-মন সকলি দাও;
তার মতো সুখ কোথাও কি আছে,
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

কবিতাটি কবি একে-একে নানাসূত্রে 'বান্ধব' ও 'আর্য-দর্শন'-এ পাঠিয়েছিলেন— প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রও আগ্রহ প্রকাশ করেননি। শেষ-অবধি এই অনুপম কবিতাটি জনসাধারণের হৃদয়ে মুদ্রিত হয়ে গেছে। এখানেই কামিনীর জয়। অথবা তাঁর 'মা আমার' কবিতাটি—বাংলা সাহিত্যে এমন অনবদ্য কবিতা তো গুটিকয়ই আছে :

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন
হাসি-অশ্রু সেইদিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার-কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনম-ভূমি,—মা আমার, মা আমার।

— উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর দেওয়া সুরে এ গান যিনি শুনেছেন, তিনি কখনও বিস্মৃত হতে পারেননি এর অন্তঃশায়ী আবেদন। বহুতন্ত্রী কাব্য 'আলো ও ছায়া'-প্রসঙ্গে একথা আগেই মনে এল। হয়তো এর অনেক কবিতাতেই পাঠক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলপ্রসাদ সেন অথবা রবীন্দ্রনাথকে উপস্থিত থাকতে দেখবেন। কিন্তু যে আত্মমগ্ন সৌন্দর্য তিনি এখানে সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন তার শিল্প-স্বভাব অবশ্যই স্বকীয়তায় স্বতন্ত্র।

পরবর্তী কাব্য 'মাল্য ও নির্মাল্য' এক-হিসেবে 'আলো ও ছায়া'র পরিপূরক প্রকাশকালের দীর্ঘ ব্যবধান সত্ত্বেও। এর মাঙ্গলিকে গীত আশা ও আনন্দের রাগিণী ভাবের দিক দিয়ে আরও অভিনব ও সুন্দর হয়ে উঠেছে। 'মালা' কবিতায় ঈশ্বর-নির্ভরতা, 'কর না জিজ্ঞাসা' কবিতায় নির্দ্বন্দ্ব প্রাণের অনুভূতি, 'কেন নয়ন আপনি

ভেসে যায়' কবিতায় সুখ-দুঃখাতীত বোধ, 'একটি বাসনা' বা 'উপেক্ষিতা' কবিতায় কুমারী-মনের আঘাত ও বেদনাবাষ্প, 'পঙ্ক ও পঙ্কজ' কবিতায় ইহজাগতিক ক্ষুদ্র চাওয়া-পাওয়ার উত্তরণ এবং অন্যান্য কবিতায় যে জীবনলাবণ্য ও সুষমা উদ্ভাসিত হয়েছে তাতে কামিনী রায়ের কবিসিদ্ধি অনিবার্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

'মাল্য'-এর মতোই 'নির্মাল্য'ও শুচিশুভ্র ও শঙ্খপবিত্র। এখানে কাহিনী-উপকথায় যে আদর্শ প্রেমভাবনা ও যুগাচরিত পাতিব্রত্যের মহিমা উদ্‌গীত হয়েছে এবং জীবনমুখী যে আদর্শ উন্মুখ হয়েছে (যেমন 'আকাঙক্ষা' অথবা 'যত দিন যায়' কবিতাগুলিতে) তাতে আনন্দ-বেদনার এক আলো-ছায়ার মায়ামণ্ডপ রচিত হয়ে গেছে। এখানে জীবনের ধনাত্মক দিকটিই বারবার কবিতায় উঠে এসেছে। প্রাপ্তির পূর্ণতা, প্রেমের মুগ্ধতা এবং প্রার্থনার সততায় কবিতাগুলি পেয়েছে নতুনতর মাত্রা।

'আলো ও ছায়া' কবিকে খ্যাতি ও পরিচিতি এনে দিয়েছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু 'অশোক-সংগীত' কবির আত্মমথিত এক অনবদ্য গীতিকাব্য। কিশোরপুত্রের অকাল-প্রয়াণ এই কাব্যের জন্ম দিয়েছে। রিক্তশূন্য হৃদয়ের মধ্যে তিনি বিশ্বের আশ্রয়ের সন্ধান করেছেন। অবশ্য এই সন্ধান রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় নয়। রবীন্দ্রনাথ শোক পেয়ে মুক্তি খোঁজেন—'আলোয়-আলোয় এই আকাশে/ধুলায়-ধুলায় ঘাসে-ঘাসে।' আর কামিনী রায় লেখেন ,

তুমি শক্তিমান
দিতে পার, নিতে পার;—দিয়াছিলে তাই
অতুল সৌভাগ্য মম। তবু দুঃখ পাই
কেড়ে নিলে বলে' মোর; হে ঐশ্বর্যবান,
সর্বশ্রেষ্ঠ দান তব — প্রাণের সন্তান।
—অশোক-সংগীত-২

স্বর্গ থেকে খসে-পড়া দেবদ্যুতির বেদনা এখানে আছে, বিধাতার প্রতি অনুযোগ এবং নির্ভরতাও আছে। এখানে তিনি অনেকটা নজরুলের সমগোত্র। বুলবুলকে হারিয়ে নজরুল এমন করেই আর্তবেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন :

শূন্য এ বুকে পাখি মোর, আয় ফিরে আয়, ফিরে আয়;
তোরে না হেরিয়া সকালের ফুল অকালে ঝরিয়া যায়।

পুত্রের নানা স্মৃতি—পনেরো বছরের নানা ছোটোবড়ো ঘটনা বেদনাবিধুর মাকে নানাভাবে করেছে উদ্বেল। এতখানিই উদ্বেল যে তিনি দুঃখকে যেন অতিক্রম করতে, জয় করতে পারছেন না। আসলে মাতৃহৃদয়ের নিরাবরণ-নিরাভরণ চিত্ররূপ এই 'অশোক-সংগীত'।

'দীপ ও ধূপ' কবির একটি অভিনব কাব্যগ্রন্থ (১৯২৯)। সংকলনটি খুব পরিচ্ছন্ন নয় এবং অবশ্যই পরিকল্পনাবিহীন। এতে কয়েকটি অপ্রকাশিত সনেট সমেত ১৮৯৩-১৯২৯ পর্বে রচিত বেশ-কিছু কবিতা ও সনেট স্থান পেয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটি

কবিতা এখনও পাঠকচিত্তকে নাড়া দেয়। যেমন 'অমৃতের পথে' কবিতাটি :

কবি সে বিশ্বের প্রাণে মিলাইয়া প্রাণ
সুখে-দুঃখে সকলেরে শুনাইছে গান;
তার বুকে বাজে যাহা শুধু নহে তার,
শুনি তাহে শত প্রাণে উঠিছে ঝঙ্কার।

—এই যে বহুজনীনতা—এ কাব্যের প্রাণ। অমৃতের বাণী সর্বরসিককে স্পর্শ করে—এই অনপেক্ষিত সত্যের আস্বাদন ঘটিয়ে দেয়। আহ্বান করে নবালোকে সর্বচিত্তকে অবগাহনের জন্য।

মৃত্যু বরণ করি' যারা মৃত্যুরে জয় করে,
কাঁটার মুকুট হতে যাদের নিত্য আলো ঝরে,
তাদের মত ভাষা তোদের, তাদের মত হাস,
তাদের জয়মাল্য-গন্ধে শৃঙ্খল সুবাস।

দীপ = আলোক, ধূপ = সুবাস—কবিতাগুলিতে দুয়েরই সমন্বয় রয়েছে। কিন্তু ধূপ সুবাস দেয় যে আত্মদহনে, সেই দহনের একটা অন্তর্লীন দাহ এই কবিতাগুলিতে এক ক্ষয়ের সুরভি সঞ্চারিত করেছে। অবশ্য আনন্দোচ্ছল অনুভব যে এখানে নেই, তা ঠিক নয়। 'ঠাকুরমার চিঠি', 'নাতনীর জবাব', 'নাত-বৌর জবাব'—এই শ্রেণীর লঘুপাচ্য আনন্দের উপচার।

কবির মধ্যে একটা প্রকৃতিচেতনা সুপ্ত হয়ে ছিল। পল্লী-সৌন্দর্য চিত্রণে তাঁর দক্ষতা ঈর্ষণীয়। 'নিশান', 'গাঙ্গ যে মোরে বোলায়'-প্রভৃতি কবিতায় তার নিদর্শন রয়ে গেছে।

৪

কামিনী রায় এখন এক বিস্মৃত কবি। অথচ অন্তত দুটি কবিতা-লেখার কারণেই তিনি অমরত্ব দাবি করতে পারেন—'সুখ' এবং 'মা আমার'। আমাদের সাহিত্যবোধে পরিবর্তন এসেছে নানাকারণে। তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত লেখকদের রচনার দুষ্প্রাপ্যতা একটা বড়ো কারণ। কামিনী রায়ের কোনও কবিতার বই এখন সহজে পাবার নয়। সে-কারণে এই কবিকে পুনশ্চ একালের এবং অনাগতকালের দরবারে পৌঁছে দেবার জন্য 'ভারবি'র এই আয়োজন। ভরসা করি, আমাদের এই শ্রম কবিতাপ্রেমিক বাঙালি পাঠকের আশীর্বাদ-লাভে ধন্য হবে।

১ সেপ্টেম্বর ২০০১ বারিদবরণ ঘোষ

সূ চি প ত্র

আলো ও ছায়া (১৮৮৯)

নির্মাল্য (১৮৯১)

মাল্য ও নির্মাল্য (১৯১৩)

অগ্রন্থিত কবিতা

আলোকে

আমরা তো আলোকের শিশু।
আলোকেতে কি অনন্ত মেলা!
আলোকেতে স্বপ্ন জাগরণ,
জীবন ও মরণের খেলা।

জীবনের অসংখ্য প্রদীপ
এক মহা-চন্দ্রাতপতলে,
এক মহা-দিবাকর-করে,
ধীরে-ধীরে অতি ধীরে জ্বলে।
অনন্ত এ আলোকের মাঝে
আপনারে হারাইয়া যাই,
দুঃসহ এ জ্যোতির মাঝার
অন্ধবৎ ঘুরিয়া বেড়াই।

আমরা যে আলোকের শিশু,
আলো দেখি ভয় কেন পাই?
এস, চেয়ে দেখি দশ দিক্,
হেথা কারো ভয় কিছু নাই।

অসীম এ আলোক-সাগরে
ক্ষুদ্র দীপ নিবে যদি যায়,
নিবুক না, কে বলিতে পারে
জ্বলিবে না সে যে পুনরায়?

জিজ্ঞাসা

পুষ্পবিরচিত পথে ভ্রমিনু, কোথায় সুখ?
সেবিনু বিশ্রাম সুধী, তবু ঘোচে না অসুখ।

কল্পনা মলয়াচলে, প্রমোদ-নিকুঞ্জতলে
কেন ঘুম ভেঙে গেল, চমকি উঠিল বুক?

"জীবন কিসের তরে?" কেঁদে জিজ্ঞাসিছে প্রাণ,
নীরব কল্পনা আজি করে না উত্তর দান।
চুম্বিয়া সহস্র ফুল বহে বায়ু, অলিকুল
ঝাঁকে-ঝাঁকে গুঞ্জরিছে, নদী গাহে মৃদু গান।

আবার ঘুমাব বলে মুদিলাম আঁখিদ্বয়,
আসিল না সুপ্তি মম, চিত্ত যে তরঙ্গময়।
যত চাহি ভুলিবারে জীবন কিসের তরে
নারিনু ভুলিতে কথা, ফিরে-ফিরে মনে হয়।

দুঃখ পথে

সারাদিন পথে-পথে, ধুলায় রবির তাপে,
ভ্রমিয়াছি কোলাহল মাঝে,
ঘন জনতার মাঝে ছাড়িয়া দিছিনু হিয়া
নিজপুরে ফিরেছে সে সাঁঝে।

একলাটি বসে-বসে আপনার পানে চাহি,
মনেরে ডাকিয়া কথা কই,
নিভৃত হৃদয়-কক্ষে ধীরে-ধীরে অবতরি
নিরখি অবাক হয়ে রই।

থাম্ অশ্রু থাম্

আজি হেথা আনন্দ উৎসব,
আজি হেথা হরষের রব,
থাম্ অশ্রু, থাম্।
দেখ্, ওরা উল্লসিতপ্রাণ,
শোন্, বহে আমোদের গান,
থাম্, অশ্রু, থাম্।
অই দেখ্, কত সুখোচ্ছ্বাস

উথলিছে তোর চারি পাশ,
থাম্ অশ্রু, থাম্।
ধরণী কি শুধু দুঃখময়?
ওরা যে গো অন্য কথা কয়,
থাম্, অশ্রু, থাম্।
এতেক সুখের মাঝখানে
আজি আমি কাঁদি কোন্ প্রাণে?
থাম্, অশ্রু থাম্।
বেলাভূমি অতিক্রম করি,
দু-একটি সুখের লহরী
চুম্বিয়াছে প্রাণ ;
ছেড়ে দে রে, ছেড়ে দে রে যাই,
আমি হাসি, আমি গান গাই,
থাম্, অশ্রু, থাম্।

কোথায়

হিয়া রে, কোথায় নিতে চাহিস্ আমারে হায়?
আকুল, অধীরপারা ছুটেছিস দিশাহারা,
ধাস্ বুঝি মরুভূমে হেরি মৃগতৃষ্ণিকায়!
আর না, আর না, হিয়ে, ফিরে আয় ফিরে আয়।
কি জানি শুধাই কারে, কোথায় যে যেতে চাই!
কি জানি কোথা কে ডাকে, ছুটেছি পাগল তাই ;
কি জানি নূতন ভাষা প্রাণের ভিতরে ভাষে ;
কি মধুর আলো এক আঁখির উপরে হাসে ;
ভাষা সে মধুর ভাষা, আমিই বুঝি না ভালো ;
আমি অন্ধপ্রায়, কিন্তু আলো সে উজ্জ্বল আলো।

তাই তো গো অবিরাম চলিয়াছি দিশাহারা ;
তাই তো গো দিশি-দিশি ছুটেছি পাগলপারা।
অকূল অতল ঘোর এ সংসার পারাবারে
ভাসাইয়া ক্ষুদ্র তরী, দিবালোকে, অন্ধকারে,
অবিরাম, অবিশ্রাম মানব চলিয়া যায়,
নাহি জানে কোথা যাবে তরঙ্গের ঘায়-ঘায়,—
অদৃশ্য যে কর্ণধার কাটায়ে তরঙ্গগ্রাস,

চালাল তরণী তার ; ভেদিয়া আঁধার রাশ,
উজ্জ্বল নক্ষত্র সব যাঁর নয়নের ভাতি
সম্মুখে দেখায় পথ আসিলে তামসী রাতি ;
শুধিতে মানস-স্বর্ণ অনলের মাঝ দিয়া
যাঁহার অদৃশ্য বাহু মানবেরে যায় নিয়া ;
সুখের মধুর স্বাদ করিতে মধুরতর
দুঃখের বিধান যাঁর ; তাঁহারি স্নেহের কর
সঙ্কট কণ্টকারণ্যে, মরুভূমে, অন্ধকারে,
যাবে না কি লয়ে মম দুরবল হাত ধরে?

লক্ষ্য-তারা

বিশাল গগন মাঝে এক জ্যোতির্ময়ী তারা,
তাহারেই লক্ষ করি চলিয়াছি অবিরাম,
ঘন ঘোর তমোজালে জগৎ হয়েছে হারা,
পরবাসী আত্মা মম চাহে সে আলোকধাম।
লভিতে আলোকধাম চলিয়াছে অবিরাম,
কাহারে শুধাই, সে কি হইতেছে অগ্রসর?
যেথা নাই নভো মাঝে সে তারকা সদা রাজে,
কাহার পশ্চাতে তবে ছুটিতেছি নিরন্তর?
বসি রহিতাম যদি অই কুটিরের দ্বারে,
দাঁড়াত না ও তারকা নয়নের আগে মোর?
ছুটে ছুটে আসিয়াছি বিজন জলধি পারে,
দিগন্তের অন্তে গেলে নাগাল কি পাব ওর?
কঠোর বসুধাবুকে ভ্রমিতেছি শুষ্ক মুখে,
থামিব কি এইখানে? কোন্ স্থানে, কোন্ দিন
ধরারে লইয়া হাতে স্বরগ লইবে সাথে,
আলোক নীরধি মাঝে আঁধার হইবে লীন?

নির্বাণ

কে কোথায় গেয়েছিল গান,—
সুর তার গেছি ভুলি, মনে নাই কথাগুলি,

শেষ তার "জীবনের জ্বলন্ত শ্মশান
কোন্ দিন হইবে নির্বাণ?"

তাপদগ্ধ হয় হবে প্রাণ,
কোলাহল ভেদি জনতার, হানে ধীরে হৃদয় দুয়ার
বিরাগের সহচর উন্মাদক গান,
"কোন্ দিন হইবে নির্বাণ?"

সুন্দরতা-মগন পরান—
মজি রহে যেথা চাই, আপনারে ভুলে যাই,—
এই বুঝি নিবে যাওয়া জ্বলন্ত শ্মশান?
এ কি নহে ক্ষণিক নির্বাণ?

খোলে যাবে নিদ্রিত নয়ান,
আদি অন্তে জড়ে নরে ত্রিভুবন চরাচরে,
হেরে শুধু সৌন্দর্যের, প্রেমের বিধান,
জুড়াইয়া জ্বলন্ত পরান!

একদিন হবে না এমন,
আপনারে ভুলি চিরতরে, মগ্ন রব সৌন্দর্য-সাগরে
কিবা অমা, কি পূর্ণিমা, মরু, ফুলবন,
আনন্দের হবে প্রস্রবণ?

সেই দিন বুঝি দগ্ধ প্রাণ,
ক্ষণিক স্বপন সম, হেরিবে অতীতে মম,—
শৈশবের ভীতি, দুঃখ, আঁধার, অজ্ঞান,
সেই দিন হইবে নির্বাণ।

জাগরণ

ঘুম ঘোরে ছিনু এতদিন,
স্বপন দেখিতেছিনু কত,
প্রাণ যেন হয়ে গেল ক্ষীণ
দুখে বনে ভ্রমি অবিরত।

কেহ কাছে নাহি আপনার,
মুখ তুলে যার পানে চাই,

শূন্য, শূন্য, শূন্য চারি ধার,
একলাটি পথ চলে যাই।

শত কাঁটা বিঁধিয়াছে পায়,
হাহাকার অশ্রুরাশি লয়ে ;
দিবস-রজনী চলে যায়,
দীর্ঘ পথ তবু যায় রয়ে।

আমার স্বপন

তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন,
শুনে যা আমার আশার কথা,
আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে
প্রাণের তবুও ঘুচেছে ব্যথা।

এই নিবিড় নীরব আঁধার তলে,
ভাসিতে-ভাসিতে নয়নের জলে,
কি জানি কখন কি মোহন বলে,
ঘুমায়ে ক্ষণেক পড়িনু তথা।

আমি শুনিনু জাহ্নবী যমুনার তীরে
পুণ্য দেবস্তুতি উঠিতেছে ধীরে
কৃষ্ণা-গোদাবরী-নর্মদা-কাবেরী
পঞ্চনদকূলে একই প্রথা।

আর দেখিনু যতেক ভারত সন্তান
একতায় বলী, জ্ঞানে গরীয়ান্
আসিছে যেন গো তেজো মূর্তিমান্
অতীত সুদিনে আসিত যথা।

ঘরে ভারত রমণী সাজাইছে ডালি,
বীর শিশুকুল দেয় করতালি,
মিলি যত বালা গাঁথি জয়মালা,
গাহিছে উল্লাসে বিজয় গাথা।

মা আমার

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনমভূমি,—মা আমার, মা আমার।

অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে ;
ছোটোখাটো সুখ-দুঃখ—কে হিসাব রাখে তার
তুমি যবে চাহ কাজ, মা আমার, মা আমার।

অতীতের কথা কহি বর্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায় ;
গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনিবার,
মরিব তোমারি তরে, মা আমার, মা আমার।

মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে?
যতদিন না ঘুচিবে তোমার কলঙ্কভার,
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ—মা আমার, মা আমার।

ভালোবাসার ইতিহাস

হৃদয়ের অন্তঃপুরে, নব-বধূটির মতো
ভালোবাসা মৃদু পদে করে বিচরণ,
পশিলে আপন কানে আপনার মৃদু গীত,
সরমে আকুল হয়ে মরে সে তখন ;
আপনার ছায়া দেখি দূরে দূরে সরি যায়,
অযুতে অযুত ফুল ফুটে তার পায়-পায়!
শূন্য আলয়ের মাঝে উদাস-উদাস প্রাণ,
কাঁদে সদা ভালোবাসা, কেহ নাহি তার,
কেহ তার নাহি বলে সকরুণ গাহে গান ;
সে যে গেঁথেছিল এক কুসুমের হার,

মাঝে-মাঝে কাঁটা তার কেমনে জড়ায়ে গেছে,
টানিয়া না ফেলে কাঁটা, মালাগাছি ছেঁড়ে পাছে।
কাঁদিয়া-কাঁদিয়া তার ফুরায়েছে আঁখিজল
ভালোবাসা তপস্বিনী কাঁদেনাকো আর ;
বিষাদ-সরসে তার ফুটিয়াছে শতদল,
শারদ গগন-ভরা কৌমুদীর ভার ;
নলিনী-নিশ্বাস-বাহী সুমধুর সান্ধ্য বায়,
দেখিতেছে ভালোবাসা—কে যেন মরিয়া যায়।
কে যেন সে মরে গেছে, তার শ্মশানের 'পরে
উঠিয়াছে ধীরে-ধীরে চারু দেবালয়,
বিশ্বহিত পুরোহিত নিয়ত ভকতি করে
পূজিতেছে বিশ্বদেবে ; ত্রিভুবনময়
বিচরিছে ভালোবাসা, স্বাধীনা, আননে তার
দিব্য প্রভা, কণ্ঠে—দিব্য সংগীতের সুধা-ধার।
৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৫

পুণ্ডরীক

আনন্দ প্রবাহ বহে গন্ধর্ব নগরে,
সুখী হংস চিত্ররথ, সহ-প্রজাকুল,
যুগ্ম পরিণয় হেরি,—বারিদ বর্ষণে
সুখী যথা কৃষকেরা অনাবৃষ্টি-শেষে।
তৃতীয় বাসরে যবে পুরজনগণ
হাসিছে খেলিছে রঙ্গে, শ্বেতকেতু-সুত,
চির নিরজন-প্রিয়—, কহিলা সাদরে,
"চল, প্রিয়ে, অচ্ছোদের শ্যাম তীরবনে
আশ্রম কুটিরে তব। যাপিব সেথায়
দিবা দোঁহে ; নিরখিব অনাকুল প্রাণে
হরষের বিষাদের অশান্তির সম
প্রাক্তন জনমের মরণের ভূমি,
পবিত্র প্রেমের তীর্থ রচিত তোমার।"
স্ফটিক-বিমল-নীরা সুন্দর সরসী,
রমার বিহার ভূমি, ফুল্ল কমলিনী,
সৌরভ-জড়িত-মৃদু-বায়ু-বিতাড়িত,

বিহগ-সংগীত-পূর্ণ, শ্যামল কানন
নেহারিছে জায়াপতি অনুরাগভরে,
স্বপনের মতো ভাবে অতীতের কথা।
উভয়ের আঁখি চাহে উভয়ের পানে,
নেহারিয়া অতীতের প্রীতি অভিজ্ঞান।
"এই শিলাতলে একা", কহে মহাশ্বেতা,
"প্রতি পূর্ণিমায় অশ্রু ঢালিয়াছি আমি।"
"ওই লতা বনে আমি, উন্মত্তের মতো,
দ্বিতীয় জনমে এক অপহৃত মণি
খুঁজিয়াছি, বুঝি নাই কি যে খুঁজিয়াছি—
তোমারে খুঁজেছি, প্রাণ, জন্ম-জন্ম ভরি।
জন্মজন্মান্তর পরে ফিরিনু যে আমি,
ফিরিনু তোমার, দেবি, তপস্যার ফলে,
ভুঞ্জি বহু দুঃখ ক্লেশ, দুর্গতি অশেষ,
অনাসিক্ত জীবনের নিয়তি দুর্বার।
তুমি ছিলে, তুমি ভালোবেসেছিলে বলে
শত জন্ম ক্লেশ হতে পেয়েছি নিস্তার,
প্রিয়তমে, পুণ্যময়ি, রমণীললাম।"
সস্নেহ তরল কণ্ঠে, দ্রবীভূত আঁখি
রাখি পুণ্ডরীক পানে, কহিলা রমণী,
"ভুঞ্জিয়াছ যত কষ্ট অভাগীর লাগি
প্রিয়তম। মম দোষে ভুঞ্জিয়াছ পুনঃ
তৃতীয় জনম দুঃখ। আকুল হৃদয়ে,
সাশ্রুনেত্রে, নিশিদিন, কল্পনার পটে
আঁকিয়াছি দূরস্থিত জীবন তোমার,
আশায় বিষাদে বর্ষ গেছে বর্ষ পরে।
অতীতের কথা, প্রিয়, আছে কিগো মনে?
অল্পমাত্র শুনিয়াছি কপিঞ্জল-মুখে।"
"জীবনের ইতিহাস শুন, দেবি তবে।
দেখ, কোন্ কুলাধমে প্রেমামৃতদানে
অমর করেছ তুমি, প্রেম-পুণ্যময়ি।"

১

বিশাল ক্ষীরোদ সরঃ পদ্মসমাকুল,
সর্ব ঋতু ভরি লক্ষ্মী নিবসনে যথা
সেই সরে একদিন পদ্মদল-মাঝে,
তীরে যবে ঋষিগণ নিমগন ধ্যানে,

সহসা কাঁদিল এক শিশু সদ্যোজাত।
বৃদ্ধ দ্বিজ একজন কহিয়াছে শেষে,
দেখেছে সে বাহু এক মৃণাল-নিন্দিত,
অস্ফুট-কমল-সম কর সুকুমার,
রাখি শিশু ফুল্ল-সিত-অরবিন্দ-দলে,
লুকাইতে সরোজলে পলকের মাঝে।
শিশুর কাতর রবে পূর্ণ পদ্মবন ;
ধ্যানমগ্ন ঋষিগণ সমাধি-বিহ্বল,
কেহ না শুনিল কর্ণে ; ইন্দ্রিয় সকল
ছাড়ি নিজ অধিকার, প্রভুর আজ্ঞায়
মিলিয়াছে অন্তর্দেশে।

একা শ্বেতকেতু
সহসা মেলিলা আঁখি, অতি ক্ষুব্ধচিতে।
তপোধন ঋষিগণ, মূর্ত ব্রহ্মতেজঃ,
তপোভঙ্গে মেলি আঁখি নয়ন-শিখায়
করেন অঙ্গার-শেষ ধ্যান-বিঘাতকে।
দয়ার আধার দেব-ঋষি শ্বেতকেতু,
অনুক্ষণ আর্দ্রীভূত স্নেহল নয়ন,
প্রশান্ত আননে তপঃপ্রভা সুমধুর,
শারদ আকাশে যথা পূর্ণ সুধাকর,
মেলি আঁখি, দেখিলেন শ্বেত শতদলে
অসহায় ক্ষুদ্র শিশু কাঁদে ক্ষীণরবে।
"কার চেষ্টা ধ্যানভঙ্গ করিতে আমার?
কার মায়া? ইন্দ্র সদা ভীত তপোভয়ে
কি ভয় আমারে? আমি আকাঙ্ক্ষাবিহীন,
নাহি চাহি স্বর্গসুখ তপস্যার ফলে ;
আপনার প্রভু হতে চাহি নিরন্তর,
উৎসর্গিতে প্রাণ মন চাহি ব্রহ্মপদে ;
আমারে ছলিছ কেন ত্রিদেশের পতি?"
মৃদুস্বরে বলি হেন, আরম্ভিলা পুনঃ
ধ্যানযোগ ; কর্ণে পুনঃ করিল প্রবেশ
শিশুর রোদনধ্বনি, অস্ফুট কোমল।
আবার মেলিলা আঁখি ঋষি পুণ্যবান্,
কহিলা, "আকাঙ্ক্ষাহীন হৃদয় আমার,
নাহি চাহি তপঃফল ; কিসের লাগিয়া
উপেক্ষা করিব হেন শিশু অসহায়?

ব্রহ্ম-দরশন মাত্র আকাঙ্ক্ষিত মম ;
হৃদয় চঞ্চল এবে বাৎসল্যের ভরে,
চঞ্চল হৃদয়ে ছায়া পড়িবে কি তাঁর?
অথবা এ চঞ্চলতা প্রেমজলধির
একটি বুদ্বুদ-লীলা হৃদয়ে আমার।
ঈষৎ সমীরে যদি দোলে পদ্মদল,
অমনি অতল হৃদে হারাবে জীবন
ক্ষুদ্র শিশু, বিধাতার হস্ত-নিরমিত।"
সন্তরিয়া মধ্যজলে আইলা তাপস
ধীরে-ধীরে এক হস্তে তুলিয়া শিশুতনু,
আর হস্তে সঞ্চালিয়া শুভ্র বারিচয়,
উত্তরিলা সরস্তীরে।

প্রবেশিলা যবে
তপোবনে তপোধন, নিরখি কৌতুকে
প্রতিবেশী মুনিগণ হাসি জিজ্ঞাসিল—
"কার পরিত্যক্ত শিশু আনিলা যতনে,
শ্বেতকেতো? চিরদিন ব্রহ্মচারী তুমি,
তুমি সুপুরুষবর, মার ঋষিরূপী,
অথবা কুমার, দেব-কুমারী-বাঞ্ছিত।
তপঃপ্রিয়, গৃহসুখে নহ অভিলাষী,
না লইলে দারা তেঁই ; নইলে এখন
কুলের রক্ষক পুত্র, নয়নাভিরাম,
বাড়াত আশ্রমশোভা। এতদিনে বুঝি
সুকুমারী স্নেহলতা লভিল জনম
দুশ্চর তপস্যা-শুষ্ক হৃদয়েতে তব ;
আনিলে পরের শিশু করিতে আপন।
কহ, এ কাহার শিশু, পাইলে কোথায়?"
কহিলা তাপসবর—

"রমার আলয়,
নিত্য প্রস্ফুটিত পদ্ম ক্ষীরোদ সরসে
পুণ্ডরীক শয্যোপরি আছিল শয়ান
অলৌকিক শিশু এই ; রোদনে ইহার
চঞ্চল হইল হিয়া বাৎসল্যের ভরে।
সন্তরি ইহারে বক্ষে ধরিনু যখন,
শুনিনু মধুর বাণী—প্রেমে পুলকিতা
লজ্জাবতী বধূ যথা প্রথম তনয়ে

আরোপি প্রাণেশ-অঙ্কে কহে ধীরে-ধীরে,
'মহাত্মন্, লহ এই তনয় তোমার।'
নিরখিনু চারিদিক্ ; স্বচ্ছ নীররাশি
হাসিছে অরুণালোকে, স্থির পদ্মবন
আমার উরস-ভারে পীড়িত ঈষৎ
দেখিলাম ; না দেখিনু নারী বা পুরুষ
জলমাঝে ; তীরে মগ্ন ধ্যান-আরাধনে
ঋষিবৃন্দ নেত্র মুদি। উত্তরিয়া তীরে
দেখিলাম পরিচিত বৃদ্ধ এক দ্বিজে,
জানি তাঁরে সত্যবাদী, জ্ঞানী, পুণ্যবান্,
বিস্ময়-স্ফারিত নেত্রে নেহারিছে মোরে।
জিজ্ঞাসিনু, দ্বিজবর, বাণী সুমধুর
অমিয়-প্রবাহ-সম শুনেছ বহিতে,
নীরব ক্ষীরোদতটে, অথবা গগনে?
"শুনি নাই বাণী, কিন্তু অলৌকিকতর
দেখিয়াছি দৃশ্য এক। দেখ নাই তুমি,
দ্যুতিময় কর শিশু ধরি পদ্মোপরি?'—
কহিলা ব্রাহ্মণ। যবে ফিরি তপোবনে,
শুনিলাম অন্তঃকর্ণ প্রতিধ্বনিময়,
'মহাত্মন্, লহ এই তনয়ে তোমার'—
ঋষিগণ, নহে একি দেবতার লীলা?"
সবিস্ময়ে ঋষিগণ আসি শিশু-পাশে
নেহারিল মুখ তার, আশিসিল সবে,
কহিলা, "সামান্য নহে এ শিশু-রতন ;
গঠেছেন পদ্মাসনা মাধব-বসনা
বিজনে নলিনীবনে মানসকুমার ;
ভাগ্যবলে, পুণ্যফলে পাইয়াছ তুমি।"
বাড়িতে লাগিল শিশু পুণ্ডরীক নামে,
শ্বেতশতদলে জন্ম তেঁই অভিধান।
"স্নেহের শীতল উৎস, আনন্দকিরণ
উচ্ছ্বসিত যুগপৎ আশ্রম-কাননে,"—
কহিতেন ঋষিগণ,—"ধন্য শ্বেতকেতু,
জীবন্ত সৌন্দর্য-তরু শূন্য তপোবনে
স্থাপিলা যতনে যেই, সরসী মরুতে।"
"হেন শোভা", শুনিয়াছি কহিতেন তাত,
শোভা পায় রমণীরে ; কান্তি পুরুষের

হইবেক ভীমকান্ত, বজ্রতড়িন্ময় ;
জ্যোৎস্না আর ফুলদলে গঠিত এ শিশু,
অতি রমণীয়, যেন অতি সুকুমার।
নেহারি এ মুখ যবে, ভয় পাই মনে,
—সৌন্দর্য আত্মার ছায়া শরীরদর্পণে—
অসহিষ্ণু মূরছিবে স্বল্প ব্যথায়।"
"পূর্ণ সৌন্দর্যের শিশু ইন্দিরাতনয়,
রমণী-মানসজাত, তাই হেন রূপ ;
কি আশঙ্কা, শ্বেতকেতো, মূর্ত তপঃ তুমি
শিক্ষক পালক যবে, শোভায় প্রভাব,
মধুরে ভীষণ, পুষ্পে বজ্রের মিলন
দেখাইবে,—একাধারে লক্ষ্মী-শ্বেতকেতু।"
তবুও বিষাদ ছায়ে আবৃত বদন,
চিন্তায় আবিল আঁখি থাকিত তাঁহার ;
দুর্ভাগ্যের ভাগ্যবর্ত্ম দূর ভবিষ্যতে
পাইতেন দেখিবারে দূরদর্শী তাত।
কেমনে কাটিত দিন কহিব কেমনে?
মধুর স্বপন সম স্মৃতি শৈশবের,
নয়নেতে আসে জল স্মরি সে সকল
পিতার সে স্নেহময় প্রশান্ত বদন,
মধুর গম্ভীর স্বর—মহাশ্বেতে, প্রাণ,
ভুঞ্জিয়াছি জন্মান্তর, নিত্যদুঃখময়,
শিশুত্ব লভিতে যদি পারি তপোবলে
সেই অঙ্কে, সে পবিত্র চারু তপোবনে,
তাহলে তপস্যা সাধি পুনর্জন্ম লাগি।
অধীত সমস্ত বিদ্যা পিতা পুণ্যবান্
খুলি দিলা আপনার জ্ঞানের ভাণ্ডার,
পিতৃধনে অধিকারী হইলাম কালে।
বাখানিত সবে যবে প্রতিভা আমার
পিতার স্নেহলকান্তি হইত উজ্জ্বল।
সহাধ্যায়ীগণ মোরে কহিত আদরে
পুণ্ডরীক লক্ষ্মীসুত, বীণাপাণি-পতি।
হেন গেল জীবনের প্রথম অধ্যায়।

২

সমাপ্ত করিনু যবে বিদ্যা চতুর্দশ,
কহিলেন প্রিয়ভাবে পিতা স্নেহময়,

সযতনে সর্ববিদ্যা শিখাইনু তোরে,
অতুল প্রতিভাবলে অতি অল্পকালে,
সকলি শিখিলি ; শ্রম সার্থক আমার।
কিন্তু বৎস, চিরদিন জানিস্ হৃদয়ে
অধ্যাপন, অধ্যয়ন নহে রে দুষ্কর,
দুষ্কর চরিত্রে শাস্ত্র করা প্রতিভাত।
নীতিধর্ম অধ্যয়ন করিলে যেমন,
প্রীতিকর্মে, প্রতিবাক্যে, প্রতিপাদক্ষেপে
তোমাতে সেসব যেন করে অধ্যয়ন
সর্বলোক। অদ্যাবধি বিস্তীর্ণ সংসারে
ধরি কর্তব্যের পথ চলিবে আপনি।"
অবসিত পঠদ্দশা হইল যেমন,
কোথা হতে অতি ক্ষুদ্র বিষাদের রেখা
পড়িল হৃদয়ে মম ; যাপি বহুকাল
এক ঠাঁই, ত্যজি তাহে গেলে দেশান্তরে,
আকুল হৃদয় যথা থাকে কিছুদিন,
তেমতি হইল প্রাণ আকুল, উদাস।
হোম, যাগ, ব্রত, তপঃ করিতাম কভু
কভু শুষ্ক, চিন্তাশূন্য, লক্ষ্যশূন্য প্রাণে
ভ্রমিতাম বনে-বনে। সমগ্র সংসার
ভাসিত নয়নে যেন দৃশ্য স্বপনের।
বোধ হত, আমি যেন বিশাল প্রান্তরে
এক তরু, এক পান্থ অন্তহীন পথে।
পিতৃতুল্য ঋষিদের সাদর ব্যাভার,
পিতার অটল স্নেহ নারিত রোধিতে
অনির্দ্দিষ্ট অভাবের—বাসনার গতি ;
সংসারের দূরস্থিত ক্ষুদ্র তপোবন
মনে হত অতি ক্ষুদ্র ; হৃদয় আমার
প্রাবৃষ-সলিল পানে স্রোতস্বতী সম
অপ্রসন্ন, স্রোতময়, অতি বিস্তারিত,
আশ্রমের ক্ষুদ্র সীমা করি উল্লঙ্ঘন,
ছুটিতে চাহিত কোন অজ্ঞাত-সন্ধানে।
তখন করিনি লক্ষ্য, এবে মনে পড়ে
জনকের শান্ত দৃষ্টি আমার পশ্চাতে
বিচরিত সাথীসম।

আনিলেন তাত

সুন্দর তেজস্বী এক তাপস কুমার,
শিরে সুকুমার জটা, পিধান বল্কল,
পাদক্ষেপ নির্ভীকতা প্রতিভা ললাটে,
বিশাল লোচনে শান্তি, প্রীতিবিজড়িতা
অধরে সুনৃতা বাণী, স্নাত মৃদুহাসে।
"সুহৃদ্‌কুমার মম, নাম কপিঞ্জল,
তপোনিষ্ঠ, বশী, শান্ত, প্রফুল্লহৃদয় ;
লভি এর সখ্য, পুত্র হও ধন্য তুমি"—
কহিলেন পিতা মোরে। তদবধি যেন
আঁধারে উদিল শশী। কপিঞ্জল-স্নেহে
লভিনু জীবন নব, উদ্যম নূতন!
একদিন, প্রিয়তমে, হৃদয় আমার
কি এক অজ্ঞাত-হেতু হরষের ধারে
ছিল সিক্ত। সেইদিন বিমল উষায়
গিয়েছিনু সুরপুরে ; নন্দন দেবতা
প্রণমিয়া সমুখেতে ধরিলা আমার
মনোহর পারিজাত-কুসুম মঞ্জরী ;
লজ্জানত না লইনু ; প্রিয় কপিঞ্জল
কহিলা, "কি দোষ, সখে লহ পারিজাত।"
তবু না লইনু যদি, সখা নিজহাতে
লয়ে ফুল কর্ণপুর করিলা আমার।
নন্দনের ফুল, প্রিয়ে, পূর্ণ ইন্দ্রজালে,
স্পর্শে তার কত হয় মোহের সঞ্চার ;
চারিদিকে দেখিলাম দেখি নাই আগে,
সৌন্দর্য পড়িছে ফুটি যৌবনের সাথে ;
চন্দ্র, তারা, পৃথ্বী, রবি, সাগর, ভূধর,
অভ্রময় মহাশূন্য অতীব শোভন,
অতীব তরুণ যেন।

অচ্ছোদের তীরে
দেখিলাম পবিত্রতা, সৌন্দর্য, যৌবন
একাধারে,—কল্পনার অতীত প্রতিমা।
কুসুমে সাগ্রহ নেত্র হেরিনু তোমার।
উপহার দিনু তাহে ; দৃষ্টিবিনিময়ে
বিনিমিত হিয়া তথা হইল দোঁহার,
অক্ষমালা সাঁথে সিত মুকুতার মালা,—
হইলাম পরিণীত, লইলে বিদায়।

তুমি যবে গেলে, লয়ে গেলে সাথে তব
জগতের আলোরাশি, রহিল আমার
অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার, বিষাদ, অভাব—
বিষাদ, অভাব আর ব্যাকুল বাসনা।
ভুলিলাম হোম, যাগ, ধ্যান, অধ্যয়ন,
পিতৃসেবা ; ভুলিলাম অতিথি-সৎকার,
নিত্য অনুষ্ঠেয় কর্ম। সখা কপিঞ্জল
বিস্মিত ব্যথিত চিত্তে ফিরিতেন সাথে,
কভু বা ধিক্কারে, কভু মৃদু তিরস্কারে,
কভু স্থির উপদেশে চেষ্টিত নিয়ত
ফিরাইতে সে আমার হৃদয়ের স্রোতঃ।
কি যে পুণ্য, কি যে পাপ, বিমল পঙ্কিল
প্রণয়, আসক্তি কিবা, কিবা জ্ঞান মোহ
কহিতেন অনুক্ষণ, শুনিতাম কানে
কানে মম ; আধা তার পশিত না মনে
বিদেশীর ভাষা যেন ; বুঝিতাম শুধু,
আমার নূতন ব্যথা কেহ বুঝিছে না,
আমার ভবিষ্য সুখ চিনিছে না কেহ।
নয়ন, শ্রবণ, মম প্রাণ, মন, হিয়া
আছিল তোমারি ধ্যানে, তোমাতে জীবিত ;
নয়নের এক-জ্যোতিঃ তব রূপরাশি
রেখেছিল আবরিয়া জগতের মুখ
অন্ধকারে। সুখ ছিল তোমারি স্বপনে ;
বর্ণীদের শুষ্কালাপে ভাঙিত যখন
সে স্বপন, জাগিতাম অভাবের মাঝে
নিরানন্দ। গেল ধৈর্য, আত্মার সংযম,
গেল শান্তি, গেল পূর্ব সংসার বিরাগ,
সুদুশ্চর ব্রহ্মাচর্য, কুলক্রমাগত।
কোথা সুখ এ বৈরাগ্য, আপন শাসনে?
বিপুল এ ধরণীর ত্যজি সুখাস্বাদ,
ক্ষুদ্রাশ্রমে ক্ষীণপ্রাণে বেদ-উচ্চারণে
নীরস বরষ কাটে বরষের পরে।
হয় হোক নিন্দনীয় গৃহীদের খেলা
আমি দেখি এ খেলায় আছে কিনা সুখ!
এ যদি না হয়, সখে, স্বরগের পথ
চাহি না স্বরগবাস ; এ যদি বন্ধন,

নাহি চাহি মোক্ষ আমি ; এ যদি গরল,
চাহি না অমৃতরাশি, না চাহি জীবন।"—
কহিলাম কপিঞ্জলে,

"এ মধুর বিষ
হইবে বিরসতর, তিক্ত, পলে-পলে
পরিণামে ; সুখাশায় দুঃখ-পারাবারে
ঝাঁপিতে চাহিছ, সখে ; পার্থিব বাসনা
কোথা নিয়ে যাবে শেষে, ফের সখে এবে,
ফের সখে ; ঢালি অঙ্গ প্রবৃত্তির স্রোতে
স্ব-ইচ্ছায়, ভেসে আর নারিবে ফিরিতে,
ভেসে যাবে দিন-দিন মরণাভিমুখ,
ডুবিবে আবর্তে কিবা,—মরিবে নিশ্চিত ;
স্ব-ইচ্ছায়, আর কভু নারিবে ফিরিতে।"
"কেমনে মরিব, সখে? দুইটি জীবন,
দুটি আত্মা, একীভূত, দ্বিগুণ বর্ধিত,
হবে না কি সঞ্জীবিত দ্বিগুণ জীবনে?
অমৃতের অধিকার বাড়িবে না আর?"
"গৃহধর্ম, ব্রহ্মচর্য কি যে পুণ্যতর
আমি তো বুঝি না, সখে ; না বুঝি প্রণয়,
সোপান সে জীবনের কিবা মরণের
নাহি জানি ; ভিন্ন জনে কহে ভিন্ন কথা।
দ্বিগুণ জীবনে জীবী, বলে বলীয়ান্,
পবিত্র, সুন্দরতর নহেন সুহৃদ
ব্রহ্মচারী শুকদেব, তাত শ্বেতকেতু?"
"ছাড় কথা, দেখ মুখ, দেখগো হৃদয়—
উত্তরঙ্গ ব্যাকুলতা,—দেহ শান্তি তাহে।"
"গৃহী হতে চাও, সখে? তাই হও তবে ;
এ অশান্তি, ঝটিকার সাগরের মতো
চঞ্চলতা হোক দূর ; প্রশান্ত হৃদয়ে
দেহ মন গৃহধর্মে। কহিব পিতায়?"
"কহিবে পিতায়?"—লাজে হইনু কাতর।
"ব্যাকুল পরান মোর দেহের পিঞ্জর
ভেঙে চুরে যেতে চাহে,—কি করিব সখে,
কহ তাঁরে ; পিতৃদেব করুণার খনি।"
কোন্ দিকে গেল দিন, কত দিন গেল,
নাহি জানি, তার পর, তোমার স্বপন

ভাঙাইয়া, কপিঞ্জল কহিলা আমায়
এক সন্ধ্যাকালে,—"তাত জানেন আপনি
মানস বিকার তব। আদেশ তাঁহার—
'সপ্ত মাস, সপ্ত দিবা, সপ্ত দণ্ড আর
লঙ্ঘিবে না পুণ্যময়—তপোবন-সীমা,
পিতার নিদেশ, বৎস, করিও না হেলা—
লঙ্ঘনে সমূহ দুঃখ, নিশ্চিত মরণ।
স্নেহ-আশীর্বাদ শত রেখে যাই পাছে ;
প্রয়োজন-অনুরোধে চলিলাম আমি
দূর দেশে ; মাস শেষে ফিরিব আবার।
এতাবৎ কর সদা ধ্যান অধ্যয়ন,
সযতনে কর, বৎস, আত্মানুসন্ধান ;
হৃদয়-তটিনীকূলে কর আহরণ
বিন্দু বিন্দু স্বর্ণরেণু বালুরাশি হতে,
স্বর্ণহার চাহ যদি দিতে উপহার
পুণ্যবতী ভাগ্যবতী কোন রমণীরে।"
"যে আজ্ঞা পিতার"—আমি কহিলাম মুখে,
"সপ্ত দণ্ড—দিন—মাস কেমনে ধরিব
শূন্য দেহ এ কাননে?" ভাবিলাম মনে।
কত কষ্টে গেল দিন, দিন তিন চারি,
গণিয়াছি প্রতি দণ্ড প্রতি পল তার
শৃঙ্খলিত দেহ পিতৃ-নিদেশ-নিগড়
ভাঙি চুরি বাহিরিতে চাহিত যখন
বেগভরে, কপিঞ্জল কোন্ মন্ত্রবলে,
শান্ত নেত্রে, ধীর ভাষে, দৃঢ়মুষ্ঠি-মাঝে
রাখিত আমারে যেন পালিত কেশরী।
যেইদিন পূর্ণচন্দ্র উঠিল গগনে,
পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের ষোড়শ কলায়,
উচ্ছ্বসি উঠিল ধরা, হৃদয় আমার।
উঠিলাম ঊর্ধ্বদেশে, চকোরের মতো
চন্দ্রে চাহি—কপিঞ্জল সন্ধ্যা-জপে রত।
পদাচারে লঙ্ঘিব না আশ্রমের সীমা,
আশ্রমের ঊর্ধ্বে উঠি দেখি একবার
সুন্দর অচ্ছোদ-তীর প্রিয়াপাদাঙ্কিত ;
পারি যদি হেরি দূরে পুণ্য হেমকূট,
কুলের কৌমুদীরূপা যথা মহাশ্বেতা।

শশী আর ধরণীর মধ্যপথ হতে
হেরেছে কি শশী আর ধরণীর শোভা?
পূর্ণিমার সে সৌন্দর্য নহে বর্ণিবার।
ঊর্ধ্ব হতে দেখিলাম উঠিছে উথলি
নীররাশি নীরধির, সমগ্র হৃদয়
তরল প্রণয় রূপে উঠিছে উথলি।
শত কর প্রসারিয়া, সাদরে চন্দ্রমা
যেন আহ্বানিছে তারে ; আকুল জলধি
চাহে যেন আপনারে ঊর্ধ্বে লুফিবারে।
সলিলে মিশিছে আলো, তরঙ্গ উজ্জ্বল,
উচ্ছ্বসিত প্রেমে শুভ্র জ্যোতিঃ স্বরগের ;
পৃথিবীতে বদ্ধমূল, বেষ্টিত বেলায়,
পারে না সে আপনারে করিতে মোচন ;
রহে দূরে প্রণয়ীরা, একের আলোকে
আলোকিত অন্য হিয়া ; সুখী নিরখিয়া
একে আপনার ছায়া অপর হিয়ায়।
পূর্ণশশী মহাশ্বেতা, সাগর সমান
এ হৃদয় উদ্বেলিত স্মরণে তাহার,
বেলা, বাঁধ, নিম্ন-ঊর্ধ্ব আছিল না কিছু।
ছুটিলাম শূন্য-পথে সন্ধানে কাহার
অচ্ছোদের তীরপানে,—ক্ষিপ্ত ধূমকেতু
ছুটে কি এমনি বেগে আপনারে দিতে
জ্বলন্ত ভাস্কর-কুণ্ডে? নামিনু সেথায়
শিশির সমীরে যথা আর্দ্র কেশ তব
মৃদুলে দুলিতেছিল,—বসন্ত আপনি
নিরন্তর-কিশলয়, লতা-বিজড়িত
তরুর ছায়ায় পাতি পুষ্প-আস্তরণ
কামিনী শেফালি আর বকুলের দলে,
স্নাত শুভ্র তনু'পরি আছিল ঢালিতে
পুষ্পসার,—সেই শুভ পরিচয় দিনে।
দাঁড়াইনু অচ্ছোদের তট উপবনে ;
দেখিলাম সৌন্দর্যের শূন্য দেহ তার,
জীবন্ত সৌন্দর্য সেই নাহি মহাশ্বেতা।
কেন এনু এতদূরে? কোথা মহাশ্বেতা?
হেমকূটে। কেন্দ্র এনু, কোথা যাব ফের?
কেন এনু অবহেলি পিতার নিদেশ,

কি লাগিয়া? ধিক্ মোহ, বিস্মৃতি আমার!
বিস্মিত, লজ্জিত, ভীত, ব্যথিত-পরান
বসিলাম তরুতলে ; দেহের বন্ধন
শিথিল হইল ক্রমে। স্বপনের মতো
জানিলাম সুহৃদের সস্নেহ বচন,
শীতল শরীরে তার উষ্ণ করতল,
অবিরল অশ্রুপাত ললাটে আমার।
"সখে, সখে পুণ্ডরীক, প্রাণাধিক মম,
হেথা কেন? দেহে, প্রিয়, পেয়েছ আঘাত?"
"দেহে নহে, মোহবশে কিবা স্বপ্ন মাঝে
এসেছিনু অবহেলি পিতার আদেশ ;
আসিয়াছি, যায় প্রাণ ; মরিবার আগে
একবার প্রিয়তম, দেখাবে কি তারে?"
কি যেন নিদ্রার মতো ছাইল আমায়।
এই কি মরণ?—আমি জিজ্ঞাসিনু মনে
তারপর ধীরে-ধীরে গেলাম কোথায়
নাহি জানি। একবার ঘোর অন্ধকার
করিলাম অনুভব ; মুহূর্তের মাঝে
চারিদিকে দিব্য জ্যোতিঃ দেখিনু প্রকাশ।
কোন দেবতার হস্ত তুলিল আমার
অর্ধমাত্র, সেই মম দেবর্ষি-শরীর
শ্বেত-শতদল বর্ণ, পুণ্ডরীক নাম,
কণ্ঠে শুভ্রতর তব একাবলী হার,
তোমার প্রণয়মালা ; তোমার লাগিয়া
কুলের দেবতা তব অমৃত সিঞ্চনে
রাখিলেন সঞ্জীবিত দেব-অর্ধ মম
নিদ্রাগত, মানবের নেত্র-অগোচরে,
প্রচ্ছন্ন পাবক যথা সমিধ মাঝার।
সেই এক দীর্ঘ নিদ্রা, জন্ম জন্মান্তর
সে মহানিদ্রার যেন দুঃখের স্বপন।
প্রভাতে সমগ্র স্বপন নাহি থাকে মনে,
যেটুকুর আছে স্মৃতি কহিব তোমায়।

৩

মনে পড়ে জীবনের অবস্থা নূতন ;—
আনন্দ অশান্তি কিছু অতিরিক্ত নয় ;
সুখে-দুঃখে কাটে দিন আমোদে, বিষাদে ;

রাজপরিষদ্-মাঝে যুবরাজ-সখা
রাজপুত্রগণসহ যাপিতেছি দিন ;
নহি দেবর্ষির পুত্র ঋষিসহবাসে,
তপোবনে, শাস্ত্রপাঠে জপতপে রত,
নিমন্ত্রিত সমুজ্জ্বল বাসব-সভায়,
উষায় সন্ধ্যায় পুণ্য নন্দনকাননে।
অতঃপর মনে পড়ে স্বপ্ন স্পষ্টতর—
সপ্ত আবরণে ঢাকা এ নয়ন হতে
এক আবরণ যেন হইল মোচন।
সুন্দর অতীত ছায়া, দেবর্ষি-জীবন,
ক্ষণেক জাগিল মনে চপলার মতো ;
স্মরিতে চাহিনু যত, চাহিনু ধরিতে
গেল যেন মিলাইয়া বিস্মৃতি আঁধারে।
এসেছিনু যেন কোন মায়াময় দেশে,
এই সরোবর-তীর দেখিনু, এতেক
লতিকা-সনাথ তরু আবরিত ফুলে।
দেখিনু জাগিয়া যেন স্বপন সুন্দর,
অথবা সে জাগরণ দুঃস্বপন মাঝে।
প্রতি তরু, প্রতি তার ফুল কিশলয়,
প্রতি শিলা, সরসীর প্রত্যেক সোপান,
স্বচ্ছ নীরে তীর ছায়া ঈষৎ চঞ্চল,
পরিচিত বলি বোধ হইল আমার।
প্রতি হিল্লোলের ভঙ্গি বাল-রবি-তলে
বাসন্তি সৌরভে পূর্ণ মৃদু সমীরণ,
কলহংস-কলরব পুণ্ডরীক-বনে,
চক্রবাক-মিথুনের সানন্দ-বিহার,
দূরাগত চাতকের ব্যাকুল সুস্বর
কোন দূর অতীতের অভিজ্ঞান-সম
চঞ্চল করিল হিয়া ;—বিস্মৃত সংগীত,
রাগিণী শুনিনু যেন সুদূর প্রবাসে ;
কত ভাবি, কথা তার পড়িছে না মনে।
ভাবিয়া ভাবিনু, চাহি চাহিলাম কত
বার বার ; মুদি আঁখি, ভাবি মনে, পুনঃ
খুলি আঁখি ; স্মৃতি আর নয়নের মাঝে
বাঁধিয়া চিন্তার-সেতু, করে যাতায়াত
আকুল হৃদয় মম। ত্যজি সঙ্গীজন,

ত্যজি ক্রীড়া নিদ্রাহার, লাগিনু ভ্রমিতে
তীরবনে ; আকুলতা প্রতিক্ষণে মোর
বাড়িতে লাগিল ; হৃত-সরবস্ব সম
খুঁজিতে লাগিনু প্রতি তরুলতা-মূল ;
কি মোর হারায়ে গেছে, তাহারি পশ্চাতে
হারাইনু আপনারে। বিস্মিত, চিন্তিত,
পরিজন সানুনয়ে ডাকিছে শিবিরে
মায়াময় দেশ ছাড়ি পদমাত্র আমি
নারিলাম যাইবারে—অতি পরবান্।
কেহ ক্ষিপ্ত, ভূতগ্রস্ত কেহ বা কহিল
কেহ বা কহিল ছিঁড়ি সংসার-বন্ধন
সহসা বিবেক মম হয়েছে উদয়।
জানিতাম সকলেরি মিথ্যা অনুমান,
নাহি জানিতাম কিন্তু কি হেতু হৃদয়
সহসা হইল হেন অবশ আকুল ;
ভ্রমিতে লাগিনু বনে আবিষ্টের মতো।
একদিন অন্বেষিতে লক্ষ্য অনির্ণেয়,
ভ্রমিতে-ভ্রমিতে সেই চারু উপবনে
পাইলাম দরশন ; হইল নির্ণয়
অভীষ্টের। অনাথিনী তাপসীর বেশে
নেহারিনু দেবী এক,—সে তো তুমি, প্রিয়ে
কহিল হৃদয় মোরে—"এত কাল পরে
পাইয়াছ, ক্ষিপ্তবৎ খুঁজিয়াছ যারে।"
কিন্তু হায়! ঋষি সেই দুর্বল, পতিত,
ইতর মানব সাথে হয়েছে সমান,
অযোগ্য সে নিরখিতে সপ্রেম নয়নে
সেই মূর্তি। জন্ম-জন্ম বিরহ-অনলে
দগ্ধ প্রেম হবে স্বর্ণ বিশুদ্ধ উজ্জ্বল ;
অশ্রুর প্রবাহে স্নাত ম্লান-অর্ধ মম
শুভ্র অরবিন্দ সম উঠিবে ফুটিয়া
তেঁই না চিনিলে তুমি ; নিকটস্থ জনে
তোমার পবিত্র তেজে দহিলে—নাশিলে।
সেই রাত্রি—কালি রাত্রি—সেই পূর্ণচাঁদ
ঘোর ঘৃণাভরে নিম্নে নেহারিছে মোরে,—
সাক্ষীসম দাঁড়াইয়া নিবিড় অটবী,
নীরব, নিরুদ্ধশ্বাস,—স্থির দশদিক্—

কুমারীর দেহলতা ক্রোধ-কম্পময়,
নয়নে স্ফুলিঙ্গরাশি, স্বর ভয়ঙ্কর
উচ্চারিছে অভিশাপ—"পাপিষ্ঠ, দুর্জন,
অসংযত-চিত্ত-বাক্, সদ্যোবজ্রপাত
হইল না শিরে তোর?—না হল অচল
পাপ-জিহ্বা? প্রেমালাপে শিক্ষা শুক-সম,
না জানিস্ মানবের হৃদয়-গৌরব,
তির্যক না হয়ে কেন জন্ম নরকুলে?—"
"ভগবন্, পরমেশ, দুর্জন শাসন,
যদবধি হেরিয়াছি দেব পুণ্ডরীকে,
তদবধি চিন্তা কিবা স্বপনেও কভু
না যদি দিয়াছি স্থান অপর পুরুষে
চিত্তে মম, তবে সত্য সতীর বচনে
নরকুলপাংশু এই হউক পতিত।"
আর না বুঝিনু কিছু ; দারুণ আঘাতে
পড়িনু ভূতলে—প্রিয়ে জানই তো তুমি।
অতীব অস্পষ্ট মম স্বপনাবশেষ
নহি শুদ্ধশান্তচিত ঋষিগণ মাঝে,
সংসারে সমৃদ্ধ নহি রাজগণ সহ.
সংসারী ব্রাহ্মণ-বাল। গেলাম কোথায়
ঘোর বনে, চরে যথা শ্বাপদ শবর,
শ্রেষ্ঠ মানবের নামে অধিকার হীন।
পারিনা বর্ণিতে প্রিয়ে সে জীবন মম।
অধোগত দিন-দিন, দেবর্ষি কুমার—
হীন নর—নরাধম—তির্যক ক্রমশ,
আলোকের দেশ ছাড়ি ক্রমে অন্ধকারে—
ঘনতর, কৃষ্ণতর মোহের মাঝারে
হারাইনু আপনারে জন্মান্তর মম
হইলাম বিস্মরণ। সে আঁধারে শেষে,
সহৃদয় সুকুমার ঋষির কুমার—
হারীত তাহার নাম, কত স্নেহে আহা
অসহায় জীবনের হইলা সম্বল,
নিরাশার মাঝে যেন আশা জ্যোতিষ্মতী।
তারপর হেরিলাম বৃদ্ধ মুনি এক,
অনম্য-কঠিনীভূত, বার্ধক্য সবল,
সূক্ষ্মদর্শী, অতীতজ্ঞ, অতীত আমার

অশাসিত জীবনের দুশ্চিন্তা, দুষ্কৃতি
দুর্বলতা অবনতি, দেখাইলা মোরে,
নির্মম কঠোর প্রায় দগধি হৃদয়,
অনুতাপ-হুতাশনে হল ভস্মীভূত
হীন যোনিত্বের বৃত্তি, মোহের বন্ধন।
স্মরিলাম কোথা ছিনু, কি আছিনু আগে,
কোন দেশ হতে ক্রমে পতিত কোথায়,
স্মরিনু তোমারে অয়ি, সতী পুণ্যবতী,
শুদ্ধাচারা, শুদ্ধকামা, প্রেমে অবিচলা।
তার পর ফিরে যেন পুণ্ডরীক-দেহ
দগ্ধ ধৌত প্রাণ মোর করিল গ্রহণ,
গলে তব করার্পিত একাবলী হার।
অন্তর-দর্পণে স্থিরা মহাশ্বেতা ছায়া।
দুঃস্বপন অবসানে কিবা জাগরণে,
মহাশ্বেতা-পুণ্ডরীক চির পরিণীত।

মহাশ্বেতা

মৃদু বাষ্পাকুল কণ্ঠে সজল নয়নে
চন্দ্রাপীড়-অভিলাষ করিতে পূরণ
কহে গন্ধর্বের বালা রোধি শোকোচ্ছ্বাস,
থামি থামি, থামে যথা বাদক-অঙ্গুলি
ছিন্নতন্ত্র বীণা মাঝে যুজিবারে তার।
বালিকা আছিনু আমি---হৃদয় আমার
কলিকা, প্রস্ফুট-পুষ্প এ দুয়ের মাঝে,
এক রতি আলো কিম্বা ঈষৎ সমীরে
আজ কিম্বা কাল যেই উঠিবে ফুটিয়া
হেন কুসুমের মতো—লালিত যতনে।
একদিন সখী লয়ে জননীর সাথে
অচ্ছোদের স্বচ্ছ জলে করিবারে স্নান
চলিলাম গৃহ হতে, করি স্নান শেষ
জননী মগনা যবে শিব-আরাধনে
সরসীর তীরে বসি রহিনু দেখিতে
তীর-উপবন-ছায়া, তরুণ রবির

উজ্জ্বল-মধুর-কর বিম্বিত সলিলে।
বসে আছি সরস্তীরে, মৃদু সমীরণে
ধীরে-ধীরে ঝরিতেছে বকুলের ফুল
নহে অতি দূরে এক হরিণের বালা
নির্ভয়ে করিছে খেলা জননীর পাশে—
হেনকালে কোথা হতে হরিণ বালক
তৃষিত, সলিল আশে কিবা পথ ভুলি
দেখা দিল ; নেহারিতে হরিণীর খেলা
থমকি দাঁড়াল সেথা ; তরল বিশাল
চারিটি মধুর আঁখি রহিল নিশ্চল,
সহসা হরিণী-মাতা কর্ণ উত্তোলিয়া,
ত্রাসে যেন, প্রবেশিল ঘন বনমাঝে ;
শিশু তার ধীরপদে, যেন অনিচ্ছায়,
আপনারে লয়ে গেল জননীর পাছে ;
অপর তৃষিত নেত্র, আপনা বিস্মৃত,
নিস্পন্দ রহিল তথা—কোথা হতে, আহা!
অদৃষ্ট করের শর বিঁধিল তাহায়।
পড়িল বরাক ;—আমি উঠিনু কাঁদিয়া,
সখীরে লইয়া গেনু মৃগশিশু পাশে,
করিনু সলিল সেক, তুলিলাম শর,
কোলে লয়ে দেহে তার বুলাইনু হাত।
বাঁচিল না মৃগ। শেষে গেলাম খুঁজিতে
ক্রূর ব্যাধে।

দুই পদ হতে অগ্রসর,
কি এক সৌরভে পূর্ণ হল দিক্‌দশ।
চাহিলাম চারিভিতে ; দক্ষিণে আমার
দেখিলাম দুটি দিব্য ঋষির কুমার,
শুভ্রবেশ আর্দ্রকেশ, অক্ষমালা হাতে।
যে-জন তরুণতর, কর্ণোপরি তার
অপূর্ব কুসুম এক, সৌরভে শোভায়
অতুলন, দেখি নাই জীবনে তেমন।
একদৃষ্টে চেয়ে আছি কুসুমের পানে,
কিম্বা সে কুসুমধারী লাবণ্যের ভূমি
মুখপানে; একদৃষ্টে, আপনা বিস্মৃত,—
কতক্ষণ ছিনু হেন না পারি বলিতে—

সহসা স্বপনোত্থিত শুনিনু শ্রবণে
মৃদুবাণী, নিশীথের বেণু বিনিন্দিত—
"অয়ি বালে, পারিজাত ইচ্ছিত তোমার?"
"পারিজাত? স্বরগের পারিজাত এই?
তাই হবে, দেখি নাই জনমে এমন—"
অর্ধেক স্বপনে যেন উচ্চারিনু ধীরে।
"এই পারিজাত, দেবি, শোভা পাবে অতি
তব কর্ণে ; সুদর্শনে লহ অনুগ্রহে।"
এত বলি উত্তোলিয়া সুভুজ মৃণাল,
উন্মোচিয়া কর্ণ হতে নন্দন কুসুম
ধরিলা সম্মুখে মম। আমি মুগ্ধ অতি,
সুঠাম সুন্দর সেই দেবমূর্তিপানে
বিস্মিত রয়েছি চেয়ে, কুমার আপনি
আগুসারি কর্ণে মম দিলা পরাইয়া
সেই ফুল অতি ধীরে ; একটি অঙ্গুলি
কম্পমান পরশিল কপোল আমার,
নেত্রদ্বয় স্বপ্নময় রহিল চাহিয়া
মম মুখ, বাম হস্তে ছিল অক্ষমালা,
গলিয়া পড়িল ধীরে মম পাদমূলে।
"পুণ্ডরীক!" শরতের মৃদু বজ্রধ্বনি
ধ্বনিল শ্রবণে, দোঁহে তুলিনু নয়ন।
"যাই সখে।"—একবার তৃষিত সে আঁখি
মিলিল আঁখিতে পুনঃ নমানু আনন
লাজে ভয়ে ; পদপ্রান্তে দেখি অক্ষমালা
তুলিনু, পরিনু গলে। ডাকিল সঙ্গিনী,
চলিলাম তার সাথে কম্পিত চরণে ;
কাঁপিতে লাগিল হিয়া সুখে দুঃখে ভয়ে।
শুনিনু পশ্চাতে সেই ধীরমতি যুবা
করিছেন তিরস্কার ; থামিলাম যবে
উত্তরে শুনিনু মৃদু,—"কিছু নয়, সখে
বৃথা অভিযোগ তব। চপলা বালিকা
ক্রীড়নক ভ্রমে মালা নিয়াছে আমার,
ফিরিয়া লইব হের—অয়ি চাপলিনি
দেহ মম অক্ষমালা।" তার পর ধীরে—
"পারিজাত শোভা পায় চারু অংসোপরি,
সাজে কি এ অক্ষমালা, মুনিজনোচিত,

সুকুমারী কুমারীর সুকোমল দেহে?"
খুলিলাম ধীরে-ধীরে কণ্ঠের মালিকা
মুহূর্ত বিলম্ব করি ; দুটি কথা শুনি
সাধ মনে ; কিন্তু যবে হেরিনু সম্মুখে
তেজস্বী তরুণ ঋষি, স্ফারিত লোচনে
নেহারিছে উভয়েরে, ভয়ে মৃতপ্রায়
ফিরাইয়া দিনু মালা ; বারেক চাহিয়া
দ্রুতপদে ফিরিলাম সঙ্গিনীর সাথে।
লজ্জায় রক্তিম মুখ, ছল-ছল আঁখি
একখানি ছবি হৃদে রহিল অঙ্কিত।
ফিরিলাম গৃহে। এক নূতন বিষাদ
সুখের জীবন মম করিল আঁধার।
জননী বিস্মৃত নেত্রে চাহি মুখপানে
জিজ্ঞাসিলা—"কি হয়েছে বাছা রে আমার?"
নারিনু কহিতে কিছু, বরষিল আঁখি
অবিরল অশ্রুধার। জননীব কোলে
নীরবে লুকায়ে মুখ রহিনু কাঁদিতে।
সহচরী তরলিকা কহে জননীরে—
"অচ্ছোদের তীরে আজ ভর্তৃকন্যা মম
দেখেছেন মৃগশিশু, সুন্দর, সবল,
অলক্ষ্য ব্যাধের শরে বিদ্ধ নিপাতিত।"
জননী সস্নেহে মুখ করিলা চুম্বন,
সজল নয়নে চাহি ভবিষ্যের পানে
কহিলা অস্ফুট রবে, "দেব উমাপতে
কুসুম পেলব হিয়া সহজে শুকায়,
জগতের যত দুঃখ ইহাদের তরে ;
রহে একাধারে করুণা, প্রণয়, দুঃখ ;
স্নেহ দয়া মধু দিয়া গঠিয়াছ যারে
রেখ সে কুসুমে মম চির অনাহত।"
শৈশব সহসা যেন যেন যুগ-ব্যবহিত
কন্যাকার ধুলাখেলা হয়েছে স্বপন ;
আসিছে নয়নে এক দৃশ্য অভিনব—
সরোবর তীরবন দুঃখী মৃগশিশু,
সুর-কুসুমের বাস, নয়ন-মোহন
শোভা তার, ততোধিক পবিত্র উজ্জ্বল
ঋষিতনয়ের মুখ, অপার্থিব স্বর,

স্বপ্নময় আঁখি, মৃদু কম্পিত অঙ্গুলি,
ভূশায়িনী অক্ষমালা, মুহূর্তের তরে
স্পর্শে যার শ্বেতকণ্ঠ পবিত্র আমার।
চিন্তার আবেশে কণ্ঠে উঠাইনু কর,
এ কি এ? দেবতা কোন্ জানি অভিলাষ
আনি দিলা কণ্ঠে পুনঃ অভীষ্ঠ ভূষণ?
বিস্মিতা চাহিনু পার্শ্বে তরলিকা পানে,
বুঝি মনোভাব, সখী কহে মৃদু রবে,
"পুণ্ডরীক-সহচর নেহারি সম্মুখে
পতিত্রাসে আপনার একাবলী হার
দিয়াছ, রয়েছে গলে অক্ষমালা তার।"
কতবার শতবার চুম্বিলাম তায়
মণিমুকুতার মালা কিছু না সুন্দর,
কিছু প্রিয়তর মম রহিল না আর।
নীরবে নিরখি মোরে, ভাবি কিছুক্ষণ,
অগ্রসরি তরলিকা কহিল আবার—
"শুন দেবি, অনুপম তাপস তরুণ
দিয়েছেন পরিচয় ; জান দেবি তাঁয়
দেবঋষি মহাতপা শ্বেতকেতু-সুত,
মানবী-সম্ভব নহে, লক্ষ্মীর নন্দন।"
রবি অস্ত যায়-যায় ; হৃদয়ে আমার
শত তরঙ্গের ক্রীড়া থামিতেছে ধীরে ;
আলুথালু শত চিন্তা ভাঙিয়া ছিঁড়িয়া
একটি মধুব স্পষ্ট জীবন্ত স্বপন
খেলিতেছে শান্ত চিতে ; একটি সংগীত
মৃদুতম—অতি দূর গ্রামান্তর হতে
নিশীথে ভাসিয়া আসে যেমন লহরী,
কাঁপায়ে শ্রোতার সুপ্ত হৃদয়ের তার ;—
এহেন সময়ে কহে আসি প্রতিহারী,
"তাপস কুমার এক, মূর্ত ব্রহ্মতেজঃ
অচ্ছোদে পাইয়া তব একাবলী হার
আনিয়াছে প্রদানিতে, যাচে দরশন।"
সেই ক্ষণে চিন্তাকুল জননী আমার
অসুস্থা শুনিয়া মোরে আইলা সেথায়,
লাজে ভয়ে না দেখিনু ধীর কপিঞ্জলে।
শুনিলাম সন্ধ্যা-শেষে তরালিকা-মুখে,

পুণ্ডরীক প্রাণমন সঁপিয়াছে মোরে,
হৃদয়ের বিনিময়ে না পেলে হৃদয়,
বাঁচিবে না পুণ্ডরীক, তাপস তরুণ।
সুখে-দুঃখে যুগপৎ কাঁদিল নয়ন।
জীবনে আমার যেন নবযুগ এক
আরম্ভিল সেই ক্ষণে ; সেই দিন যেন
সহসা জীবনকলি উঠিল বিকশি।
অনভ্যস্ত রবিকর, শিশির সমীর,
হৃদয়ে নূতন ব্যথা, আনন্দ নূতন।
শুক্লা সপ্তমীর চাঁদ মেঘান্তর ছাড়ি
সহসা উঠিল হাসি, তার দিকে চেয়ে
যুক্তকরে কহিলাম,—"সাক্ষী তুমি পিতঃ
শশাঙ্ক, রোহিণীপতে, আজি এ হৃদয়
সঁপিতেছে পুণ্ডরীকে তনয়া তোমার ;
সুখে, দুঃখে, গৃহে, বনে, যৌবনে, জরায়,
আমি তাঁর ; আমি তাঁর জীবনে-মরণে।"
স্বপনে কাটিত দিবা, আয়ামি-যামিনী,
সুদীর্ঘ স্বপন এক, মধুর অথচ
নহে অলসতাময়। তুলিতাম আমি
প্রত্যূষে পূজার ফুল অন্তঃপুরোদ্যানে,
সম্মার্জনী লয়ে নিত্য দেবালয়গুলি
মার্জিতাম নিজ হস্তে , সুরভি প্রদীপ
সন্ধ্যাগমে সাজাতাম জ্বালি, থরে-থরে ;
সেচিতাম বারিধারা তুলসীর মূলে।
প্রতিক্ষণে অনুভব করিতাম মনে,
উদ্বেলিত হৃদয়ের প্রীতিরাশি মম
হইতেছে উপচিত, সদা প্রসারিত ;
সকলি লাগিছে ভালো, সখী দাসীজন,
মৃগ, পক্ষী, উদ্যানের প্রতি তরুলতা,
প্রিয়তর প্রতিক্ষণে ; যে প্রেম-প্রবাহ
প্রবাহিত বেগভরে পুণ্ডরীক পানে,
যাইছে সে বিলাইয়া বারি তীরে-তীরে।
কহিত স্বজনগণ চাহি পরস্পরে—
"দেখ চেয়ে, মহাশ্বেতা, কৌমুদী-বরণা,
শশী-সম প্রতিদিন লাবণ্যের কলা
লভিতেছে নব-নব।" জননী আমার

সস্নেহ তরল নেত্রে থাকিতেন চাহি
মুখপানে।
        ভাবিতাম, পুণ্ডরীক মম
শুভ্র অরবিন্দ-সম শোভন-বিমল,
হইব কি আমি কভু উপযুক্ত তাঁর?
কেন হয়েছিল রূপ? কি কাজে লাগিল?
তপস্যায় দগ্ধপ্রায় এই দেহ মম
হোক ভস্মীভূত, তাঁরে দেখি একবার।
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র উদিত গগনে,
হাসে যত দিগ্‌বধূ জলস্থল-সহ।
সারাদিন ধরি কেন হৃদয় আমার
প্রপীড়িত ছিল অতি বিষাদের ভারে ;
সখীরা তুষিতে মোরে বীণা বাজাইয়া
চন্দ্রালোকে গাহে গান শ্বেত-সৌধ-তলে,
হেনকালে জটাধারী, বল্কলবসন,
দাঁড়াইলা পুরোভাগে ধীর কপিঞ্জল,
কহিলা কাতরস্বরে—"নৃপতি-কুমারি,
পীড়িত সুহৃদ মম অচ্ছোদের তীরে,
যাচে দরশন তব। তোমার ধেয়ানে
দিন-দিন ক্ষীণ তনু, হীন তেজোবল,
আজি তার দশা দেখে কাঁপিছে হৃদয়।
অবিলম্বে চল, দেবি, তব দরশনে
নিষ্প্রভ নয়নে জ্যোতিঃ, শরীরে জীবন,
দেখি, যদি ফিরে আসে ; চল সুচরিতে।"
ধরি তরলিকা-কর, আকুল হৃদয়ে,
চলিলাম গৃহ হতে। পুরদ্বারে আসি
সঙ্গিনী কহিল কানে, "যাইবে কি, দেবি,
অজ্ঞাতজনের সহ অজ্ঞাত প্রদেশে,
নিশাকালে, গুরুজন-অনুমতি বিনা?
কেমনে ফিরিবে? যবে দেখিবে ফিরিতে
জানপদগণ, দেখি কি কহিবে সবে?
হংসের দুহিতা তুমি. উচিত কি তব
উল্লঙ্ঘন রীতি-নীতি? যাইবে কি আজ?"
মুহূর্ত থামিনু আমি, কহিলা তাপস—
"অনভ্যস্ত পাদচার, এস ধীরে ধীরে ;
আমি আগে যাই. সখা একাকী আমার।"

বলিতে বলিতে কোথা হ'ল অন্তর্হিত,
সংশয়ে বিমূঢ় আমি রহিনু নিশ্চল।
মুহূর্তের মাঝে হৃদয়ে আসিল বল,
স্বাধীন নির্দোষ চিতে কর্তব্য-সন্দেহে
আসে হেন, রৌদ্রবেগে, করি উল্লঙ্ঘন
সর্বজন-ক্ষুণ্ণ মার্গ, নতুন পন্থায়
লয়ে যায় আপনারে।

"কি কহিবে সবে।
মৃত্যুমুখে প্রিয়তম, কার ভয়ে ভীত?"
কহিলাম সঙ্গিনীরে, "ক্ষমিবেন পিতা,
নিষ্কলঙ্ক নাম লয়ে নিষ্কলঙ্ক আমি
ফিরিব আলয়ে পুনঃ, কেন ভয়, সখি?"
আসিনু অচ্ছোদ-তীরে, দেখিনু অদূরে,
কাঁদিছেন কপিঞ্জল হাহাকার রবে,
কোলে করি সুহৃদের মৃত শুভ্র তনু ;
চেয়ে চেয়ে চারিদিক্ হেরিনু আঁধার।
নয়ন মেলিনু যবে, শূন্যতার মাঝে,
নিরখিনু আপনারে তরলিকা-ক্রোড়ে,
স্থির অচ্ছোদের নীর, স্থির তারারাজি,
উজ্জ্বল চাঁদের আলো, উদাস হৃদয়।
কহিলাম, "সহচরি স্বপনে কি আমি?
এ যে অচ্ছোদের তীর, কোথা প্রিয়তম?"
কাঁদিল সঙ্গিনী, মনে পড়িল সকল।
রোধিলাম নেত্রবারি, প্রিয়তম সনে
ত্যজিব সংসার, তবে কাঁদিব কি হেতু?
জিজ্ঞাসিনু, "কপিঞ্জল নিয়াছে কোথায়
আর্যপুত্র-মৃতদেহ? চিতায় তাঁহার
দিব এই কলেবর।"—

কহে তরলিকা.
"শশাঙ্ক-ধবল-জ্যোতিঃ পুরুষ মহান্
শূন্যপথে নিয়ে গেছে পুণ্ডরীক-দেহ ;
কপিঞ্জল অনুপদে গিয়াছে তাঁহার ;
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ আমি, ভয়ে অর্ধমৃত।"
বিমূঢ় উন্মত্তবৎ হাহাকার করি
কাঁদিলাম, দিক্‌পাল-দেবগণ-পদে
যাচিলাম সকাতরে প্রাণেশে আমার ;

কেহ নাহি দিল দেখা, না সে কপিঞ্জল।
উদ্দেশে প্রণাম করি পিতৃ-মাতৃ-পদে,
করিলাম আয়োজন অনুমরণের ;
সহসা শুনিনু বাণী মধুর গম্ভীর ;—
"ক্ষান্ত হও, বৎসে, রক্ষ জীবন তোমার ;
মরদেহী, অমর প্রণয় নিরমল ;
ব্যর্থ না হইবে বিশ্বে প্রেমের পিয়াস।
শুন বৎসে, যারে ভালোবাস, তার লাগি
ভালোবাস তার প্রিয় জীবন তোমার ;
সাধিয়া সমাধিব্রত, কর নিরমল
হিয়া তব পুণ্যবতি। ভালোবাস যারে,
ভালো তারে বাস, সতি, বিরহে মিলনে,
চিরকাল, মরণের এপারে-ওপারে।
প্রণয়ের পথ ইহ দুঃখ-সমাকুল,
কঠিন প্রণয়-ব্রত, তপস্যা দুশ্চর।
তার পর—বিশ্বদেব প্রেমের আকর—
প্রণয়ের মনোরথ পূরিবে তোমার।
কার সাধ্য করে ভিন্ন প্রণয়িযুগলে?
কালের অজেয় প্রেম, প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।"
ইঁতি অশরীরী-বাণী বহিল গগনে ;
চাহিলাম উর্ধ্বনেত্রে ; দশ দিক্ হতে
কৌমুদীর স্রোতঃসনে আসিল ভাসিয়া—
"কালের অজেয় প্রেম, প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।"
বিশ্বাসিনু দৈববাণী, মুগ্ধ ইন্দ্রজালে ;
উন্মত্ত হৃদয়ে আশা কহিল আমার
"ফিরিবেন প্রিয়তম পুণ্ডরীক মম।"
আর না ফিরিনু গেহে : এই বনভূমে
তদবধি করি বাস ব্রহ্মচর্য লয়ে,
মৃত-প্রিয়তম-আশে পূজি মহেশ্বরে।
জনক জননী মম কাঁদিছেন পুরে—
একটি সন্তান আমি ছিনু তাঁহাদের,
কেমনে ফিরিব ঘরে বিধবা কুমারী!
দিন, মাস, বর্ষ কত হয়েছে বিলীন
অতীতের মহাগর্ভে ; নাহি জানি কবে
হেরিব সে প্রেমময় মূরতি মধুর—
মরণের পূর্বতীরে হেরিব কি কভু?

প্রতি পূর্ণিমায় চাহি সুধাকর পানে
স্মরি সেই দৈববাণী। কভু মনে হয়,
সকলি কল্পনা মম ; প্রার্থিত আমার
মিলিবে না এ জীবনে ; তেয়াগি শরীর
যাই চলে। "বাঁচিবারে অতি অভিলাষ
জানি ওর, বেঁচে তবে থাক্ তপস্বিনী"--
ভাবি এই, কোন দেব ছলিলা আমায় ;
ছলিল দুরাশা মোরে—যাই চলে যাই।
আবার হৃদয়মাঝে বাজে দিব্য স্বরে,
"কালের অজেয় প্রেম, প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।"

সুখ

গিয়াছে ভাঙিয়া সাধের বীণাটি,
ছিঁড়িয়া গিয়াছে মধুর তার,
গিয়াছে শুকায়ে সরস মুকুল ;
সকলি গিয়াছে—কি আছে আর?

নিবিল অকালে আশার প্রদীপ,
ভেঙে-চুরে গেল বাসনা যত,
ছুটিল অকালে সুখের স্বপন,
জীবন মরণ একই মতো!

জীবন-মরণ একই মতন,—
ধরি এ জীবন কিসের তরে?
ভগন হৃদয়ে ভগন পরান
কত কাল আর রাখিব ধরে?

বুঝিতাম যদি কেমন সংসার,
জানিতাম যদি জীবন জ্বালা,
সাধের বীণাটি লয়ে থাকিতাম
সংসার আহ্বানে হইয়ে কালা।

সাধের বীণাটি করিয়া দোসর
যাইতাম চলি বিজন বনে,

নীরব নিস্তব্ধ কানন হৃদয়ে
থাকিতাম পড়ি আপন মনে।

আপনার মনে থাকিতাম পড়ে,
কল্পনা আরামে ঢালিয়া প্রাণ,
কে ধারিত পাপ সংসার ধার?
সংসারের ডাকে কে দিত কান?

না বুঝিয়া হায় পশিনু সংসারে,
ভীষণ-দর্শন হেরিনু সব,
কল্পনার মম সৌন্দর্য, সংগীত
হইল শ্মশান, পিশাচরব।

হেরিনু সংসার মরীচিকাময়ী
মরুভূমি মতো রয়েছে পড়ে,
বাসনা-পিয়াসে উন্মত্ত মানব
আশার ছলনে মরিছে পুড়ে।

লক্ষ্যতারা ভূমে খসিয়া পড়িল,
আঁধারে আলোক ডুবিয়া গেল,
তমস হেরিতে ফুটিল নয়ন,
ভাঙিয়ে হৃদয় শতধা হল।

সেই হৃদয়ের এই পরিণাম,
সে আশার ফল ফলিল এই!
সেই জীবনের কি কাজ জীবনে?—
তিলমাত্র সুখ জীবনে নেই।

যাক্ যাক্ প্রাণ, নিবুক এ জ্বালা,
আয় ভাঙা বীণে আবার গাই—
যত না—যাতনা—যাতনাই সার,
নবভাগ্যে সুখ কখনো নাই।

বিষাদ, বিষাদ, সর্বত্র বিষাদ,
নরভাগ্যে সুখ লিখিত নাই,
কাঁদিবার তরে মানব জীবন,
যত দিন বাঁচি কাঁদিয়া যাই।

নাই কি রে সুখ? নাই কি রে সুখ?
এ ধরা কি শুধু বিষাদময়?
যাতনে জ্বলিয়া, কাঁদিয়া মরিতে
কেবলই কি নর জনম লয়?

কাঁদাতেই শুধু বিশ্বরচয়িতা
সৃজেন কি নরে এমন করে?
মায়ার ছলনে উঠিতে পড়িতে
মানব জীবন অবনী 'পরে?

বল্ ছিন্ন বীণে, বল উচ্চৈস্বরে,—
না,—না,—না, মানবের তরে
আছে উচ্চ লক্ষ্য, সুখ উচ্চতর,
না সৃজিলা বিধি কাঁদাতে নরে।

কার্যক্ষেত্র অই প্রশস্ত পড়িয়া,
সমর-অঙ্গন সংসার এই,
যাও বীরবেশে কর গিয়ে রণ ;
যে জিনিবে, সুখ লভিবে সেই।

পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি.
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মতো সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

পরের কারণে মরণেও সুখ,
'সুখ' 'সুখ' করি কেঁদ না আর,
যতই কাঁদিবে. যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।

গেছে যাক্ ভেঙে সুখের স্বপন,
স্বপন অমন ভেঙেই থাকে,
গেছে যাক্ নিবে আলেয়ার আলো,
গৃহে এস, আর ঘুরো না পাঁকে।

যাতনা যাতনা কিসেরি যাতনা?
বিষাদ এতই কিসেরি তবে?
যদিই বা থাকে, যখন-তখন
কি কাজ জানায়ে জগৎ ভরে?

লুকান বিষাদ আঁধার অমায়
মৃদুভাতি স্নিগ্ধ তারার মতো,
সারাটি রজনী নীরবে-নীরবে
ঢালে সুমধুর আলোক কত।

লুকান বিষাদ মানব হৃদয়ে
গভীর নৈশীথ শান্তির প্রায়,
দুরাশার ভেরী, নৈরাশ চিৎকার,
আকাঙ্ক্ষার রব ভাঙে না তায়।

বিষাদ—বিষাদ—বিষাদ বলিয়ে
কেনই কাঁদিবে জীবন ভরে?
মানবের মন এত কি অসার?
এতই সহজে নুইয়া পড়ে?

সকলের মুখ হাসি-ভরা দেখে
পার না মুছিতে নয়ন-ধার?
পরহিত-ব্রতে পার না রাখিতে
চাপিয়া আপন বিষাদভার?

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,
সকলের তবে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

কামনা

ওহে দেব, ভেঙে দাও ভীতির শৃঙ্খল,
ছিঁড়ে দাও লাজের বন্ধন,
সমুদয় আপনারে দিই একেবারে
জগতের পায়ে বিসর্জন।

স্বামিন্, নিদেশ তব হৃদয়ে ধরিয়া,
তোমারি নির্দিষ্ট করি কাজ,—
ছোট হোক্, বড় হোক্, পরের নয়নে।
পড়ুক বা না পড়ুক, তাহে কেন লাজ?

তুমি জীবনের প্রভু, তব ভৃত্য হয়ে
বিলাইব বিভব তোমার ;
আমার কি লাজ, আমি ততটুকু দিব,
তুমি দেছ যেটুকুর ভার।

ভুলে যাই আপনারে, যশ অপবাদ
কভু যেন স্মরণে না আসে,
প্রেমের আলোক দাও, নির্ভরের বল,
তোমাতেই তৃপ্ত কর দাসে।

পঞ্চক

(১)

কণ্টক-কানন মাঝে তুমি কুসুমিত লতা,
কোথা হতে এলে?
জনমিয়া পৃথিবীতে, অপার্থিব প্রভারাশি
কোথা তুমি পেলে?
যে চাহে ও মুখ পানে তাহারই হৃদয় যেন
ভুলয়ে সংসার,
মোহিত নয়ন পথে যেন গো খুলিয়া যায়
ত্রিদিবের দ্বার।
স্নেহসিক্ত আঁখি তুলি মৃদু বিলোকনে যার
মুখ পানে চাও,
পূত মন্দাকিনী-নীরে হৃদয় তাহার যেন
ধুয়াইয়া যাও,
স্বরগের পবিত্রতা মানবী আকারে কি গো
গঠিলা বিধাতা?
অথবা, চিনি না মোরা, নর মাঝে তুমি কোন
প্রবাসি-দেবতা?

(২)

বিষাদের ছায়া সুচারু আননে,
বিষাদের রেখা আঁখির কোলে,
কুসুমের শোভা-বিজড়িত হাসি,
তাতেও যেন রে বিষাদ খেলে।
স্বচ্ছ নীরদের আবরণ তলে

নিশীথে চাঁদিমা যেমন হাসে,
তরঙ্গ আঘাতে বিকচ কমল
ডুবিতে-ডুবিতে যেন রে ভাসে।
কি জানি কেমনে মৃদুল নয়ন
হৃদয়ে আমার বেঁধেছে ডোর,
শত মন্দাকিনী দেছে ছুটাইয়া
মরুভূমি সম জীবনে মোর।

(৩)

আধেক হৃদয় তার সংসারের তীরে,
আধেক নিয়ত দূর সুরপুরে রয়,
নিরাশা, পিপাসা কভু আধেকের ঘিরে,
আধ তার ভুলিবার টলিবার নয়—
সেই তার কুমারী-হৃদয়।
জানি আমি, মোর দুঃখে ঝরে আঁখি তার,
জানি আমি, হিয়া তার করুণা-নিলয়,
তাই শুধু শুধু তাই, কিছু নহে আর ;
আমার—আমার কভু হইবার নয়
সেই তার কুমারী-হৃদয়।
ধরা আর ত্রিদিবের মাঝে করে বাস,
আলো আর আঁধারের মিলন সীমায়
আধ কাঁটা, আধ তার সৌরভ সুহাস ;
কাঁটা ধরি, সে সুবাস ধরা নাহি যায়—
সেই তার কুমারী-হৃদয়।
বিহগ-বালিকা ছুটি দূর শূন্য-থরে
মুক্ত-কণ্ঠে কত গীত গাহে মধুময়,
ভুলে-ভুলে ভাবি আমি, অভাগারি তরে
বিষাদের মৃদু স্রোত তার সাথে বয়,
আধেক আমারি সেই কুমারী-হৃদয়।

(৪)

এত কি কঠিন তব প্রাণ?
তোমারে আপনা দিয়া, অতি তিরপিত হিয়া
আমি তো চাহি না প্রতিদান।
দূরে রও, ঊর্দ্ধে রও, দেবী হয়ে পূজা লও,
পূজিবার দেব অধিকার ;
তার বেশি চাহি নাই, তাও কেন নাহি পাই,

তাও কেন অদেয় তোমার?

শোন্ বালা, বলি তোরে— সুদূর গগনক্রোড়ে
অই যে রয়েছে ধ্রুবতারা,
ওর পানে চেয়ে চেয়ে দুস্তর সাগর বেয়ে
চলে যায় দূরযাত্রী যারা ;
মানবের দৃষ্টি আসি, তারকার আলোরাশি,
এতটুকু করে না মলিন,
তারা সে তারাই রয়, তাহারে নেহারি, হয়
দৃষ্টিবান্ দিগ্‌ভ্রান্ত দীন।
তুমি তারকায় চেয়ে লক্ষ্য পানে যাবে বেয়ে
এই শুধু অভিলাষ যার,
না দেখায়ে আপনারে আর কাঁদাও না তারে
তার পথ করো না আঁধার।

(৫)

দেখি আমি মাঝে মাঝে,
শুনি এ করুণ গান,
গলি আসে আঁখি প্রান্তে,
করুণা-কোমল প্রাণ ;
নিষাদের বংশীরবে
মুগ্ধা হরিণী সম,
অসতর্ক ধীরে-ধীরে
সন্নিহিত হয় মম।
চিতে নাহি লয় মোর
বিঁধিতে বাঁধিতে তারে,
তারে যে এ গীত মোর
মুহূর্ত ভুলাতে পারে ;
ভুলে যে সে কাছে-কাছে,
জেনে যে সে চলে যায়,
পূর্বকৃত তপস্যার
ফল বলি মানি তায়।
এ লোকে এ কণ্ঠ মম
নীরব হইবে যবে ;
দু-চারিটি গান মোর
হয়তো বা মনে রবে ;
হয়তো অজ্ঞাতসারে
গায়কে পড়িবে মনে ;

হয়তো বা ভুলে অশ্রু
দেখা দিবে দু-নয়নে ;
তা হলেই চরিতার্থ
জীবন—জনম—গান,
তাহাই যথেষ্ট মম
প্রণয়ের প্রতিদান।

চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ

অন্ধকার মরণের ছায়
কত কাল প্রণয়ী ঘুমায়?—
চন্দ্রাপীড়, জাগ এইবার।
বসন্তের বেলা চলে যায়,
বিহগেরা সান্ধ্য গীত গায়,
প্রিয়া তব মুছে অশ্রুধার।

মাস, বর্ষ হল অবসান,
আশা-বাঁধা ভগন পরান
নয়নেরে করেছে শাসন,
কোনদিন ফেলি অশ্রুজল,
করিবে না প্রিয়-অমঙ্গল—
এই তার আছিল যে পণ।

আজি ফুল মলয়জ দিয়া,
শুভ্র-দেহা, শুভ্রতর হিয়া,
পূজিয়াছে প্রণয়ের দেবে ;
নবীভূত আশারাশি তার,
অশ্রু মানা শোনেনাকো আর—
চন্দ্রাপীড় মেল আঁখি এবে।

দেখ চেয়ে, সিক্তোৎপল দুটি
তোমা পানে রহিয়াছে ফুটি,
যেন সেই নেত্র-পথ দিয়া,
জীবন, তেয়াগি নিজ কায়,
তোমারি অন্তরে যেতে চায়—
তাই হোক্, উঠ গো বাঁচিয়া।

প্রণয় সে আত্মার চেতন,
জীবনের জনম নূতন,
মরণের মরণ সেথায়।
চন্দ্রাপীড়, ঘুমাও না আর—
কানে প্রাণে কে কহিল তার,
আঁখি মেলি চন্দ্রাপীড় চায়।

মৃত্যু-মোহ অই ভেঙে যায়,
স্বপ্ন তার চেতনে মিশায়,
চারি নেত্রে শুভ দরশন ;
একদৃষ্টে কাদম্বরী চায়,
নিমেষ ফেলিতে ভয় পায়—
"এ তো স্বপ্ন—নহে জাগরণ।"

নয়ন ফিরাতে ভয় পায়,
এ স্বপন পাছে ভেঙে যায়,
প্রাণ যেন উঠে উথলিয়া।
আঁখি দুটি মুখ চেয়ে থাক্,
জীবন স্বপন হয়ে যাক্,
অতীতের বেদনা ভুলিয়া।

"আধেক স্বপনে, প্রিয়ে,
কাটিয়া গিয়াছে নিশি,
মধুর আধেক আর
জাগরণে আছে মিশি ;
আঁধারে মুদিনু আঁখি"
আলোকে মেলিনু তায়
মরণের অবসানে
জীবন জনম পায়।"

"জীবন?—জীবন, প্রিয়?
নহি স্বপনের মোহে?
মরণের কোন্ তীরে
অবতীর্ণ আজি দোঁহে?"

চাহিবে না ফিরে

পথে দেখে, ঘৃণাভরে, কত কেহ গেল সরে,
উপহাস করি কেহ যায় পায়ে ঠেলে ;
কেহ বা নিকটে আসি, বরষি গঞ্জনা রাশি
ব্যথিতেরে ব্যথা দিয়া যায় শেষে ফেলে।
পতিত মানব তরে নাহি কিগো এ সংসারে,
একটি ব্যথিত প্রাণ, দুটি অশ্রুধার?
পথে পড়ে অসহায়, পদে তারে দলে যায়,
দু-খানি স্নেহের কর নাহি বাড়াবার?
সত্য, দোষে আপনার চরণ স্খলিত তার ;
তাই তোমাদের পদ উঠিবে ও শিরে?
তাই তার আর্তরবে সকলে বধির হবে,
যে যাহার চলে যাবে—চাহিবে না ফিরে?
বর্তিকা লইয়া হাতে, চলেছিল এক সাথে,
পথে নিবে গেছে আলো, পড়িয়াছে তাই ;
তোমরা কি দয়া করে তুলিবে না হাত ধরে ;
অর্ধদণ্ড তার লাগি থামিবে না ভাই?
তোমাদের বাতি দিয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া নিয়া,
তোমাদেরি হাত ধরি হোক অগ্রসর ;
পঙ্ক মাঝে অন্ধকারে ফেলে যদি যাও তারে,
আঁধার রজনী তার রবে নিরন্তর।

ডেকে আন

পথ ভুলে গিয়াছিল, আবার এসেছে ফিরে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে দূরে, লাজে ভয়ে নত শিরে ;
সম্মুখে চলে না পদ, তুলিতে পারে না আঁখি,
কাছে গিয়ে, হাত ধরে, ওরে তোরা আন্ ডাকি।

ফিরায়ে মুখ আজ, নীরব ধিক্কার করি,
আজি আন্ স্নেহ-সুধা লোচন-বচন ভরি।
অতীতে বরষি ঘৃণা কিবা আর হবে ফল?
আঁধার ভবিষ্য ভাবি হাত ধরে লয়ে চল্।

স্নেহের অভাবে পাছে এই লজ্জানত প্রাণ,
সঙ্কোচ হারায়ে ফেলে—আন্ ওরে ডেকে আন্।

আসিয়াছে ধরা দিতে, শত স্নেহ-বাহু-পাশে
বেঁধে ফেল ; আজ গেলে আর যদি না-ই আসে!

দিনেকের অবহেলা, দিনেকের ঘৃণাক্রোধ,
একটি জীবন তোরা হারাবি জনম-শোধ।
তোরা না জীবন দিবি? উপেক্ষা যে বিষবাণ,
দুঃখ-ভরা ক্ষমা লয়ে, আন্, ওরে ডেকে আন্।

সে কি?

"প্রণয়?"
"ছি।"
"ভালবাসা—প্রেম?"
"তাও নয়।"
"সে কি তবে?"
"দিও নাম, দিই পরিচয়—
আসক্তিবিহীন শুদ্ধ ঘন অনুরাগ,
আনন্দ সে নাহি তাহে পৃথিবীর দাগ ;
আছে গভীরতা তার উদ্বেল উচ্ছ্বাস,
দু-ধারে সংযম-বেলা, উর্ধ্বে নীলাকাশ,
উজ্জ্বল কৌমুদীতলে অনাবৃত প্রাণ,
বিম্ব প্রতিবিম্ব কার প্রাণে অধিষ্ঠান ;
ধরার মাঝারে থাকি ধরা ভুলে যাওয়া,
উন্নত-কামনা-ভরে উর্ধ্ব দিকে চাওয়া ;
পবিত্র পরশে যার, মলিন হৃদয়,
আপনাতে প্রতিষ্ঠিত করে দেবালয়,
ভকতি বিহবল, প্রিয় দেব-প্রতিমারে
প্রণমিয়া দূরে রহে, নারে ছুঁইবারে ;
আলোকের আলিঙ্গন, আঁধারের মতো,
বাসনা হারায়ে যায়, দুঃখ পরাহত ;
জীবন কবিতা-গীতি, নহে আর্তনাদ,
চঞ্চল নিরাশা, আশা, হর্ষ, অবসাদ।
আপনারে বিকাইয়া আপনাতে বাস,
আত্মার বিস্তার ছিঁড়ি ধরণীর পাশ।
হৃদয়-মাধুরী সেই পুণ্য তেজোময়,
সে কি তোমাদের প্রেম?—কখনই নয়।

শত মুখে উচ্চারিত, কত অর্থ যায়
সে নাম দিও না এরে, মিনতি আমায়।"

মুগ্ধ প্রণয়

সে কি কথা—যারে চেয়েছিলে
পাও নাই সন্ধান তাহার?
কারে বলে কার গলে দিলে
প্রণয়ের পারিজাত-হার?
মুগ্ধ নর ; আঁখি ছলে মন ;
কল্পনা সে বাস্তবেরে ছায় ;
চারুমূর্তি করিয়া গঠন,
শিল্পী ভালোবেসেছিল তায়।
স্বরচিত প্রতিমার তরে
উন্মত্ত হইল যবে প্রাণ,
দেবতারে কহিল কাতরে—
পাষাণে জীবন কর দান।
প্রেমময় বিধাতার বরে
সে বাসনা পূর্ণ হ'ল তার—
অনুভূতি কঠোর প্রস্তরে,
প্রতিমায় জীবন-সঞ্চার।
পাষাণের প্রতিমাটি যবে
প্রাণময়ী নারীরূপ ধরে,
নারী তব পারে না কি তবে
দেবী হতে বিধাতার বরে?

প্রণয়ের ব্যথা

কেন যন্ত্রণার কথা, কেন নিরাশার ব্যথা,
জড়িত রহিল ভবে ভালোবাসা সাথে?
কেন এত হাহাকার, এত ঝরে অশ্রুধার
কেন কণ্টকের স্তূপ প্রণয়ের পথে?

বিস্তীর্ণ প্রান্তর মাঝে প্রাণ এক যবে খোঁজে
আকুল ব্যাকুল হয়ে, সাথী একজন,
ভ্রমি বহু, অতি দূরে পায় যবে দেখিবারে
একটি পথিক-প্রাণ মনেরি মতন,—

তখন, তখন তারে নিয়তি কেনরে বারে,
কেন না মিশাতে দেয় দুইটি জীবন?
অনুল্লঙ্ঘ্য বাধারাশি সম্মুখে দাঁড়ায় আসি—
কেন দুই দিকে আহা যায় দুই জন?
অথবা, একটি প্রাণ আপনারে করে দান—
আপনারে ফেলে দেয় অপরের পায় ;
সে না বারেকের তরে ভুলেও ভ্রূক্ষেপ করে,
সবলে চরণতলে দলে চলে যায়।
নৈরাশপূরিত ভবে শুভযুগ কবে হবে,
একটি প্রাণের তরে আর একটি প্রাণ
কাঁদিবে না সারা পথে ;— প্রণয়ের মনোরথে
স্বর্গে মর্ত্যে কেহ নাহি দিবে বাধা দান?

দিন চলে যায়

একে একে একে হায়! দিনগুলি চলে যায়,
কালের প্রবাহ পরে প্রবাহ গড়ায়,
সাগরে বুদ্‌বুদ মতো উন্মত্ত বাসনা যত
হৃদয়ের আশা শত হৃদয়ে মিলায়,
আর দিন চলে যায়।
জীবনে আঁধার করি, কৃতান্ত সে লয় হরি
প্রাণাধিক প্রিয়জনে, কে নিবারে তায়?
শিথিল হৃদয় নিয়ে, নর শূন্যালয়ে গিয়ে,
জীবনের বোঝা লয় তুলিয়া মাথায়,
আর দিন চলে যায়।
নিশ্বাস নয়নজল মানবের শোকানল
একটু একটু করি ক্রমশ নিবায়,
স্মৃতি শুধু জেগে রহে, অতীত কাহিনী কহে,
লাগে গত নিশীথের স্বপনের প্রায় ;
আর দিন চলে যায়।

যত যায় দিন

যত যায় দিন, মোরে ঘিরে অন্ধকার,
না হেরি সে দিব্য জ্যোতি, না শুনি সে বাণী!
শৈশব কল্পনা, স্বপ্ন ভাবি কতবার
সে-সকলে ; ইচ্ছা হয় সত্য বলে মানি
বর্তমান দশা মোর, অনেকের মতো
চলি ফিরি করি কাজ ;—হায় কাজ মোর
ভেবেছিনু আর কিছু মহৎ উন্নত,
চেয়ে দেখি হাতে মোর শৃঙ্খল কঠোর।
অক্ষমতা এ জীবন করি অধিকার,
নিয়ত রাজত্ব করে ; বিন্দু শক্তি নাই
যুঝিবারে তার সাথে ; হাহাকার সার,
প্রাণের মাঝারে বসি নৈরাশ সদাই!
বাহ্যিক বিষাদ-চিহ্ন ঘুচায়েছি সব,
রোধিয়াছি নেত্রবারি, নিশ্বাস, বিলাপ ;
হাসি, যবে হাসে সবে ; কিন্তু অসম্ভব
নিত্য আত্ম-বিস্মরণ ; কোন গূঢ়-তাপ
আমারে জাগায়ে রাখে ; সাগরের জলে
তপ্ত অন্তঃস্রোত সম গোপনে অন্তরে,
বহিঃশান্ত জীবনের আনন্দের তলে
বিষাদ-প্রবাহ এক বহে বেগভরে।

আকাঙ্ক্ষা

এ জীবন শুধু কি স্বপন
সবি কিগো ছায়ামাত্র সার?
তবে কেন, তবে কেন মন

কাঁদিয়া কহিছে অনিবার—
জনম লভিনু অকারণ,
সাধ এক মেটেনি আমার।
কি যেনগো কি যেনগো চাই
স্বপনের ছায়া তাহা নয়,
এত খুঁজি তবু নাহি পাই,
তারি তরে তৃষিত হৃদয়।
নিরবলম্বন সম প্রাণ
কি যেন ধরিতে সদা চায়,
পেলে যেন তাহারি সন্ধান
সুখে-সুখে দিন কেটে যায়।
কি যেন করিতে চাহি আমি,
কল্পনা সে. স্বপন সে নয়,
তুমি তো জানিছ অন্তর্যামী
প্রাণ মাঝে কি যে মোর হয়.—
প্রাণে কিবা জ্বলে হুতাশন
ভাবি যবে স্বপন মিছায়
এত দিন কাটানু জীবন,
বিনা কাজে দিন আসে-যায়।
যাই করি কিছু যেন করি,
স্বপন না ভালো লাগে আর,
সাধিয়া একটি ক্ষুদ্র ব্রত
সাঙ্গ হোক্ জীবন আমার।

সুলভ

তোমাদের পদ-মান তোমাদেরি থাক্,
এ জনায় লয়ে কেন কর টানাটানি?
কারো কাছে গেলে যদি হয় মান হানি
তোমরা যেয়ো না, ভাই, যে চাহে সে যাক্।

দূরে থেকে তোমাদের বাড়ে যদি দাম
পড়ে যদি পুষ্পাঞ্জলি অবজ্ঞার পায়
দূরে থেকে লহ পূজা—কাহার কি তায়?
পরের সাধের সাথে কোরো না সংগ্রাম।

কেহ আসে পূজা নিতে সিংহাসনোপরে
দূর হতে আলগোছে চাহে ভিক্ষা দিতে,
জীবনের প্রতিদিন স্নেহ কুড়াইতে
ভিখারি সমান কেহ যাবে ঘরে-ঘরে।

সুলভ সমীর, রবি-চন্দ্রমা-কিরণ,
কি সুলভ বিধাতার প্রেমের সমান,
যে হবে দুর্লভ হয়ে হোক্ মূল্যবান্
আশীর্বাদ কোরো, হোক সুলভ এ জন।

নীরবে

বড় পাষাণের মতো কত দুঃখভার
আমরণ অশ্রুপাতে নাহি পায় ক্ষয়,
কত দুঃখ আছে ঘন কঠিন তুষার
কোনদিন অশ্রু হয়ে গলিবার নয়।
কত শেল বুকে করি জনতার মাঝে
দীন-আঁখি, ম্লানমুখ ফিরে নারীনর,
ভাবে কবে শান্তিনীড়ে অন্ধকার সাঁঝে
ঘুমাইবে চিরতরে জীবিত জর্জর।
তুমি আমি আমাদের শোকগীতি নাই.
চরণে বিঁধিলে কাঁটা আঁখি ছল-ছল,
নিরাশার সে পাষাণ আমাদের নাই,
বাক্যাতীত অনির্বাণ অন্তর অনল।
নীরব অধর যেথা, নয়ন মলিন
ললাটে গভীর শান্তি মরণ সমান
একবার দুইবার, চেয়ো বার তিন
আড়ালে নীরবে অশ্রু কোরো তারে দান।

ভুলচুক

এই মায়াময় পুরে কত কেহ মরে ঘুরে
আজীবন বিরাম না পায়,

সলিল আছিল কাছে,   ছুটে মরীচিকা পাছে,
পথ ভুলি অপথে বেড়ায়।
চোখে কিবা আবরণ   চেনে না আপন জন
আত্মীয় ঠাহরে বিদেশীরে,
ফুল দেখি আসে ছুটে,   সুতীক্ষ্ণ কণ্টক ফুটে,
শূন্য হাতে ব্যথা লয়ে ফিরে।
যাহাদের আঁখি আছে   অনুদিন কাছে-কাছে
অন্ধদের দৃষ্টি হয়ে থেকো ;
ভুলে যে ফেলিয়া যায়,   ভুলিতে দিয়োনা তায়
কাছে গিয়ে নাম ধরে ডেকো।
স্নেহেতে পূরিয়া বুক   ক্ষমা কর ভুলচুক
কোরো না কোরো না অভিমান
এত বড় এ ধরায়   যে-জন হারায়ে যায়
আর তার মিলে কি সন্ধান?
হয়তো তোমারি প্রতি   প্রীতি পরিপূর্ণ অতি
চলিয়াছে তোমারি উদ্দেশে
কাছ দিয়া যবে যায়,   তোমা না দেখিতে পায়
খুঁজিয়া বেড়ায় দেশে-দেশে।
দেখো না হৃদয় তার   হের শুধু ব্যবহার
অভিমানে দাঁড়াও আড়াল,
আজ যে চলিয়া যায়,   পাবে কিনা পাবে তায়
খুঁজিতে ফুরাবে আয়ুষ্কাল।

সংসার জ্ঞান

দিদি, তাকি বুঝিবার   বাকি কিছু আছে আর,
ভেঙে গেছে প্রভাতের স্বপন মধুর,
বিষাদ সন্তাপ ভরা   নিতান্ত মলিন ধরা
এ নহে সে কল্পনার পুণ্যময় পুর।
প্রবাসি-দেবতা যারে   ভেবেছিনু এ সংসারে
নিতান্তই ধূলিময় দুর্বল সে জন,
কুসুম অঞ্জলি সম   বালিকা হৃদয় মম
করেছিনু মৃত্তিকার পায়ে বিসর্জন।
ভকতি অপরিমিত   প্রীতি নিত্য উচ্ছ্বসিত

অর্পিছিনু অপাত্রেতে বিশ্বাস অপার,
খাদ্যোতেরে তারা ভুলে নিয়াছিনু প্রাণে তুলে
আজো কি বুঝিতে, দিদি, বাকি আছে আর?
মোর সুখ ছিল যবে তোমরা বলিতে সবে,
"এতটুকু নাহি ওর সংসারের জ্ঞান।"
না ছিল, কি ছিল ক্ষতি? একি নিদারুণ অতি
জ্ঞান বিষ, মরে প্রেম, ভেঙে যায় প্রাণ!
বিফল স্বপন ভরা, নিতান্ত দুঃখের ধরা,
প্রেম পুণ্য স্বরগের, এ দেশের নয় ;
দেখিয়াছি রঙ্গ মাঝে গরিবেরে রাজ-সাজে,
মানবের জীবনেও সেই অভিনয়।
আছে প্রেম পুণ্য শান্তি—আমারি হয়েছে ভ্রান্তি?
তাই ভালো, দিদি,—দিদি, তাই সত্য হোক্,
আমি শুধু না বুঝিয়া দহিয়াছি নিজ হিয়া,
আর কেহ না জানুক এ সন্তাপ শোক।
কেন, দিদি, বার-বার ও-কথা বলিছ আর,
সংসারের বাঁধে কেন বাঁধিবারে চাও?
শতধা হৃদয়ে মোর কোথায় বাঁধিবে ডোর?
স্মৃতির শ্মশানে মোরে একা রেখে যাও।
আছে প্রেম থাক, দিদি, এ মোর ভগন হৃদি
আর তো প্রণয় কভু পাবেনাকো স্থান ;
আনন্দের নিশি মোর বিষাদে হয়েছে ভোর,
আমার হয়েছে, দিদি, সংসারের জ্ঞান।

আক্ষেপ

কল্পনার তুলি দিয়া হৃদয়ের হিয়া মাঝে
রচিয়াছি যেই সুর পুর
আশৈশব নিরজনে নেহারি মোহিত যারে
তা কেনগো দূর হতে দূর?
সেথাকার ভালোবাসা সেথাকার আশা তৃষা
সকলি সুন্দর নিরমল,
দেবতার আঁখি লয়ে মানবেরা দেখে চেয়ে
অনবদ্য মাধুরী কেবল।
হেথায় দূষিত আঁখি দোষ খোঁজে, দোষ বোঝে
হেরে সব মলিনতাময়,

এই মানবের দেশে   আলোকে আঁধার দেখে
এ নহে সে প্রেমের আলয়।
জগৎ হইত যদি   কেবল হৃদয়ময়
হত শুদ্ধ আত্মার আলয়,
মলিন ধূলির স্তূপ   না থাকিত দেহ যদি
ধরা বুঝি হত সুখময়।
স্বচ্ছ হৃদি দরপণে   পরের হৃদয় ছায়া
প্রতিভাত হইত কেমন,
নয়নের স্থূল দৃষ্টি   ভ্রান্ত না করিত কভু
ঘুচিত সন্দেহ আবরণ।
আমার হৃদয় মাঝে   যে দেশের ছবি জাগে
সে কি শুধু কল্পনার দেশ?
কৈশোর স্বপন মাঝে   সে কিরে বিরাজে শুধু
স্বপনেই আদি মধ্য শেষ?

উষার মরণ

দিনেশে দেখিবে বলে,   অন্ধকার পথ চলে,
উষাবালা দাঁড়ায়েছে আসি,
আঁখি প্রান্তে শ্রান্তি রেখা   যায় কিনা যায় দেখা,
অধরেতে লাজে মাখা হাসি।
গগন ধরণী আলা   দাঁড়ায়ে রয়েছে বালা
হাতে মালা, তাঁহারে বরিবে,
সমগ্র হৃদয়খানি   নয়নে এনেছে টানি,
ভালো করে দেখিয়া মরিবে।
জানে সে তা জানে মনে,   দিনেশের দরশনে
অমনি ফুরাবে আয়ু তার,
প্রাণে শান্তি, নাহি ভয়,   এ মরণ সুখময়
বিলীনতা মিলন মাঝার।

সৌন্দর্য ও ভালবাসা

বহুদিন এ জগতে আসিয়াছি দুই জনে,
কোথা ছিনু, কোথা ছিলে,—জীবনের শুভক্ষণে

সহসা দাঁড়ালে আসি বিস্মিত নয়নে মম,
শত-শত জনমের সুকৃতির ফল সম।
নয়ন চাহেনি যবে শান্ত মুখ পানে তব
এমন সুন্দর বুঝি আছিল না বিশ্ব ভব।
এ আকাশ, এ বাতাস, উষার সন্ধ্যার রবি
তটিনী-তরঙ্গ-লীলা, সুপ্ত-নিশীথের ছবি,
ইহাদের সাথে প্রেম এতটা কি ছিল আগে
রঞ্জিত ছিল না আঁখি যবে তব অনুরাগে?
তরী বয়ে লয়ে যায় কত না অচেনা মুখ,
তীরে বসি ভাবি আমি কার কিবা দুঃখ সুখ ;
আঁধার হিয়ার মাঝে আলো হয়ে প্রবেশিতে
সাধ যায়,—চিরদিন এ সাধ কি ছিল চিতে?
কি আছিল, কি না ছিল, আজ নাহি পড়ে মনে,
জীবনের পুনর্জন্ম তব দরশন সনে।
সংগীতে গগন পূর্ণ, বুঝিতে না পারি ভাষা,
দুটি কথা বুঝি শুধু—সৌন্দর্য ও ভালোবাসা।

আমাদের কেহ তুমি নও

ধীরে-ধীরে কাছে এসে, তোমারে বুঝেছি শেষে,
জানিয়াছি, আর যাই হও,—
কবির কল্পনা-ছবি, কিবা দেবী, কি মানবী,
আমাদের কেহ তুমি নও :
ও-আননে খেলা করে আলো ছায়া থরে-থরে,
দু-নয়নে ইন্দ্রজাল রেখেছে বাঁধিয়া,
হৃদয় করুণাময় তাহে প্রতিভাত রয়,
স্নাত যেন মনে হয় অশ্রুবারি দিয়া ;
সে অশ্রু পড়ে না ভুঁয়ে পরের শ্রবণ ছুঁয়ে
হাসি ডরে, পাছে তার মলা লাগে গায়,
তাই অধরের তীরে উঁকি দেয় ধীরে-ধীরে
হৃদয়ের অন্তঃপুরে আবার লুকায়।
আমাদের অশান্ত হৃদয়
তৃষা ব্যাকুলতা ভরা, আবর্ত-তরঙ্গময় ;
নিরাশা ঝটিকা বহে, অশ্রুজলে নদী হয় ;

আমাদের উন্মত্ত প্রণয়
দিতে চায়, নিতে চায় তনু, মন, সমুদয়—
নেহারি জাগে কি ঘৃণা? কিবা মনে লাগে ভয়?

সংশয়

সেথা শুধু প্রাত সন্ধ্যা, নিশি পূর্ণিমার,
মধ্যাহ্ন তপন নাই, অমার আঁধার ;
প্রেমে শান্তি, নাহি দুঃখ, বাসনা প্রবল,
অভিমান, অবিচার, ঈর্ষা হলাহল।
আমি যে বিদেশী সেথা,—যদি ভয় পায়,
গোধূলির ঘর তার যদি ভেঙে যায়
আমার মৃত্তিকা ভারে,—সদা ভাবি তাই,
দূরে-দূরে থাকি হেন, কিবা কাছে যাই?
অপাঙ্গে চাহেনা সে তো আঁখি ভরি চায়,
জানেনা লইতে হবে, দু-হাতে বিলায় ;
গোপন পিপাসা ক্লেশ, অতি তৃপ্তি আর,
শিশিরের শুষ্ক খাত, স্রোত বরিষার,
হেথাকার ধূলি কাদা কিছুই না জানে।
মোর স্নেহ যদি তারে হেথা টেনে আনে,
এ মাটিতে মূল তার হবে কি সঞ্চার,
ভাবের কলিকা-রাজি ফুটিবে কি আর?
ত্রিদিব-লতিকা সেই বুঝি ম্লান হবে,
হায় এ প্রেমের মোর কিবা ফল তবে!

নির্ণয়

বলি যদি, আপনারে কর মোরে দান,
বুঝিবা সে বিস্মিত হইবে,
আমি যদি তার পায়ে ঢেলে দিই প্রাণ,
লইবে কি—সে কি তা লইবে?

আমি প্রাণপণে যত কাছে যেতে চাই,
ব্যবধান তত বেড়ে যায়,

আপনি কি ধরা দিবে, ফেলে যদি যাই?
ফেলে যাই শকতি কোথায়?

জানে না মুগুধা বালা প্রভাব আপন,
তাই কাছে—এত কাছে—আসে,
ধরিতে চাহিলে দূরে করে পলায়ন,
ত্রাসে যেন ভালো নাহি বাসে।

এ জগৎ শুধু তার আনন্দ-কানন,
সৌন্দর্যের করে সমাদর,
মহত্ত্বের পূজা করে ; কোন একজন
নহে অতি আপনার, নহে অতিপর।

নববর্ষ

পুরব গগনে নেহারি কার
স্নিগ্ধ রূপরাশি আলোক ভার,
কণ্ঠে পারিজাত কুসুম হার,
বিশদ বাস?
মৃদুল চরণ চলিছে ধীরে,
সুকুমার জটা দুলিছে শিরে,
ছুটিছে সুদূর ধরণী-তীরে
মধুর হাস।
সুন্দর ত্রিদিব তেয়াগি দূরে
মানব নিবাস অবনীপুরে
সুশোভন হেন দেব শিশু কেন
আসিছে আজি?
অরুণ-বসনা দাঁড়ায়ে উষা,
নব-প্রস্ফুটিত-প্রসূন-ভূষা,
নীরদ আসন দিগ্‌বধূগণ
উঠিল ত্যজি ;
"যাও বৎস যাও, তোমার তরে
চেয়ে আছে যারা আগ্রহ ভরে,
আনন্দ কিরণ তাদের ঘরে
বহিতে থাক!

"গলে দিব্য তোর বিজয় মালা,
আশার মুকুলে পূরিত থালা
ধরণীরে দিস্ ; দেবের আশিস
পুরতঃ যাক্।
"জাগো ধরাবাসী, খোলগো দ্বার,
গৃহে লহ নব আলোক ভার,
হৃদি প্রীতি, সাধু সংকল্প, আর
নূতন আশ।
"দেখ ধরাবাসী দুয়ারে তব
মহেশ-প্রেরিত বরষ নব,
আশীর্বাদ তাঁর বিলাবার ভার
দ্বাদশ মাস।"
কহিলেন উষা মধুর স্বরে,
কিরণের রাশি কিরণ 'পরে
ছুটিল ভেদিয়া নীরদ থরে
ধরার গায়।
উজল পুরব পথেতে আসি
হের বর্ষ-শিশু দাঁড়াল হাসি,
চারু থালা হাতে, কত কিছু তাতে,
দেখিবি আয়।

সংকীর্ণ স্বাতন্ত্র্য

ভুলে ওরা বর্তমান গাহে অতীতের গান,
আঁখি দুটি পিছু পানে চায়,
চরাচর নিরন্তর হইতেছে অগ্রসর,
সে-কথা কেবলি ভুলে যায়।
ক্ষুদ্র রেখাটির মতো থেকে যাবে অল্পায়ত,
মৃদু গতি, অতি অগভীর।
বহুল সরিতে মিশে জানে না হইবে কিসে
মহানদ বিশালশরীর।
জানে না যে কি নীরধি সম্মুখেতে নিরবধি
বক্ষপ্যুতি সকলেরে লয়,
সংকীর্ণ স্বাতন্ত্র্য তরে এরা যে শুকায়ে মরে,
কিবা অর্ধ পথে পড়ে রয়।

গিরিদেশে বর্ষা

ধীরে-ধীরে অতি ধীরে বহিছে শীতল বায়,
কাঁপে শ্বেত উত্তরীয় সুদুর গিরির গায় ;
কোথা হতে ধীরে-ধীরে অতি শুভ্র ধুমরাশি
সম্মুখের তরুরাজি ছাইয়া ফেলিছে আসি ;
সহসা এ কোথা হতে আসিতেছে অন্ধকার,
ভাসায়ে সংকীর্ণ পথ বহিছে বরষা ধার,
ঝম্-ঝম্ গৃহ চূড়ে নাচিতেছে শিলাগুলি,
ধূম নির্গমন পথে কাঁদে বায়ু পথ ভুলি।
বায়ু বহে অতি শীত, ঘন বরিষার ধারা,
গিরি-গিরি মেঘমালা ছুটে উন্মাদিনী পারা,
চপলা চমকি যায় এদিক ওদিক দিয়া,
মাতিয়াছে গিরিদেশ উন্মাদক সুরা পিয়া ;
গুরু-গুরু ঘনধ্বনি সুদূরে থামিয়া যায়,
মহাশিলা খণ্ড ঝাঁপি পড়িল গিরির গায় ;
চারিদিক আঁধারিত শব্দিত মথিত করি,
ছুটিতেছে মহারঙ্গে জীবনের কি লহরী!
থামিয়াছে বর্ষা বায়ু জীবন জাগায়ে দিয়া,
উদ্যমে ছুটিছে হের শত নিঝরের হিয়া।

সাগরে সংগীত

গভীর নিশীথে সাগরের নীরে,
চলিছে তরণী হেলি-দুলি ধীরে,
রয়েছি মগন সুপ্তি সুগভীরে,
সহসা ভাঙিল ঘুম।
কি যেন শুনিনু ত্যজিনু শয়ন,
কি নব আলোকে জাগিল নয়ন,
নব রূপোচ্ছ্বাসে দেখিলাম ভাসে,
নিদ্রিত ধরা নিঃঝুম।
সেই সে নিশীথে হয়েছি পাগল,
উড়ু-উড়ু প্রাণ চঞ্চল উতল,
থেকে-থেকে কানে বাজিছে কেবল,
প্রতিধ্বনি রব তার।

চমকি-চমকি ভাঙিছে স্বপন,
ক্ষণেকে হারাই, ফিরে পাই মন,
জেগে উঠে কোন্ নিভৃত বেদন,
হিয়া মাঝে হাহাকার।
আধ ঘুমঘোরে বিধবা রমণী
শুনি স্বপ্নভুলে পতিকণ্ঠ ধ্বনি,
চমকি যেমন জাগে সে অমনি,
আজিও তেমনি হায়—
তেমতি যখন নিদ্রিতের কানে
সে গীত লহরী স্বপনেরা আনে
ঘুম যায় ছুটি শিহরিয়া উঠি
চেয়ে থাকি নিরাশায়।
পরান আমার পাগল পরান
চিত্ত উন্মাদক ওরি মতো গান
মরম স্পরশী ওরি মতো তান
আবার শুনিতে চায় ;
সাধ হয় ওই সাগরের বুকে
বিছানা বিছায়ে, শুয়ে থাকি সুখে,
গাঁথি কভু আর কবিতার হার
সুখ অশ্রু মুকুতায়।
স্বপনেতে শুধু জাগিবে অতীত,
ভবিষ্য ভাবনা করিবে না ভীত,
ভুলে যাব শেষে ছিনু যে এ দেশে
দুঃখময় ধরাতলে।
দেখিব জীবন শান্তি নিকেতন,
দেখিব হৃদয় প্রেমে সুশোভন,
দেখিব সংসার ত্রিদিব ভুবন
অমনি তাড়িত বলে—
উঠিবে চমকি নিদ্রিত শরীর,
শিরায় শিরায় ছুটিবে রুধির,
বিস্মিত শ্রবণে বাজিবে গম্ভীর
পরিচিত গীতধার ;
উঠিবে কাঁপিয়া বায়ুর মণ্ডল
উচ্ছসি উঠিবে সাগরের জল,
সহসা হৃদয় হইবে চঞ্চল,
ঘুচিবে ঘুমের ভার।

ক্রমে ক্রমে যবে স্তরে—স্তরে—স্তরে
উঠিবে সংগীত গগন উপরে
অন্তর অন্তরে দ্বিগুণিত স্বরে
তারি প্রতিধ্বনি হবে ;
নিশীথ সমীরে যবে ধীরে ধীরে
নামিবে সে গীত স্তরে—স্তরে—স্তরে
পরান আমার বিহ্বলতা ভরে
আবার ঘুমায়ে রবে।

যাত্রা

কোন্ দিকে মহাবেগে বায়ু বহমান
ক্ষুদ্র পালকের মতো উড়ায়ে আমায় ;
কোন্ স্রোত ভাসাইয়া তৃণের সমান
জন্মতীর ক্রোড় হতে দূরে লয়ে যায়?

শারদ গগনে স্থির স্বর্ণ মেঘ ছবি,
বহে কি না বহে বায়ু, নিদ্রা বিচেতন,
পুরব-দক্ষিণ-মুখী কালিন্দী, জাহ্নবী,
উজানে টানিছে মোরে শকতি নূতন।

দূর কর পুঁথিপত্র ; অসিত অক্ষর
গুনি গুনি অহরহ ব্যথিত নয়ন,
বিশাল প্রকৃতি-গ্রন্থ, প্রাণ তৃপ্তিকর,
উজ্জ্বল বরণ, চল, করি অধ্যয়ন।

চারি প্রাচীরের মাঝে অবরুদ্ধ প্রাণ,
ধরিয়া রাখিতে তারে পারিনাকো আর ;
বাহিরের মুক্ত বায়ু করিবারে পান
কাটিয়া শৃঙ্খল পাখি ছুটিল এবার।

আকাঙ্ক্ষা

আমারে কেনগো বিভু হেন আঁখি দিলে,
দৃষ্টি যার ক্ষীণ অতি, দূরে নাহি যায়?

আকাশ অবনী কেন এত কাছে মিলে,
কত কি আড়াল করি, সম্মুখে দাঁড়ায়?

তোমার সৌন্দর্য সৃষ্টি এ ক্ষুদ্র অন্তরে
ওহে দেব, প্রাণপণে সঞ্চিবারে চাই,
এ নয়নে, এ হৃদয়ে যতটুকু ধরে,
ভয় হয়, তাও পাছে নিতে ভুলে যাই।

প্রকৃতির শোভা হতে কিছু আভা তার
হৃদয়ে পড়িয়া আজি উজ্জ্বল হৃদয়,
এ সৌন্দর্য, এ আনন্দ আমার মাঝার
রহিবে না চিরদিন? পাইবে কি লয়?

চিরতরে এ হৃদয় দাও উজলিয়া,
যাদেরে ফেলিয়া দূরে ভ্রমিতেছি আমি
কি দেখাব তাহাদেরে, ঘরে ফিরে গিয়া,
এ আলো না যদি মোর হয় অনুগামী।

পান্থশালা

পথশ্রমে শ্রান্ত অতি মোরা দিন কত
হেথায় দিবস দুই করিব বিশ্রাম,
এখানিতো গৃহস্থের আলয়ের মতো
লোকপূর্ণ,—গৃহ নহে, শুধু পান্থধাম।

নহে গৃহ,—-পান্থশালা, লোকে ভরপুর,
এক আসে, আর যায়, কেহ কারো নয়,
দিনেকে নিকটে অতি, দিনান্তে বা দূর ;
মিছা নহে এ মিলন, এই পরিচয়।

সৌন্দর্য-প্লাবিত-কান্তি, প্রিয় দরশন,
সুজনে-সুজনে কত হইছে সাক্ষাৎ,
দু-দণ্ডের দেখা-শুনা, প্রিয় সম্ভাষণ
জীবন নাটকে করে নব অঙ্কপাত।

আনমনে চেয়ে-চেয়ে কত দেখে লয়,
আনমনে মন ভরি লয় জ্ঞান ভার,

তাই বুঝি জগতেরে পান্থবাস কয়,—
ক্ষণিক মিলন-ভূমি শিক্ষার আগার?

যমুনা-কল্পনা

তার কূলে-কূলে বুঝি বকুল তমাল
করে ফুল ছায়া দান,
তার জলে-জলে ছুটে প্রেমের স্মিরিতি
কল্লোলে বিরহ-গান;
সেথা সমীর হিল্লোলে বাজেবা বাঁশরি
পরান উদাসী করা,
সেথা দিবসের আলো গোধূলি কোমল,
আঁধার কৌমুদী-ভরা;
বুঝি আয়াস বিহীন মধুর জীবন,
সুখের স্বপন মতো,
হয় সে ভূমি পরশে সুদূর স্বপন
জীবনেতে পরিণত;
রাজে হৃদয় কাননে চির মধুমাস,
ভাব ফুলে ফুলময়,
সদা চামেলীর বাসে কোকিল কাকলি
সুরভিত হয়ে রয়।
কাল সেই সে যমুনা হেরিবে দু-আঁখি
তাই তারা নিশি জাগে,
আমি কেহ না উঠিতে ত্যজিব শয়ন,
জাগিবে না উষা আগে;
ধীবে উষাকর ধরি সেই পুণ্য জলে
নামিয়া করিব স্নান,
আমি সেই বারিপানে বিশ্বের পীরিতি-
অমিয় করিব পান।
কাল প্রভাত মারুতে, অরুণ কিরণে,
কালিন্দীর শ্যাম কূলে
বুঝি ধরার বাঁধন আঁখি হতে মোর
সহসা যাইবে খুলে।

দিল্লি

ভুবন বিদিত দিল্লি এই কি সে স্থান
মায়ার নগরী, রূপ ঋদ্ধির ভাণ্ডার?
আজি গত সুদিনের চিহ্নমাত্র সার
গৌরব কঙ্কালে ভরা, শোভার শ্মশান!
কত কীর্তি অভ্যুদয়, কত অবসান,
শোণিত সাগর তীরে, হায় কতবার
দেখিয়াছি, কত ভূষা দেছে অঙ্গে তার
পাণ্ডব, কুতব, পৃথ্বী, শের, সাজাহান।
নরের সৃষ্টির এই প্রলয় মাঝার
উথলি উঠিছে প্রাণ সাগরের মতো,
রোধিতে না পারি অশ্রু, দুঃখের নিশ্বাস,
বুঝিয়াছি মানবের বৃথা অহঙ্কার,
খেলনা করিয়া তারে খেলিছে নিয়ত
মহাকাল,—মানবের এই ইতিহাস্।

স্মৃতিচিহ্ন

ওরা ভেবেছিল মনে আপনাব নাম
মনোহর হর্ম্যরূপ বিশাল অক্ষরে
ইষ্টক প্রস্তরে রচি চিরদিন তরে
রেখে যাবে! মূঢ় ওরা, ব্যর্থ মনস্কাম।
প্রস্তর খসিছে ভূমে প্রস্তরের পরে,
চারিদিকে ভগ্ন স্তূপ, তাহাদের তলে
লুপ্ত স্মৃতি ; শুষ্ক তৃণ কাল-নদী-জলে
ভেসে যায় নামগুলি, কেবা রক্ষা করে!
মানব হৃদয় ভূমি করি অধিকার
করেছে প্রতিষ্ঠা যারা দৃঢ় সিংহাসন,
দরিদ্র আছিল তারা, ছিল না সম্বল
প্রস্তরের এত বোঝা জড়ো করিবার ;
তাদের রাজত্ব হের অক্ষুণ্ণ কেমন
কালস্রোতে ধৌত নাম নিত্য সমুজ্জ্বল।

সাজাহান

এই সৌধরাজি পানে চাহি যতবার
অতল বিস্ময় মাঝে ততো ডুবে যাই।
সৌন্দর্যে পুণ্যের বাস। ভাবিয়া না পাই,
ভ্রাতৃরক্তে সিংহাসনে অভিষেক যার,
এত শুভ্রতার মাঝে কেমনে বিহার
করিত সে? বিধি, যারে স্নেহ দাও নাই,
তারে কেন আঁখি দিলে, তোমারে শুধাই?
অথবা প্রস্তরে হিয়া গঠেছিলে তার?
মুছে গেছে ধরা হতে শোণিতের দাগ,
রুধির-রঞ্জিত হস্ত ধূলি-পরিণত,
সে-হস্তের শ্বেত শোভা করিতে প্রচার,
এই উচ্চ কীর্তিস্তম্ভ রয়েছে সজাগ,
প্রিয়ার প্রণয় তার জানাইছে কত
তাজ, দীন ভারতের রত্ন অলংকার।

প্রাচীন কীর্তি দর্শন

বিস্ময়ে বিপুলীভূত দুটি আঁখি লয়ে
 ছোট এক মন লয়ে আর,
ভ্রমিতেছি দিশি-দিশি ভাব-ভার বয়ে,
 আসি, দেখি, চলি পুনর্বার।
তোমরা জানিতে চাহ সূক্ষ্ম বিবরণ—
 কি যে দেখি, কিবা নাম কার,
কে গড়েছে, ইট কিম্বা মর্মরে গড়ন,
 কিবা দৈর্ঘ্য কতবা বিস্তার।
পুঁথি যদি পড় খুলে পাবে এসকল,
 মাপজোক আমি নাহি জানি ;
আমি দেখি মানবের গূঢ় অন্তস্তল,
 সেথাকার সৌন্দর্য বাখানি।
নরের স্বজাতি বলে বাড়ে অহংকার,
 হিন্দু ম্লেচ্ছ নাহি জানি ভেদ,
এ উহার সৃষ্ট শোভা করে ছারখার
 দেখি যবে উপজয়ে খেদ ;

দেখে কভু আসে হাসি, স্নাত অশ্রুজলে,
মানবের কীর্তি-অভিলাষ,
এত চেষ্টা রেখে যেতে নাম ধরাতলে,
আপনি যে মরণের দাস।

কুমারী কমল

সলিল-বহুল শ্যাম বঙ্গ হতে তুলে,
প্রাচীন এ সরোরুহ. ভূষিত এ ফুলে,
কে হেথা রোপিল আনি পঞ্চনদ দেশে?
কে জানিত, ভ্রমি বহু, আমি অবশেষে
হেথায় দেখিব, যাহা দেখি নাই আর?
সত্য একি, নহে কি এ ছবি কল্পনার?
জীর্ণ দুর্গ. ভস্ম মঠ, সরসী সোপানে
এই রূপসীর হাট, এর মাঝখানে
শীতল সৌরভে পূর্ণ কুমারী কমল,
তুমি মোর তীর্থ-শত-ভ্রমণের ফল।
শিখ ইতিহাস মনে রবে কি না রবে,
তোমার মধুর স্মৃতি চিরসঙ্গী হবে।

স্মৃতি পুস্তক

নিয়ে এনু সাথে করে, সদা কানে কানে তোর
দেখি শুনি যত কিছু, সকলি বলিব বলে,
আপনার ভাবে. ভাই, এমনি রয়েছি ভোর
বলিতে সময় নাহি, দেখি আর যাই চলে।
দেখি আর প্রাণ-মাঝে কতই তরঙ্গ খেলে,
ভাষার বরণ দিয়া আঁকিতে না জানি তায়,
এত গীত ঘুরে মরে, পথ কেন নাহি মেলে,
আটকিয়া রহে বুঝি অতিশয় জনতায়।
এতটুকু মসিলেখা এ-বিদেশে তব দেহে
পড়িল না, সে প্রতিভা আমারে দেছে কি বিধি?
যেমন আসিলি, সখা, তেমনি ফিরিবি গেহে
স্মৃতি মোর এ-কদিন হোক তোর প্রতিনিধি।

উৎকণ্ঠা

দাঁড়ায়ে কি আছে তারা মোর প্রতীক্ষায়,
ওষ্ঠাধর মাঝে হাসি আধ পরকাশ,
স্নিগ্ধ দৃষ্টি ধুয়ে অশ্রু বাহিরিতে চায়,
আধ রুদ্ধ, আধ স্ফুট কুশল সম্ভাষ?

আঁখি পাশে শ্রান্তি রেখা হেরি ভীতিভরে
'ভালো ছিলে?' জিজ্ঞাসিলে, কি দিব উত্তর?
কি দেখাব, "কি এনেছ আমাদের তরে?"
বলি, হেসে বাড়াইলে সুকোমল কর?

ভালো ছিনু, সুখে ছিনু, তোমাদেরি তরে
মনটা চঞ্চল হত কোন-কোন দিন,
তাই পিঞ্জরের পাখি এনেছি পিঞ্জরে
আর—আনিয়াছি গল্প ঝুড়ি দুই, তিন।

দাঁড়ায়ে কি আছে তারা? যতগুলি মুখ
রেখে গেছি, ততোগুলি দেখিব নিশ্চয়?
সহসা ভাবনা ঝড়ে কেন কাঁপে বুক?
হায়রে পাগল প্রাণ, কেন এ সংশয়?

প্রিয় গ্রন্থগণের প্রতি

এস যত সখা-সখী, তোমাদের ছেড়ে
দূরে-দূরে আইলাম ঘুরে,
আমারে সকলে মিলে রেখে ছিলে বেড়ে
চিন্তা আর স্বপনের পুরে।
বাহিরে বিহার করে প্রিয় দরশন
বঁধু মোর আরো কত শত,
সংগীত-অমৃত-ধারা করে বরষণ
প্রাণ মাঝে তোমাদের মতো।
নয়নেতে লয়ে গেনু তোমাদেরি আলো,
করিয়াছে পথ প্রদর্শন,
তোমাদেরি প্রাণ লয়ে বাসিয়াছি ভালো,
চিনিয়াছি প্রিয় অগণন।

বাহিরিয়া, তাহাদের পেয়ে পরিচয়,
তোমাদেরে চিনেছি আবার,
জগতে বিফলে দান যাইবার নয়,
দিলে শোধ দুনা পাবে তার।
হৃদয়ের ভাগ দিয়া অল্প এ হৃদয়
বেড়ে গেছে, হের, সুদে মূলে,
তোমাদের ধ্যানে ছিল ক্ষীণ আঁখিদ্বয়,
দূর-দৃষ্টি গেছে তাহে খুলে।
এই বড় প্রাণ আর, বড় আঁখি নিয়া
ধরা দিতে আসিয়াছি দাস,
তোমাদের পাতে-পাতে রাখগো গাঁথিয়া
শরৎ না আসে যত মাস।

কেহ তো জানে না

কেহ তো জানে না কি বেদনা ভার
করে হিয়া অবনত,
কথার অতীত বিষাদ আমার
কথায় বুঝাব কত।
কেহ তো শোনে না সজনে বিজনে
কি জপ ধেয়ান মম,
দেখে না কি আশা অশ্রু ধারা সনে
চমকে চপলা সম।
নিশি যদি জাগি, "সুখ শয্যা লাগি"—
বলে ওরা,—"কাঁদে মন।"
বিশ্রাম লভিয়া কি যে শ্রান্ত হিয়া,
বোঝে না তা কোন জন।
কতটুকু মনে কত বড় সাধ,
দীন আত্মা, হীন বল,
প্রসাদ লভিতে করি অপরাধ
প্রভুপদে অবিরল!
সুদিনের তরে বসি প্রতীক্ষায়
সংসার-সাগর-পারে,
দিন আসে আর দিন চলে যায়,

নয়ন শুকাতে নারে।
শৃঙ্খলিত পাখি নীলাকাশ চাহি
কাঁদে বুঝি এই মতো,
দেহ হতে তার যত দিনে নাহি
হয় প্রাণ বহির্গত।

দীনের বাসনা

রাজা রাজধানী মাঝে স্বর্ণ সিংহাসনে,
দীন প্রজা সাম্রাজ্যেব দূর প্রান্ত হতে
বর্ষে বর্ষে রাজকর করে নিবেদন ;
দৈবাৎ কখন যদি করে আগমন
রাজপুরে, লোকারণ্যে দূরে দাঁড়াইয়া,
একবার রাজমূর্তি হেরে কি না হেরে।
রাজার নিদেশ মানে, সুশাসনে তাঁর
রহে সুখে ; কখনো বা দুই হাত তুলে
ধন্যবাদ করে তাঁরে। ওহে বিশ্বরাজ,
চিরদিন দীন প্রজা দূর হতে আমি
নিবেদিব রাজ-পূজা, উদ্দেশে তোমারে
করিব প্রণাম প্রাত-সন্ধ্যা? সিংহাসনে
তুমি নৃপ, ক্ষুদ্র আমি পড়ে আছি দূরে—
প্রভাময়ী মূর্তি তব পাব না দেখিতে
আঁখি ভরি? রাজপথে জনতার মাঝে
"অই রাজা" বলি যবে অঙ্গুলি নির্দেশি
অপরে দেখায়, নাহি পাই দেখিবারে,
চলে যাও জ্যোতির্ময়, নিমেষের মাঝে ;
দূরে পরিচ্ছদ-শোভা দেখি যদি কভু,
ভাবি মনে লভিয়াছি রাজ-দরশন,
অতৃপ্ত পরান ফিরি গৃহে। ওহে দেব,
তুমি নাকি জগতের পিতা? তুমি নাকি
স্নেহ করুণার খনি, জীবের জননী?
তবে কেন দূরে রাখ সন্তানে তোমার?
কাছে ডাক, হে জননি, অথবা আপনি

নিভৃত কুটিরে থাকি দাও দরশন ;
শুনাও বচন তব, মস্তকে আমার
আশীর্বাদ-হস্ত তব রাখ স্নেহ-ভরে ;
তব রূপ, স্পর্শ তব, স্বর মধুময়,
জানাইবে কাছে তুমি জননী আমার।

কোথা ছিনু আসিনু কোথায়

নীরব আঁধার ঘরে কোমল শয়নোপরে
কত সুখে আছিনু শয়ান,
বাহিরের কোলাহল, ঝঞ্ঝাবাত, বৃষ্টিজল
পারে নাই ব্যথিতে এ কান।
সহসা কি বজ্ররবে কেঁপে গেল হিয়া,
কে ডাকিল, "উঠে এস, এস বাহিরিয়া।"

সবলে রুধিয়া দ্বার রহিলাম, বার বার
"এস, এস" শুনিবারে পাই ;
"একি শয্যা, একি সাজ? একি ঘুম? ছিছি লাজ!
জীবনে কি কোন কাজ নাই?"
কহিনু, "নীরবে ঘরে, পুষ্প আস্তরণ 'পরে,
আমি সুখে ঘুমাইতে চাই ;
কে তুমি ডাকিছ সেথা, যেথা দিনরাত,
রহে খর রৌদ্র, কিবা বহে ঝঞ্ঝাবাত।"

আগুলি রহিনু দ্বার, কি আঘাত বারবার,
ঘরখানি যায়, ভেঙে যায়—
ওই গেল সর্বনাশ! একি আলো পরকাশ!
কোথা ছিনু আসিনু কোথায়?
একি খেলা হে ঈশ্বর, ভাঙিয়া সুখের ঘর
অন্ধ চক্ষে কর দৃষ্টি দান!
যেথায় আতপ তাপ, অশনি ঝটিকাদাপ,
সেথা আসি হও দীপ্তিমান।
তবে ঘর ভাঙা থাক্, আঁধারের সুখ
নাহি চাহি, প্রিয়তম, হেরি তব মুখ।

হাত

দু-খানি সুগোল বাহু, দু-খানি কোমল কর,
স্নেহ যেন দেহ ধরি সেথায় বেঁধেছে ঘর,
রূপ নাকি কাছে টানে, গুণ বেঁধে রাখে হিয়া,
আমারে সে ডাকিতেছে ছোট হাতখানি দিয়া
এ দু-খানি শুভ্র বাহু মালা করি পরি গলে,
এ হাত উঠাবে স্বর্গে, ডুবাবে বা রসাতলে!

পদধ্বনি

১

চারিদিকে বাজে পদধ্বনি,
বার-বার চমকে হৃদয়,
কখন বা আবরি নয়ন,
প্রত্যাশার কি জানি কি হয়!
মুখে বলি, 'সেতো আসে নাই.'
মন বলে "বুঝি আসিয়াছে।"
পুনঃ ভাবি আশা রাখিব না,
নিরাশ হইতে হয় পাছে।
তাই বলি, "ভুলে আছে মোরে,"
বলি, আর প্রতীক্ষায় থাকি,
আমি তো রাখি না কোন আশা
তবুও সে দেখা দিবে না কি?
শুনিয়াছি ব্যাকুলে ডাকিলে
হৃদে যায় হৃদয়ের ডাক,
এ আহ্বান পৌঁছিয়াছে তবে,
এ বিশ্বের যেথাই সে থাক।

চারিদিকে এত পদধ্বনি,
এত লোক করে যাতায়াত,
মুখ তুলে পথ পানে চেয়ে
অধোমুখে করি অশ্রুপাত।
তার পদে সঁপিয়া জীবন
পর পদধ্বনি গোনা কাজ!
কোথা তুমি, কোথা হে অন্তক,
অন্ত কর জীবনের লাজ।

২

যেথা পদধ্বনি নাই, কোথা সেই স্থান?
সেথায় বাঁধিব আমি ঘর,
সৃষ্টির আরম্ভ হতে প্রলয় অবধি
পশে নাই, পশিবে না নর।
সেই স্তব্ধতার দেশে ফেলিতে চরণ
প্রত্যাশার লাগিবে তরাস,
এ চির বিরহ লয়ে, স্থির নিরাশায়
সেথায় করিব গিয়া বাস।
মুহূর্তে উঠিছে জীয়া হিয়া মৃতপ্রায়,
মুহূর্তে আবার ম্রিয়মাণ,
তার চেয়ে চিরমৃত্যু বহুগুণে শ্রেয়,
করিবে সে চিরশান্তি দান।
শব্দহীন, জনহীন, সন্ধ্যাহীন দেশে
ভুলি যাব এক চিন্তা—'ওই আসিছে সে:

ভালোবাসা

তবে কিগো ভালোবাসা বাঞ্ছিত উদ্দেশে ভাসা,
ফেলি কুল, ভুলি দিক, গতি নিরুদ্দেশ?
প্রবৃত্তি পাষাণে ঠেকি পুণ্যের বিনাশ সে কি?
অকালে অকূলে ইহ জীবনের শেষ?
মরণসঙ্কুল ভবে লাগে ভালোবাসা তবে
কোন কাজে? আছে হেথা বাসনার ক্লেশ,
নিতে মৃত্যু অভিমুখ, আছে ভাসিবার সুখ

আত্মার জড়তা, আছে কত ভীরু ভয়,
দেখায়ে সুখের লোভ, হৃদয়ে বাড়াতে ক্ষোভ
নরের দেবত্বটুকু করিবারে ক্ষয়
বাড়াতে ধরার ভার আছে কত কিছু আর,
এই ভালোবাসা পুনঃ নহিলে কি নয়?
আমি ভাবি ভালোবাসা ভালো হইবার আশা,
পরের ভিতরে পেয়ে ভালোর সন্ধান,
তার ভালোটুকু নিয়া সঞ্জীবিত রাখি হিয়া,
আপনার ভালো যাহা সব তারে দান ;
তাহারে নিকটে আনি, অথবা নিকটে জানি,
পূর্ণ করা জীবনের যত শূন্য স্থান।
তোমাদের মনে হয়, এ তো ভালোবাসা নয়,
এ ভাষা সে নাহি কয়, প্রেমিক যে জন,
প্রেম শুধু কাছে টানে, ভালো-মন্দ নাহি জানে,
চোখে-চোখে রাখিবারে চাহে অনুক্ষণ ;
সে সমস্ত দেহ প্রাণ বিনা অঙ্গীকারে দান,
সে ভীতিভাবনাহীন আত্মবিসর্জন।

পঙ্ক ও পঙ্কজ

পঙ্ক হতে যথা উঠে পঙ্কজিনী, ভুঁইচাঁপা ছাড়ি ভুঁই,
আমার হৃদয়ে মূলটুকু রাখি তেমনি উঠিলি তুই,—
তোর সাথে মোর জীবনের যোগ, তবু এক নহি—দুই।
জীবনের তব প্রথম অঙ্কুর উঠেছে আমারি দেহে,
যত দিন আছ, জীবনের মূল গুপ্ত এ আঁধার গেহে।
যত দূরে যাও আলোক সন্ধানে, বঞ্চিত হবে না স্নেহে।
তোমার সৌন্দর্য যবে উর্ধ্বদিকে উঠিতেছে থরে-থর,
তোমার সৌরভ ছুটিছে বাতাসে, দূর হতে দূরতর,
শিকড় ক-খানি বুকে ধরে আমি পুলকিত কলেবর।
তোমারি গৌরব, আঁধার ভেদিয়া উঠেছ আলোর দেশ,
মাটিতে জনমি, বিমল শরীরে রাখনি মাটির লেশ,—
তোমার গৌরব, আমার গৌরব ভাবি আমি নির্বিশেষ।

আধ ঘুমে

মোর গান শুনিবার তরে
দাঁড়ায়ে কি আগ্রহের ভরে?
সখা মোর অতি পূর্ণ প্রাণ
　　কেমনে গাহিব আমি গান?

বুঝাইব কোন্ কথা দিয়া,
এ আমার সমুদয় হিয়া
তোমারে যে করিয়াছি দান,
　　কেমনে গাহিব আমি গান?

কোন্ ভাষা করিবে প্রকাশ
এ আমার আনন্দ উচ্ছ্বাস,
মিলন মিলিত ব্যবধান,
　　কেমনে গাহিব আমি গান?

এ জগতে আছে কোন্ লয়
ধ্বনিতে এ ব্যথা মধুময়,
এই হাসি অশ্রুর সমান.
　　কেমনে গাহিব আমি গান?

যাও সখা, আগে-আগে যাও,
কেন থাম, ফিরে-ফিরে চাও,
থামিবার নহেতো এ স্থান—
　　কেমনে গাহিব আমি গান?

করিব কি সমগ্র চরিত
পদাবলি শুদ্ধ সুললিত,
নীরবতা রাগ লয় তান?
　　এমনে গাহিব আমি গান?

জগতের আর কোন্ জন
করে কিবা না করে শ্রবণ,
তুমিতো করিবে অবধান—
　　এমনে গাহিব আমি গান।

তুমি যেন শুনে প্রিয়তম,
ভুলে যাও দীর্ঘপথশ্রম,
সম্মুখেতে হও আগুয়ান,
এমনে গাহিব আমি গান।

নারীর অভিমান

বুঝিলে কি অবশেষে, অবোধ হৃদয়
সম্পূর্ণ কাহারো নহ, কেহ তব নয়?
কাছে থাক দূরে যাও, প্রাণ দাও, প্রেম দাও,
সে তোমারে এতটুকু করে না প্রত্যয়,
যত চল বাড়ে পথ, পুরেনাকো মনোরথ,
তৃষা বাড়ে, শান্তি মরে, জনমে সংশয়।
বুঝিলে কি অবশেষে, বুঝিলে কি হায়!
কায়া বলি অনুসরি চলিছ ছায়ায়?
কখন বা সুপ্তি আসে, অসত্য বাহুর পাশে
অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা ভাব আপনায়,
ছুটিলে ঘুমের ঘোর, টুটে যায় বাহুডোর,
আঁধারে একলা পড়ি কাঁদ অসহায়।
বর্ষ-বর্ষ হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দন
একটি-একটি করি করালে শ্রবণ,
সুখ-দুঃখ ঊর্মিলীলা সংগীতে গাঁথিয়া দিলা,
বুঝিয়াছে সে তোমার কতখানি মন?
বিমল দর্পণ হয়ে, তার ছায়া বুকে লয়ে,
দিবালোকে সম্মুখেতে দাঁড়ালে যখন,
দেখিল সে কত বার, সে বুঝি স্বপন তার,
তাই এত শত প্রশ্ন করে অনুক্ষণ?
আর কেন, চলে এস, কত কথা কবে?
তোমার ফুরাবে কথা, তার প্রশ্ন রবে।
কথায় কি হবে আর, জীবন মেনেছে হার,
হিয়া নাহি অনুভবে, কথায় কি হবে?
নিবিড় সায়াহ্ন তলে, উত্তাল সিন্ধুর জলে,
নীরব নিশীথে তুমি ভাবিছ যবে
এক হয়ে গেছ দোঁহে,—তুমি মুগ্ধ ছিলে মোহে,
অনন্ত দূরত্ব মাঝে, আর কেন তবে?

যবে ছিল ভালোবাসা

প্রাণে যবে ছিল ভালোবাসা চোখে সব লেগেছিল ভালো,
ভালোবাসা জীবনের মধু, ভালোবাসা নয়নের আলো।
ভিতরে বাহিরে, প্রিয়, মোর কোন কিছু হয়নি বদল
তুমি প্রেম হারাইলে বলে, মোর চোখে বহাইলে জল
সর্ব অস্বীকার হতে তোমা মুক্তি দিয়া, জনমের মতো,
আমি যদি চলে যাই আজ, বুকে ঢেকে অতীব বিক্ষত
মুমূর্ষু আনন্দটুকু, প্রিয়, সহসা কি মুহূর্তের লাগি
অতীতের প্রেমোন্মাদ তব স্মৃতিতলে উঠিবে না জাগি?
বুঝিবে না, আমি যাহা আছি, তাই আমি ছিনু চিরদিন,
বিচিত্র তোমারি প্রেমালোকে লভেছিনু মাধুরী নবীন?
আমিও যে পেরেছি দাঁড়াতে সে আলোকে কোন শুভক্ষণে,
সেইটুকু নারীজীবনের সফলতা জানিতেছি মনে।

কোরনা জিজ্ঞাসা

(১)

মোরে প্রিয় কোরনা জিজ্ঞাসা,
সুখে আমি আছি কিনা আছি।
ডরি আমি রসনার ভাষা ;
দোঁহে যবে এত কাছাকাছি,
মাঝখানে ভাষা কেন চাই ;
বুঝাবার আর কিছু নাই ?
হাত মোর বাঁধা তব হাতে,
শ্রান্ত শির তব স্কন্ধোপরি,
জানিনা এ সুস্নিগ্ধ সন্ধ্যাতে
অশ্রু যেন ওঠে আঁখি ভরি।
দুঃখ নয়, ইহা দুঃখ নয়,
এইটুকু জানিও নিশ্চয়।
নীলাকাশে ফুটিতেছে তারা,
জাতী যুথী, পল্লব হরিতে ;
অতি শুভ্র, অত্যুজ্জ্বল যারা
আসে চলি আঁধার তরীতে।

ভেসে আজ নয়নের জলে
কি আসিছে, কে আমাদের বলে?

(২)

সুখ সে কেমন যাদুকর,
তাকাইলে হয় অন্তর্ধান,
ডাকিলে সে দেয় না উত্তর,
চাহিলে সে করে না তো দান।
দুঃখ যে হইলে অতীত
সুখ বলি হয় গো প্রতীত।
সুখ সাথে আছে, কি না আছে,
কোন নাই প্রশ্ন মীমাংসার,
চলিছে সে পার্শ্বে কিবা পাছে ;
সুখ-দুঃখ চেনা বড় ভার ;
আমরা দু-জনে দু-জনার,
পিছে পাশে দৃষ্টি কেন আর?
ওগো প্রিয়, মোর মনে হয়,
প্রেম যদি থাকে মাঝখানে,
আনন্দ সে দুরে নাহি রয়।
প্রাণ যবে মিলে যায় প্রাণে,
সংগীতে আলোকে পায় লয়,
যত ভয়, যতেক সংশয়।

কর্তব্যের অন্তরায়

কে তুমি দাঁড়ায়ে কর্তব্যের পথে,
সময় হরিছ মোর ;
কে তুমি আমার জীবন ঘিরিয়া
জড়ালে স্নেহের ডোর,
চির-নিদ্রাহীন নয়নে আমার
আনিছ ঘুমের ঘোর?
দু-নয়ন হতে দুরস্থ আলোকে
কেন কর অন্তরাল?
কেমনে লভিব লক্ষ্য জীবনের

পথে কাটাইলে কাল?
আমার রয়েছে কঠোর সাধনা,
ফেল না মায়ার জাল।
তোমারে দেখিলে গত-অনাগত
যাই একেবারে ভুলে,
মুগ্ধ হিয়া মম চাহে লুটাইতে
তোমার চরণ-মূলে,
ফেলে যাও তারে, দলে যাও তারে,
নিও না, নিও না তুলে।
তোমার মমতা অকল্যাণময়ী,
তোমার প্রণয় ক্রূর,
যদি লয়ে যায় ভুলাইয়া পথ,
লয়ে যাবে কত দূর?
এই স্বপ্নাবেশ রহিবার নয়,
চলে যাও হে নিষ্ঠুর।

পুষ্প-প্রভঞ্জন

লঙ্ঘি কোন্ সাগর উত্তাল,
এলে তুমি ভীম প্রভঞ্জন,
ঘন কৃষ্ণ মেঘ-জটা-জাল
আবরিছে অদৃশ্য আনন।
বিদ্যুৎ হানিছে দৃষ্টি তব,
অশনি কহিছে রোধ বাক্,
আজ আমি নতশিরে রব,
ওষ্ঠাধর আজ রুদ্ধ থাক।
আছাড়ি, আস্ফালি, চূর্ণ করি,
শ্রান্ত হয়ে করিবে শয়ন,
নিদ্রা শেষে শান্ত রূপ ধরি
সম্ভাষিবে প্রসন্ন নয়ন।
চুমা দিবে আমার আঁখিতে,
দুলাইবে চূর্ণালকগুলি,
হাসি আমি নারিব ঢাকিতে,

অধর আপনি যাবে খুলি।
আপনি আসিবে বাহিরিয়া
হৃদয়ের নিভৃত সুবাস,
তুমি মোরে ঘিরিয়া ঘিরিয়া
ফেলিবে অতৃপ্ত দীর্ঘশ্বাস।
কাল দিব রূপ-গন্ধ-রস,
মেঘ-বৃষ্টি হইলে অতীত,
অরূপের মৃদুল পরশ
আমারে করিবে পুলকিত।

অশোক সংগীত*

হে অনাদি, হে অনন্ত, হারায়ে সন্তান
বিশ্ব হেরি মাতৃহীন। শিশু বুকে ধরি,
জননী কি স্বপ্নাবেশে নিজে দেয় ভরি
মাতৃস্নেহে মহাবিশ্ব? স্নেহসিক্ত প্রাণ?
একটি প্রদীপ যেন, একটি সে গান,
আপনি কি নয় ব্যক্ত আলোকিত করি
যা থাকে আঁধারে লুপ্ত? ব্রহ্মাণ্ড আবরি
একি চিতাধূম তবে দেখায় শ্মশান?
নিষ্ঠুর সৌন্দর্য আজ মুখে প্রকৃতির,
মমতাবিহীন হাস, উপহাস তার,
দ্বিগুণ ব্যথায় ভরে ব্যথিত হৃদয় ;
শোকার্ত ধুলায় যবে ঢালে অশ্রুনীর
কোথায় বহিছে ধারা সম-বেদনার,
ওহে বিশ্বরূপ দেব, ওহে সর্বময়?

(২)

জানি প্রভু, দাবি মোর কিছুতেই নাই ;
যা কিছু আমার ভাবি, তোমারি সে দান,
অযোগ্যেরে অযাচিত। তুমি শক্তিমান
দিতে পার, নিতে পার ;—দিয়াছিলে তাই
অতুল সৌভাগ্য মম। তবু দুঃখ পাই
কেড়ে নিলে বলে মোর,—হে ঐশ্বর্যবান,
সর্বশ্রেষ্ঠ দান তব—প্রাণের সন্তান।
কেড়ে লবে ছিল মনে, দিলে কি বৃথাই?

কেন এ আঁধার বক্ষ উজলি আশায়,
ভরালে শোকের গেহ বালকণ্ঠগীতে,

---

*নির্বাচিত অংশ

কোলে মোর মূর্তিমান দেখালে কল্যাণ—
কৃতজ্ঞতা প্রকাশিতে পার কি ভাষায়?
জীবনে জানাব তাহা—আহা আচম্বিতে
ভাঙিলে আনন্দ স্বপ্ন হানি মৃত্যু-বাণ।

(৩)

সে যখন চলে গেল, তখন জাগিয়া
কহিল হৃদয় মোরে,—দু-দিনের তরে
এসেছিল, রে দুঃখিনি, তোর ভাঙা ঘরে
দেবতা সে। দেখেও কি দেখনি চাহিয়া
তার সেই অপার্থিব প্রেমে ভরা হিয়া?
দেছে, কভু চাহে নাই ; দুটি বাহু-করে
রেখেছে সেবায় রত ; দেখনি অধরে
ছিল কি যে প্রীতি ক্ষমা আনন্দে মিশিয়া?

পুষ্প-জন্ম দু-দিনের ; সৌন্দর্যে সৌরভে
সে ছিল পুষ্পের জ্ঞাতি ; বহুদিন তাই
নারিলে রাখিতে তারে। আছিল সে ভাই
মহাপ্রাণ সাধুদের, ত্যাগের গৌরবে।
তোমার নিজস্ব বলি, করি অর্ঘ্যদান
তুমি দেব-অতিথির করনি সম্মান।

(৪)

একবার ফিরে আয়, স্বপ্নের মতন,
বারেক শুনায়ে যা রে মধুমাখা স্বর,
বলে যা রে একবার, যত অনাদর,
যত কিছু দেখাইত যেন অযতন,—
ওরে কাঙালিনী মার অমূল্য রতন,
সে তাহার অতি যত্ন,—উদার অন্তর
করে নাই ক্ষুব্ধ তব। আজ ক্ষমা কর
জ্ঞানে কি অজ্ঞানে কৃত ত্রুটি অগণন।

ভিক্ষুকী কুড়ায়ে পেলে অমূল্য মানিক
রাখে সে মলিন জীর্ণ নিজ বস্ত্রাঞ্চলে
বাঁধি তাহা। স্বর্ণময় মুকুটের মাঝে
রাখিত হলে সে রানী। তাই হত ঠিক।
সমুজ্জ্বল মুক্তাহার তারি মধ্যস্থলে,
কঙ্কণে বলয়ে কিবা. রাখা তারে সাজে।

(৫)

ভাল শিক্ষা প্রভু মোরে দিয়াছ হে আজ,
ভুলেছিনু সে আছিল তোমারি সন্তান,
ধাত্রী আমি পালিয়াছি, করি প্রিয়জ্ঞান
আপন জীবন হতে,—সেই ছিল কাজ।
ভুলি দীনতার দুঃখ, হীনতার লাজ,
দুগ্ধফেন সুকোমল শয্যায় শয়ান,
আনন্দে চুম্বন করি শিশুর বয়ান,
"আমারি এ" বলেছিনু বুঝি, মহারাজ?
অলক্ষ্যে নিভৃত চিন্তা শুনেছিলে, নাথ,
দেখেছিলে দরিদ্রের বৃথা অহঙ্কার,
তাই তার শিরে তব রোষ-বজ্রপাত,
চূর্ণ তার সুখ-স্বপ্ন, খর্ব গর্ব তার।
ভগ্ন কক্ষ, দীর্ণ বক্ষ, অশ্রু-অন্ধ আঁখি,
মহারাজ, দেছ শাস্তি, এবে লহ ডাকি।

(৬)

দাসীরে তাড়ায়ে দিলে ধনী প্রভু তার,
তবু চুপি চুপি আসি তাঁর অন্তঃপুরে,
লুকায়ে দেখিয়া যায়, দাঁড়াইয়া দূরে,
পালিত সন্তানে। হয় এ ভব সংসার
সেই মুখ চন্দ্র বিনা গাঢ় অন্ধকার!
সে মুখের বুলি প্রাণে বাজে কোন্ সুরে,
আসিবেনা ভাবে, তবু আসে ফিরে ঘুরে ;
বাহু কাঁদে বুকে তারে নিতে একবার।

আমি যে অভাগী দাসী, লাঞ্ছিতা, বঞ্চিতা,
লুকায়ে দেখার সুখ তাও নাহি মেলে,
আমার নয়ন-মণি রেখেছেন প্রভু
দৃষ্টির অতীত পুরে, রাবণের চিতা
জ্বালি মোর বুকে। মৃত্যু মোরে লয়ে গেলে
যদি দেখা পাই তার—তা-কি পাব কভু?

(৭)

কি সুকৃতি আছে মোর, যেথা তার স্থান
সেথা মম হবে গতি? রাজন্য-সমাজে
বসে গিয়া রাজপুত্র ; সেথা বিনা কাজে

লভে না প্রবেশ কেহ ; রোধি সভাদ্বার
দাঁড়ায়ে সহস্র রক্ষী। কি আছে আমার
তার তরে নিদর্শন? শীর্ণ ভয়ে লাজে,
কি বলিতে কি বলিব,—তার চিত্ত মাঝে
জাগাবে কি স্মৃতি মম মোর অশ্রুধার?

হে সন্তান, করি তোরে তপস্যার ধন,
যত কালে, যত দূরে, যেথাই সে পাই,
আছে মোর এক মন্ত্র—এবে আমি জানি,
সেই মন্ত্রবলে আমি করাব স্মরণ
ছিনু আমি কেহ তোর,—"কিছু ভয় নাই"
অনন্ত সান্ত্বনা মোর, তোর শেষ বাণী।

(৮)

লোকে বলে, নাহি জানি সত্য কি অলীক,—
যে ফেলে শোকের অশ্রু তারে মৃত জন
স্বপনেও নাহি পারে দিতে দরশন।
রে অশ্রু-পীড়িত চক্ষু, তাই হবে ঠিক,
নহিলে সে দৃঢ়-নিষ্ঠ, একান্ত নির্ভীক,
মাতৃভক্ত পুত্র মোর, করিয়া লঙ্ঘন
সর্ব ব্যবধান, ভাঙি বাধা ও বন্ধন
দাঁড়াত আসিয়া কাছে উজলিয়া দিক।
রসনা তাহারি কথা কহে সারাদিন,
হৃদয় তাহারি ধ্যান করে নিরন্তর,
দেবতার উপাসনা সাঙ্গ হয়ে যায়
উচ্চারি তাহারি নাম। এত কি কঠিন
হয় স্বর্গবাসী জন, স্বপ্নে পল ভর
দাঁড়ায়ে দেয় না দেখা, ব্যথা না জুড়ায়?

(৯)

হেথা আমি কাঁদি বলে, সেথা তার প্রাণ
মোর তরে কাঁদে যেন ঠিক এই মতো,
তা নহে বাসনা মম। সে যেন সতত
থাকে সুখে, লভে শক্তি, লভে নব জ্ঞান ;
সেথা তারে যেন কেহ আমার সমান
বাসে ভালো,—এক নহে, যেন মাতা-শত
শতেক দক্ষিণ হস্ত প্রসারি, অক্ষত
রাখে তারে, তাড়াইয়া সর্ব অকল্যাণ।

আমি এইটুকু চাই, সে নূতন দেশে
নূতন আনন্দ জ্ঞানে দৃঢ় সমুজ্জ্বল
তার সেই চিত্তে শুধু থাকে মোর স্থান,
মাঝে-মাঝে স্বপ্নে মোরে দেখা দেয় এসে,
তার বলে হৃদি মোর দিয়া যায় বল,
'মা' বলে ডাকিয়া যায় জুড়াইয়া কান।

(১০)

গুণী পুত্র পদে মানে রাজধানী মাঝে
অতুল ঐশ্বর্য ক্রোড়ে করিতেছে বাস,
বৃদ্ধা মাতা দূর গ্রামে মাস অন্তে মাস,
ভাবিছেন তারি কথা, বসি প্রতি সাঁঝে,
জাগিয়া প্রভাতে নিত্য। রত গৃহ কাজে,
গৃহ গাত্রে, ধাতু পাত্রে বাল্য ইতিহাস
পড়িছেন দুলালের। কত অট্টহাস,
ভাঙচুর, কাঁদাকাটি আজো কানে বাজে।

দীর্ঘ অতীতের পথে সদা যাতায়াতে
ক্লান্ত নহে স্মৃতি তাঁর, পথ সম্মুখের
বেশি নাহি যায় দেখা ; যাহা দেখা যায়
আলোকিত গুটি কত আশা-রশ্মি-পাতে—
আশ্বিনে আসিবে পুত্র ; আর সে সুখের
বাড়া সুখ—গঙ্গাতীরে লয়ে যাবে মায়।

(১১)

আমি কোন্ আশা লয়ে রহিব চাহিয়া,
কোন্ মাসে কোন্ পূজা, কোন্ পুণ্যোৎসবে
আমার তৃষিত নেত্র পরিতৃপ্ত হবে,
লভি তাব দরশন? কি তরী বাহিয়া
আসিবে সে, কি অপূর্ব রাগিণী গাহিয়া?
ধরার বেদনা-মাল্য-বিজয়-সৌরভে
স্নিগ্ধ, স্নাত অমরার অমৃত গৌরবে,
তারে আমি বরি লব কি আশিস দিয়া?
নিশ্চয় সে দেখা মোরে দিবে কোনদিন,
মোর অদ্বিতীয় ভক্ত ছিল যে ধরায়,
যাহার চরিত্র আজ, যার চিত্রখানি

পূজি আমি সসম্ভ্রমে, স্নেহ-পদ্মাসীন
বাল দেবতার রূপে। ধীরে কি ত্বরায়
বহুক কালের স্রোত, আসিবে সে জানি।

(১৬)

কেমন জীবন সেথা?—সুধাইছে মন,
কেমন মিলন পুন? মহাপারাবারে
আমরা বুদ্বুদ সম উঠি বারে বারে,
বার-বার যাই মিশে? অস্তিত্বে এমন
কি গৌরব, কি আনন্দ? যত ভিন্ন জন
একেরি তরঙ্গ লীলা, তবে কে কাহারে
ভালোবাসে? স্বার্থে বলি দিযা, আপনারে
কেমনে সার্থক করে প্রেম অনুক্ষণ?

হোক্ এ নিখিল বিশ্ব এক-সত্তা-ময়,
থাকুক বা কোটি দেব ধরণীরে ঘিরে,
আমার ব্যথিত আত্মা যদি মুক্তি পায়,
খুঁজিয়া বেড়াব আমি আপন তনয়
সুর নর ঋভু মাঝে, আলোকে, তিমিরে,
যত দিনে লভি তারে আঁখি না জুড়ায়।

(১৭)

কে সে বিজ্ঞ শোকার্তেরে হেন কথা বলে-
মরের স্মৃতিতে বিনা আর কোন স্থানে
নহে অমরের বাস? কি সান্ত্বনা মানে
তৃষিত, স্মরণ করি ভরা স্বচ্ছ জলে
সরোবর, মরে যবে তপ্ত মরুস্থলে,
শুষ্ক-কণ্ঠ? বৃথা স্মৃতি কানে বহি আনে
ত্রিস্রোতার মন্তগীতি, দর্পে যবে চলে
বহি বরষার দান, গ্রীষ্ম-অবসানে।

হায়, ক্ষুদ্র স্মৃতি-পট, তাহে অহরহ,
অনুক্ষণ করিতেছে কত রেখাপাত
প্রিয কি অপ্রিয় কত ক্ষুদ্র ঘটনা-ই,
কত চিন্তা, কত তর্ক, ক্রন্দন, কলহ,
কত গূঢ় বেদনার ঘাত-প্রতিঘাত ;—
সেথাই মৃতের তরে অমৃতের ঠাঁই?

(১৮)

সকলি আপন সৃষ্টি বলে শান্তি পায়
যারা পাক। ধরা, ধৃত অগ্নি বায়ু জল,
লক্ষ-সূর্য-উদ্ভাসিত আকাশ মণ্ডল,
আমি ছাড়া যত কিছু 'আছে' বলা যায়,
সকলি আমাতে লীন ; চেতনা জাগায়
যতটুকু, ততোটুকু সত্য সে কেবল
আমারি চেতনা মাঝে ;—বাকি সব ছল?
আমার হৃদয়, তাত, আরো কিছু চায়।

তুমি আছ, আমি আছি, আছে বসুন্ধরা,
দর্শ স্পর্শ শ্রুতি বহি যাহা কিছু আসে,
আছে তা বাহিরে। চিত্ত কল্পনা যা আনে,
আশা যা খুঁজিয়া ফিরে তাও সত্যে ভরা,
তাও আছে। ধ্যান-চক্ষে যাহা কিছু ভাসে,
ধ্যানে ছাড়াও তা সত্য, আর কোন স্থানে।

(১৯)

কোনখানে আছ তুমি, হে বাঞ্ছিত-তম,
জানি তাহা, নাহি জানি দূরে কি নিকটে।
হেথা যবে কাঁদি পড়ে পূর্ব-সীমাতটে,
তুমি সিন্ধু-পর-পার। ক্ষম, মোরে ক্ষম,
অজানা আনন্দ-তীরে শোকোচ্ছ্বাস মম
পৌঁছে যদি, পুণ্যোৎসবে যদি বিঘ্ন ঘটে
আমারে স্মরণ করি, শুভ্র চিত্ত পটে
জাগায় বেদনা দাগ, ওহে দেবোপম।

তোদের কল্যাণ বৎস, নিজ সুখ নয়,
ছিল চির আকাঙ্ক্ষিত। ছিল মনোরথ
তোমারে পাঠায়ে দিব সুদূর বিদেশ,
ধৈর্য ধরি, যশোজ্ঞান করিতে সঞ্চয় ;
তখন থাকিতে হত চাহি তব পথ,
আজ ভাবি নিজ পথ কবে হবে শেষ।

(২০)

তোমার সে শান্ত মুখ, সুমধুর স্মিত
আর যদি নাহি দেখি, পরিবর্তে তার
কি দেখিব? সাধ্য নাহি কবি-কল্পনার

আঁকিতে অদেহি-মূর্তি। হয়েছি বঞ্চিত
যে সৌন্দর্য সুধা হতে, তৃষিত এ চিত
তাই চাহে। মনশ্চক্ষে এস একবার,
হেরি তোমা, চিত্রকর ধ্যানে আপনার
হেরে যথা চিত্রখানি না হতে চিত্রিত।

দেখিয়াছি প্রতিদিন সে মুখ সুন্দর,
ভালো করে দেখি নাই তবু মনে হয়,
মনে হয় ভালো করে শুনি নাই স্বর,
শুনিবার অবসর ছিল যে সময় ;
আজ ভালো করে দেখি, যদি ফিরে পাই,
ডাকি আর শুনি ডাক, শ্রবণ জুড়াই।

(২১)

এত যেন বুঝি নাই—লয়ে গেল যবে
গৃহচ্ছায়া হতে তোরে উত্তপ্ত শ্মশানে—
আর ফিরিবি না তুই , আর যে এ কানে
পশিবে না স্বর তোর ; দিবা শেষ হবে,
তব পদধ্বনি-হীন সায়াহ্ন নীরবে
ঘিরিবে তিমিরে গৃহ, সান্ধ্য-পূজাগানে
কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া নাহি দিবি প্রাণে
আনন্দ পুলক, থাকি যত দিন ভবে।

ডেকেছি প্রত্যুষে নিত্য, "ওঠ্‌রে অশোক,"
প্রতি কাজে, "অশোকরে,—ও অশোক!" ধ্বনি
ছিল মোর। শ্রান্ত শির উপাধানে রাখি
ডেকেছি, "অশোক আয়,—কি পড়াব ঝোঁক।
অনেক যে হল রাত।"—দিবস রজনী
কেমনে কাটিবে এবে, তোমারে না ডাকি?

(২২)

যে খর প্রবাহোপরি তরী নাহি চলে,
তারে লঙ্ঘিবারে হয় সেতুর নির্মাণ,
অকূলের কূলে লয়ে যায় সিন্ধু-যান ;
ঊর্ধ্বে, শূন্যে, ভূমিগর্ভে, সলিলের তলে,
পথ করি চলে নর। তেমনি কৌশলে
ইহ পরকাল মাঝে যেই ব্যবধান
যদি হওয়া যেত পার, তৃষিত এ কান

শুনিত সেথায় কি যে সংগীত উথলে!
উষায় সন্ধ্যায় আমি বসি এই পারে
তারে দূর-বার্তা সম, কিবা বিনা তারে,
কেন না সংবাদ তোর পাই প্রতিদিন
প্রাণাধিক? তোর ডাক মোর চিত্তাগারে
কবেরে উঠিবে বাজি আকুল ঝংকারে,
ভাঙি নীরবতা ঘেরা বিচ্ছেদ কঠিন?

(২৩)

প্রভাতে মধুরে হাসি মোর ফুলবন
রাখিত ধরিয়া মোরে—"ক্ষণকাল তরে
দাঁড়ায়ে দেখিয়া যাও" বলি, স্নেহভরে
বাড়াত পুষ্পিত শাখা ; মুগ্ধ মোর মন
রহিত ক্ষণেক বলি সেথা বহুক্ষণ।
মুক্ত-বাতায়ন পথে যবে তার পরে
পাঠ-রত নত শির দেখিতাম ঘরে,
সহসা ভাঙিত মোর সুরভি স্বপন।
বলিতাম রে গোলাপ, রে শুভ্র চামেলি,
ওরে জবা, পাঁচরঙা, করবী, টগর,
ছেড়েদে আমারে ; আমি সারাদিন কিরে
রব রূপ-মুগ্ধ হেথা, গৃহ কাজ ফেলি,
পঠন-পাঠন ভুলি? হের পুত্রবর
পাঠাগারে, মাতা তার খেলিবে বাহিরে?

(২৪)

তব পাঠগৃহ-লগ্না চামেলির লতা
প্রতিদিন ফুটাইছে ফুল নব-নব,
মধুর সৌরভ-স্নাত, শুভ্র ও পেলব,
তাহার জীবনে নাই কোন ব্যাকুলতা,
অঙ্গে থাকে ক্ষত চিহ্ন, ঢেকে রাখে ব্যথা
কাটিবার ছাঁটিবার, গৃহমাঝে তব
ছড়ায় সুরভি শ্বাস। আমি কবে হব
ব্যথায় নীরব নম্র, পুষ্প ভার-নতা?

প্রতিদিন দীপ্ত রবি ক্ষত প্রাণখানি
করিবে কিরণ-স্নাত ; বিনত এ শিরে
বহি যাবে বর্ষা বায়ু ; অমৃতের বাণী

কভু উচ্চৈঃস্বরে, কভু অতি ধীরে-ধীরে
সুদূর সাগর হতে দিবে মোরে আনি,
আমিও আনন্দ গন্ধ দিব ধরণীরে?

(২৫)

প্রাণাধিক, তুমি মোরে যেওনাকো ভুলে।
যে ক-দিন ছিলে তুমি আমার এ দেহে
লুক্কায়িত, আমি বহু আশা আর স্নেহে
প্রতীক্ষা করেছি তব। যবে বুকে তুলে
প্রথম দেখিনু তোমা, মায়া দণ্ডে ছুঁলে
আমার জীবন যেন ; বিষাদের গেহে
নিরুদ্ধ আশার দ্বার দিলে তুমি খুলে।

এবার মায়ের লাগি প্রতীক্ষা করিয়ো
হে সুপুত্র, জন্ম যবে পাব পরপার ;
আর যত প্রিয়জন, আজো স্নেহময়,
না যদি চেনেন মোরে, চিনাইয়া দিয়ো ;
বহু দুঃখে ধরাতলে দিন কাটে যার,
তারে কেহ চিনিবে না এই মোর ভয়।

......

(৩০)

হেথা হতে মৃত্যু যদি লয়ে গেল তোকে,
এই পুষ্পময়ী ধরা রসে গন্ধে গীতে
যতই মধুর হোক, হেথায় থাকিতে
চাহেনা পরান মোর। আঁধারে আলোকে
আমারে অভাব তোর ছেয়ে রাখে শোকে।
আমি তো হেথায় তোরে নারিনু রাখিতে,
যে তোরে গিয়াছে লয়ে সেই পারে দিতে
বাঞ্ছিত মিলন মোরে, সে অশোক-লোকে।

এমন সুখের ধরা নয় এ তো নয়,
হেথা যে ফিরায়ে তোরে আনিব আবার,
দুঃসহ বেদনা বহি, মৃত্যু-দংশ সয়ে,
অবশেষে মৃত্যু যদি করিয়াছ জয়,
থাক সেথা ; গাঁথি স্নেহে পারিজাত হার
পরাতে তোমার কণ্ঠে আসিতেছি লয়ে।

(৩১)

ওগো বিশ্বমাতঃ মোর না হতে সময়
যেতে চাহি বলে হলে অপরাধ মম,
তোমার অনন্ত স্নেহে মোরে তুমি ক্ষম ;—
মোর শুধু অভিলাষ, প্রাপ্তি সে তো নয়,
তব ইচ্ছা প্রতিদিন লভিতেছে জয়।
সেই ভালো, বুঝি কভু, তবু শিশু সম
যখনি বেদনা পাই ভাবিগো নির্মম,
তোমার করুণা কোন মনে নাহি রয়।

শিশু কাঁদে সে যা চায় না যদি তা পায়,
দিবেন কি না দিবেন নিজ হাতে মার ;
এ জন মাগিছে যাহা না যদি তা দাও,
দিবে তো সান্ত্বনা—যাহে ব্যথা সহা যায়?
অথবা এ ক্ষতোপরি করিবে প্রহার?
তাই যদি কর, হবে সহিতে তাহাও।

(৩২)

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মোরে এ বিপুল ভবে
পাঠাইলে কোন্ কাজে? কত তার বাকি
হে মোর জীবন দাতা? আঁধারে একাকী
ফেলিয়া, ব্যথার ব্যথী সাথি মোর যবে
গেলা চলি, চলে যায় প্রিয়জন সবে,
কেন মোর দীর্ণ প্রাণ জীর্ণ দেহে থাকি
বহিছে অনন্ত মৃত্যু? তুমি জাননাকি
সর্ব অক্ষমতা মম? দেহ মুক্তি তবে
দেহ হতে, এই ভিক্ষা মাগিতেছি আমি।
আহত, বিক্ষত-বক্ষ, আহূত আহবে,
কেমনে যুঝিব, হায়, আমি নাহি জানি,
তুমি জান, জীবনের মরণের স্বামী,
কোন্ মন্ত্রে, কি ঔষধে, কি কৌশলে, কবে,
জীয়াইবে মুমূর্ষুরে, কি অমৃত আনি।

(৩৩)

সন্ধ্যা আনিয়াছে মোরে তোমার আসরে।
তুমি, আমি, আর অন্তর্যামী ভগবান,
এ তিন জনের মাঝে আমার এ গান,
তাই ঢেলে যাই মোর নিভৃত অন্তরে

বেদনার উৎস হতে যে বাণী নিঃসরে ;
কোনই ভাবনা নাই আর কোন কান
শোনে কিনা শোনে তাহা। শোকার্ত পরান
কাঁদে কি নয়ননীর দেখাবার তরে?

বড় আশা ছিল মনে, আমি কোনদিন
রাখিব সম্মুখে তব সমস্ত হৃদয়,
তব চক্ষে, তব কণ্ঠে উঠিবে জাগিয়া,
আমার বীণার তারে আছে নিদ্রালীন
অব্যক্ত উদাত্ত যাহা ;—হল না সময়—,
শুনে গেলে শুধু মা-র 'ঘুম-পাড়ানিয়া'।

(৩৪)

ধরণীর শেষ ঘুম ঘুমাবার আগে,
মৃত্যু যবে বক্ষে পশি করিতেছে পান
নিঃশেষে শোনিত তব, শুনিলে সে গান
শিশু ঘুম পাড়াবার ;—"ভালো নাহি লাগে,"
কহিলে কাতরে ; স্মরি বড় দুঃখ জাগে
তোর জননীর বুকে। তোরে ভগবান
যে নব অশোক-লোকে দিয়াছেন স্থান,
সেথায় একটু ঠাঁই দুঃখিনীও মাগে।

নহে নিদ্রা, নহে মোহ, যে গীত ঝংকার
আনে নব জাগরণ, আবাহন করে
নব আনন্দের উষা, স্নেহ বরষায়
পূর্ণ করে চিত্ত নদী, শিখি ভাষা তার,
তার তান লয় রাগ, অকম্পিত স্বরে
সেথায় গাহিব আমি, শুনাব তোমায়।

(৩৫)

হে মোর অধীর হিয়া, ধৈর্য কিছু চাই,
আর বেশি দিন নহে ;—এক-দুই করি
কেটে যাবে মাস-বর্ষ। সেই মুখ স্মরি,
জপি তার শেষ বাণী—'কিছু ভয় নাই'—
চল ধীরে সিন্ধু তীরে ; দেখা যদি পাই
মরণের, হাসিমুখে তার হাত ধরি,
গাহি মিলনের গীতি, ভাসাইব তরী
ত্বরিতে, হেরিব দূর অজানা সে ঠাঁই।

শান্ত হও ; মৃত্যু সেও খুঁজিছে সময়,
ভোলে না সে কাহারেও। কত নারী নর
লুকায়ে থাকিতে চায় এ ভব প্রবাসে,
হেথাকার সুখ দুঃখে ; প্রাণে সদা ভয়
কবে যেতে হবে ভাবি ; ব্যথিত অন্তর
তাদেরে ছাড়ে না মৃত্যু, বেঁধে লয় পাশে।

(৩৬)

মরণ যে ভয়াবহ, সে হয়েছে প্রিয়
চুরি করি প্রাণাধিক জনে ; আজ তাই
তার অভ্যর্থনা তরে আগুসরি যাই
মধ্য পথে, ডেকে বলি, 'এস বরণীয়'।
কম্প্রহস্তে শেষ করি মোর করণীয়,
চলিয়াছি ক্লিষ্টপদে ; মোরে সব ভাই
ক্ষমা কর অপরাধ ; জানি শুধি নাই
সব ঋণ, পাই নাই প্রাপ্য যাহা স্বীয়।

দেনা-পাওনার খাতা শক্তি নাহি আজ
খতিয়া দেখিতে মোর। আমি দেউলিয়া,
যা আছে দাখিল করি যাই রিক্ত করে,
শুধু লয়ে যাই, মোর হৃদয়ের মাঝ,
যে শুভ্র চামেলিমালা রেখেছি তুলিয়া
আমার বাছার শিরে পরাবার তরে।

(৩৭)

আরো বহু দুঃখী আছে করিয়া স্মরণ
পাই না সান্ত্বনা আমি। হেন গেহ নাই
মৃত্যু প্রবেশিয়া যথা পিতা পতি ভাই,
মাতা বা দুহিতা জায়া করেনি হরণ,
জন্ম বৃদ্ধি সাথে গাঁথা জরা ও মরণ,
স্নেহসাথে বিচ্ছেদের ব্যথা। জেনে তাই
পেরেছি কি বিসর্জিতে স্নেহ? নিত্যস্থায়ী
তারে আমি মুক্তিরূপে করেছি বরণ।

আমার বেদনা মাঝে আমি যবে স্মরি
কত অভাগিনী নারী লুটি ধরাতলে,
ভাসিতেছে অশ্রুনীরে প্রাণ পূর্ণ হয়

সকলের দুঃখ ভারে ; এ জীবন তরী
ডুবে যাবে আশাহীন শোকসিন্ধু জলে
বল যদি স্নেহ হারে, মৃত্যু লভে জয়।

(৩৮)

সবি মায়া, সবি ছায়া, শুধু স্বপ্ন জাল?
মিছা যত সুখ শোক, জীবন মরণ,
অতীতের ইতিহাস, রুধির ক্ষরণ
ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা তরে, ভাসাতে জঞ্জাল
অত্যাচারী অসত্যের? আশা সুবিশাল
মিথ্যা, ভবিষ্যৎ চাহি? শূন্যে সন্তরণ
করিছে অনাথ বিশ্ব? নিখিল শরণ
কেহ নাই এ তরীর ধরেছে যে হাল?

হালে যদি থাকে কেহ, কোথা আর স্থান
স্বপন শাস্ত্রের তব? হে জ্ঞানী নিষ্ঠুর,
রাখ স্বপ্ন-কথা, শিরে লইব তুলিয়া
আমার দুঃখের বোঝা, করি সত্য জ্ঞান ;—
স্মৃতির আনন্দচ্ছবি রাখিব না দূর,
আশারে জীয়াব বুকে স্তন্য-সুধা দিয়া।

(৩৯)

কিসে যায় রোগ শোক জরা মৃত্যু ভয়?
কি তত্ত্ব লভিলা, করি তপস্যা ও ধ্যান,
শাক্য ঋষি, পর দুঃখে বিগলিত প্রাণ?
কোন্ অস্ত্রে চিরদিন করিছেন জয়
জীবনের চিরশত্রু আধিব্যাধিচয়
সিদ্ধগণ? কি সে সিদ্ধি? কি বা সে নির্বাণ?
সে কি চির মৃত্যু মাঝে চির পরিত্রাণ?
সে কি শুধু বুঝে ফেলা দুঃখ কিছু নয়?

কে বলেছে, কে বলিবে দুঃখ কিছু নয়?
দেহে দুঃখ, মনে দুঃখ, গেহে, বনে, পথে,
ফেরে রোগ শোক মৃত্যু, মানব জগতে,
ফেরে পশুপক্ষী মাঝে। বিশাল হৃদয়
যার যত, তার প্রাণ তত দুঃখ-ময় ,
নিজ বক্ষে লয়ে ব্যথা পর বক্ষ হতে।

(৪৪)

লুকায়ে পড়িছ ধরা, ওহে বিশ্বনাথ,
সর্ব পুষ্পগন্ধে, সর্ব সংগীতে বাদনে
জগতের, সর্বরূপরসে, সর্বক্ষণে ;
সর্বপ্রেমে পেয়েছিনু তোমার সাক্ষাৎ
একদিন—বহুদিন। যদি বজ্রপাত
অন্ধ করে থাকে চক্ষু, সমস্ত জীবনে
এনে থাকে অবশতা, বিকল এ মনে
সিঞ্চ অমৃতের ধারা, আন সুপ্রভাত
শেষ করি এ রজনী। যেন না দাঁড়ায়
ছিন্নশিরা সংশয়ের কবন্ধ-মূরতি,
সঞ্চারিয়া বিভীষিকা। আলোকে তোমার
সব অবিশ্বাস মোর যেন, লয় পায়
সকল অশান্ত চিন্তা। হে জগৎপতি,
শুনাও বচন, শক্তি দাও বুঝিবার।

(৪৫)

অন্ধকার ছায় যথা ধরণীর বুক,
তেমনি আমার বক্ষ ভরে বেদনায়
এই শান্ত সন্ধ্যাকালে। দূরে শোনা যায়
আনন্দ-সংগীতধ্বনি, হাস্য ও কৌতুক,
নিরুৎসাহ চিত্ত মম অতি নিরুৎসুক,
খোঁজে লুকাবার স্থান, নীরবতা চায়
লয়ে তার স্মৃতিখানি। আঁধারের গায়
সে আমার স্থিরতারা চিরজাগরূক।
হৃদয়ে রেখেছি তারে তবু এ হৃদয়
কাঁদে নিত্য। এত কাছে ছিল না তো আগে?-
তবু দূরে গেছে বলি চোখে ঝরে জল।
এক পুত্র গেছে মোর, তাহে মনে হয়
হয়েছি একান্ত নিঃস্ব। আশা নাহি জাগে
আলোকিতে কর্ম-পথ, দেহে দিতে বল।

(৪৬)

তবুও চলিতে হবে পথ নিরালোক,
যতনে রাখিতে হবে পৃষ্ঠে গুরুভার
যতই দুর্বহ হোক, কে বহিবে আর?
তবুও খেলিতে হবে, ঢাকি গুরুশোক,

হাসিতে হইবে, মুছি অশ্রুভরা চোখ,
অপর শিশুরা মোর হাসে যত বার
তাদেরো জননী আমি, নহি একলার,
তাদের কল্যাণ যাহে তাই হবে হোক।
আমার দায়িত্ব যাহা আমার যা ঋণ
পালিব, শুধিব আমি।

ওহে ভগবন্,

আঁধারে ঢাকিলে মোর শেষ কটা দিন,
আলো দিয়াছিলে কত নাহি কি স্মরণ?
অযোগ্যেরে অযাচিত যত দিয়াছিলে,
কি কহিব, কিছু তার যদি ফিরে নিলে?

......

(৪৮)

আমারে বুঝাই আমি,—হে চিত্ত দুর্বল,
তুমি তারে যা শিখাতে পেয়েছ প্রয়াস,
যে সাধনে সিদ্ধ হবে ছিল অভিলাষ,
তাহে পূর্ণ সিদ্ধি হলে কি হইত ফল?
ঢাকিয়া রেখেছে তারে তোমার অঞ্চল
কত দিন? দূরে গেলে পেতে তুমি ত্রাস,
তা বলিয়া আগুলিয়া কত বর্ষমাস
রেখে দিতে? চক্ষে তব ঝরিত কি জল,
সে যদি বলিত—

"মাগো জীবনের কাজ

মোরে আহ্বানিছে দূরে, মানবের হিতে
আমার হৃদয়-রক্ত হইবে ঢালিতে,
অন্যায়ের প্রতিকারে ভুলি ভয় লাজ,
ছিঁড়ি স্নেহ, ত্যজি গেহ, স্বজন, সমাজ
যেতে হবে"—তুমি তারে যেতে নাহি দিতে?

(৪৯)

আমি যত ভাবি, তত জনমে প্রত্যয়,
আজন্ম সাধনা তুই, বালমূর্তি ধরি,
এসেছিলি চিত্ত হতে কোলে অবতরি,
তারপর, এ ধরণী বাসযোগ্য নয়
বলিয়া, উড়িলি স্বর্গে—আশা যেথা হয়
পুণ্যফলা, বর্ণে, গন্ধে, স্বাদে দেয় ভরি

আত্মারে,—নিয়ত লয় তপঃ শ্রান্তি হরি
সিদ্ধি যেথা, বরষিয়া আনন্দ অক্ষয়।
যা কিছু শিখায়েছিনু আমার ভাষায়
করিলি আয়ত্ত যবে, তোর কণ্ঠস্বরে
নূতন লাগিল মোর পুরাতন গান,
একান্ত আগ্রহে, অতি উৎফুল্ল আশায়
বসে আছি, প্রাণভরি শুনিবার তরে,
সহসা মেলিয়া পাখা হলি অন্তর্ধান।

(৫০)

বৎসটিরে তুলে লয়ে যায় যেই জন,
গাভি ধায় তার পিছে ; শাবকেরে হরি
নিষ্ঠুর বালক নামে, প্রদক্ষিণ করি
তার শির, ফুকারিয়া জানায় বেদন
ব্যাকুলা বিহঙ্গী। তথা শোকার্ত এ মন
চলিয়াছে, মৃত্যু-পদ-চিহ্ন অনুসরি,
যেথা গিয়া থামে মৃত্যু। হের, চিন্তা তরী
ভাসানু অকূলে, রজ্জু করিনু ছেদন।

ওহে মৃত্যুঞ্জয়, আমারে দেখাও কূল
সমুদ্রের পরপারে ; কুজ্ঝটিকাময়
চারিদিক স্নেহ হাস্যে করগো উজ্জ্বল,
ভেঙে দাও জীবনের স্বপনের ভুল,
শুনায়ে অভয় বাণী, ঘুচাও সংশয়,
জাগাও নূতন আশা, প্রাণে দাও বল।

(৫১)

আয়রে প্রভাতে নিতে মার আশীর্বাদ,
প্রাণাধিক, আজ যে রে জন্মদিন তোর ;
ষোড়শ কলায় পূর্ণ, সৌন্দর্য কৈশোর,
দাঁড়া আজ পুত্র, মিত্র। নিশার বিষাদ
মিশে যাক উষালোকে। যে মাতৃত্ব-স্বাদ
তুই দিলি এ জীবনে, সেই রসে ভোর
আমি ভুলিয়াছি শোক। আয় তুই মোর
চির জীবনের পুত্র, অনন্ত আহ্লাদ।

"দিয়ে কেড়ে নিলে" বলে করি না কলহ
বিধাতার সনে আর। ছিলে যে ক-দিন

সেই ক-দিনের ভাগ্য তুলনা-বিহীন।
তুমি ছিলে, তুমি আছ, আমি অহরহ
তোমারে পাইব পুত্র। সন্তান বিরহ
বড়ই কঠিন ব্যথা, বড় সে কঠিন!

(৫২)

সারানিশি কভু জাগি, কভু স্বপ্নাবেশে
অন্তরে বলেছি—কাল জন্মদিন তার,
কি দিব তাহারে আমি? কোন্ উপহার
পৌঁছিবে সময়মতো সেই দূরদেশে?
যদি আগেকার মতো দাঁড়ায় সে এসে
আমার আসন পার্শ্বে, করি নমস্কার,
বুকে টেনে নম্র শির, চুমি বার বার
আটটি মাসের ব্যথা ভুলিব নিমেষে।

স্বপ্নে হায় তোর সাথে হল না সাক্ষাৎ,
জাগিয়া হেরিনু তোরে বুকের মাঝার ;
ফিরে এসেছিল দুই প্রসারিত হাত,
না পেয়ে সে নত শির, ঘন কেশ ভার ;
সেই দুই হাত জুড়ি বুকের উপর,
"বাছার কল্যাণ হোক", মাগিলাম বর।

(৫৩)

"বাছার কল্যাণ হোক"—জাগ্রতে স্বপনে
গত রাত্রে শতবার বলেছি কেবল,
তাই আজ সুপ্রভাতে মনে এল বল,
তাই এ জাগিল চিন্তা আজি শুভক্ষণে,
"আমার এ নিদারুণ বেদনার সনে
হয়তো বা বাঁধা আছে তাহার মঙ্গল"
আমি আজ ফেলিব না নয়নের জল—
কি কল্যাণ আমি তাহা জানিব কেমনে?"

তোমার মঙ্গল মাগি পদে বিধাতার
বাহিরিনু জীর্ণোদ্যানে, আনিলাম তুলে
আঁচল ভরিয়া ফুল, গাঁথিলাম হার
শীতল-শিশির-স্নাত, শুভ্র কুন্দ-কুলে ;
শুভদিনে স্নেহদান রাখিলাম ধীরে,
যেথা তব ছবিখানি লম্বিত প্রাচীরে।

(৫৪)

আজো আছে মালাগাছি ছবিখানি ঘিরে,
আজো তার বর্ণ শুভ্র, গন্ধ স্নিগ্ধতর,
আজ একটুও নাহি ছিল অবসর
বাহিরি তুলি যে ফুল, মালা গাঁথি ফিরে।
মাঘের চতুর্থ দিন, আজ আমি কিরে
কিছুই দিব না তোরে? খুঁজিয়া অন্তর
এনেছি একটি গীত, মালা করি ধর্
সেইটুকু কণ্ঠে তোর, শুনা জননীরে।

"এ জগতে যত দুঃখ, যত আছে সুখ,
সব আসি ভরে দেছে জননীর প্রাণ,
বেদনায় জন্ম লভি আনন্দ জাগায়
কোন্ মন্ত্রে, ভাষাহীন সন্তানের মুখ?
তারে শুনাবার তরে জেগে ওঠে গান,
তাহার হাসির সাথে বিশ্ব হেসে চায়।"

(৫৫)

অতিথি সে এসেছিল বেলা দ্বিপ্রহরে,
স্নাতদেহে গেহে মোর করিল প্রবেশ,
সুধাতে ছিল না মনে কোথা তার দেশ,
কোন্ কাজে এসেছিল, ক-দিনের তরে।
আঁখি তার চেয়েছিল একান্ত নির্ভরে
করি মোর স্নেহ ভিক্ষা, ভুলি সর্বক্লেশ
উঠিয়া আসন দিনু, যতনে অশেষ
জোগাইনু পানাহার যা আছিল ঘরে।

বাহিরের রৌদ্র যেন জ্যোৎস্নারূপ ধরি
পশিল তাহারি সাথে পাতার কুটিরে,
বায়ু শুভ্র কুসুমের গন্ধে স্নান করি
এল সে বিমল মুখ চুমিবারে ধীরে।
সুখাবেশে সে সুবাসে ঘুমাইনু যবে,
কোথা যাবে না জানায়ে গেল সে নীরবে।

(৫৬)

গেয়োনা আমার কাছে উদাসীর গীত—
"ভাই বন্ধু দারা সুত কেহ কারো নয়,

দু-দিনের দেখা-শুনা পথে পরিচয়।"
মিলন-পিপাসু প্রাণ, বিচ্ছেদে ব্যথিত,
নাহি দেয় সায় তাহে। কি সাধিবে হিত
ভাঙিয়া স্নেহের স্বপ্ন?—স্বপ্ন যদি হয়
মাতার মাতৃত্ব, হায় কোথা তবে রয়
বিশ্বজননীর স্নেহে বিশ্বাস নিশ্চিত?

হয় হোক পথে দেখা। এক পথ ধরি
যাত্রীদল চলে যবে তীর্থ অভিমুখ,
পথেই কি শেষ দেখা? সুখ-দুঃখ-ময়
পথ সে ফুরাবে যবে, এক দুই করি,
আগে, পিছে, দেবালয়-প্রবেশ-উৎসুক
কারো সাথে কারো দেখা ঘটিবে নিশ্চয়।

(৫৭)

ফুল তুলিবারে গিয়া, কি হেতু জানি না,
প্রথম চয়ন মোর দিই তোর হাতে,
মনে মনে। গন্ধরাজ গোধূলির সাথে
প্রথম হাসিল যেটি, তোর বুকে বিনা
কোথা বা সাজিত হেন? পত্রচ্ছায়হীনা
প্রথম যে ভুঁইচাঁপা বসন্ত প্রভাতে
দেখা দিল, দিনু তোরে। লিখিয়াছে তাতে
জীবনের আশামন্ত্র পৃথ্বী সুকঠিনা।—

"মাতৃস্নেহে ভরা ধরা, কঠিনতা তার
কেবল কৌতুক, লীলা, শুধু অভিনয়;
মৃত্যু সেও ঢেকে রাখে জীবনের মূল
নিরাপদে বর্মসম। হিমানীর ভয়
কেটে গেলে সুবসন্তে হেরিবে আবার
বর্ণ-গন্ধ-ভরা ফুল, নাহি তার ভুল।"

মুক্তবন্দী

(শ্রীমান চিত্তরঞ্জন ও শ্রীমান সুভাষ বসুকে
কারাগারে দেখিয়া আসিয়া)

স্বপন বপন করি ভাবিতাম মনে
স্বপ্ন মোর আশা মোর কোন্ শুভক্ষণে
সত্য হবে, কোন্ অতি দূর ভবিষ্যতে।
জন্ম বটে বনস্পতি ক্ষুদ্র বীজ হতে ;
ধীরে বাড়ে; যায় মাস, সম্বৎসর কত
নিঃশব্দে বাড়িয়া যবে বৃক্ষে পরিণত,
কে কহিবে অঙ্কুরে সে বাহিরিল কবে?
যদি কেহ দেখে থাকে নাহি সে এ ভবে।
যে আশা অঙ্কুর ছিল, আজ তরু রূপে
সে কি দেখা দিল চক্ষে বাড়ি চুপে-চুপে?
লৌহদ্বার কারাগারে আজি অকস্মাৎ
মনে হয় ভবিষ্যের পেয়েছি সাক্ষাৎ
মনে হয় ভারতের ভাগ্য-লিপি-খানি
বিধাতার হস্ত হতে ক্ষণতরে আনি
কে মোরে দেখায়ে গেল। এ কি দৃশ্য নব!
কল্পনা স্বপন সব মানে পরাভব।
বিস্ময়ে সংশয়ে তাই আন্দোলিত মন—
একি জাগ্রতের দৃষ্টি, অথবা স্বপন?
কারা এরা অস্ত্রহীন, নিঃস্বতারে বরি
চলিয়াছে স্থির ধীর, সাহসে অটল,
বৈর দুর্গ কারাগারে—তুচ্ছি দেহবল?
কারা এরা দর্পভরে সহে অপমান
হাস্যমুখে? নম্র চিত্তে সত্যের আহ্বান
শুনি, চলে উড়াইয়া সত্যের নিশান?
কারা এরা? আমাদেরি প্রাণের সন্তান।
কোথায় আমার সেই কৈশোরের প্রাণ?
ভুলে গেছি কি সুরে সে গাহিত যে গান—
নিভৃত মর্মের কথা—আনন্দ আশায়
ডুবায়ে বেদনা ভয়। আজ সে ভাষায়
সেই সুরে, এরা ঢেলে দেছে অগ্নিময়
নিজ প্রাণ, কল্পিতেরে করি সুনিশ্চয় ;

তাই অন্তরের দৃষ্টি যত দূর চলে
হেরে নব সূর্যোদয় দুঃখে সিন্ধুজলে।

হে চিত্তরঞ্জন আজ, উদ্বেলিত চিতে
স্নেহ আশীর্বাদ সহ আসিয়াছি দিতে
তোমারে আমার শ্রদ্ধা। মতে বা চিন্তায়
নাও যদি দিতে পারি পরিপূর্ণ সায়,
তবু তব হৃদয়ের মহত্ত্বের স্বাদ
লভিয়াছি, অমৃত সে, করি ধন্যবাদ।
ভীতিহীন চিত্ত তব, বিত্ত তুচ্ছ করি
প্রীতি তব দারিদ্র্যেরে লইয়াছে বরি ;
কোন দিন ভোগে মুক্তি ভেবেছিলে মনে,
আজ তুমি ত্যাগে মুক্ত, বসি দেবাসনে।

অলজ্জিত

কণ্ঠে মোর নাহি ফোটে সুর,
বীণা হাতে বাজে না মধুর,
  কি দিয়া তুষিব সবে,
  কি কাজে লাগিব ভবে,
এ শোচনা কর প্রভু দূর।

আমারে গড়েছ নিজ হাতে,
আশিস বরষি মোর মাথে।
  যত কিছু তুমি গড়
  ভিন্ন মাপে, ছোট বড,
বিচিত্র হয়েছে বিশ্ব তাতে।

এ বিপুল বিচিত্র সংসারে
সার্থক করিব আপনারে।
  আসি নাই এ জগতে
  আর কারো মতো হতে
এ কথা স্মরিব বারে-বারে।

ক্ষুদ্র হই লজ্জা কি তাহাতে?
নদী, সিন্ধু, হ্রদে ও প্রপাতে
  যে পার্থক্য, তার মাঝে
  যে মঙ্গল বিধি রাজে,
নিশা, সন্ধ্যা, দিবা ও প্রভাতে,
  সে শুভ বিধানে তব
  আমি ক্ষুদ্ররূপে রব
অগণ্য নগণ্য জন সাথে।

ব্যক্ত আমি রঁব আপনাতে,
অলজ্জিত, তব দৃষ্টিপাতে।

যারা দীন, মৌন মুখে
খাটে নিত্য দুঃখে-সুখে,
হাত দিয়া তাহাদের হাতে,
কথা কব সহজ ভাষাতে।

সাফল্য

আমার শত কথার মাঝে একটা যদি বাজে
অন্তর কানে, হঠাৎ কারো—তা যদি আসে কাজে ;
আমার এই ভাঙা গলাব সহজ সুরে গান
দিনের শেষে শীতল করে কারো তাপিত প্রাণ ;
আমার গুপ্ত দুঃখের অশ্রু দেয় গো ভিজাইয়া
অলক্ষিতেই কোমল করি কোন কঠিন হিয়া ;
আমার ব্যর্থ চেষ্টাও যদি কারো নৈরাশ ভার
সরায়ে ফেলে কৌতূহলের দেয় করে সঞ্চার,
ক্ষণেক তরে একটু তারে ভাবের ভাবী করে,
বড় আঘাত ভুলিয়ে দিয়ে ছোট ব্যথায় ভরে ;
কাঙাল মোর দানের সাধ দেখে, যদি ধীরে
দুঃখীর ফোটে স্নেহের হাসি শুষ্ক অধর তীরে ;
আমার মতো অকিঞ্চনের সেই তো ভাগ্যবল,
সকল চিন্তা, সকল চেষ্টা, দুঃখে চোখের জল,
আশার স্বপ্ন, হর্ষের ঢেউ, ভাঙা গলার গান
সফল হবে—ধন্য করবে আমায় ভগবান।

স্বজন-সঙ্গে

সবাই হেথা চেনা জানা, সবাই আপন জন,
তাইতো গাহে কণ্ঠ মোর, হর্ষে নাচে মন,
আমার হর্ষে নাচে মন।

হৃদয়ের দুই কূল ছাপিয়ে, ছুটছে ভালোবাসা,
উঠছে প্রাণে হাজার খেয়াল, হাজার নব আশা,
হাজার-হাজার নব আশা।

সবাই হেথা আমার স্বজন, কেহ নাইকো পর
প্রাণের ভাষা ফুটছে মুখে সত্য হিতকর—
সত্যই নিত্য হিতকর।

সত্য যাহা, শ্রেয়ঃ যাহা, প্রিয় হবে তাই,
ভদ্র হতে মিথ্যা কথা বলবে কেন ভাই—
মিথ্যা বলবে কেন ভাই?

সবাই হেথা আপন জন, নাইকো কেহ পব
একের সুখে উঠছে ভরে সকলের অন্তর,
সুখী সকলের অন্তর।

একের দুঃখে সবাই দুঃখী, একের মানে মান,
তাইতো হেথা অশ্রুসাথে নিত্য জয়-গান,
ওঠে নিত্য জয়-গান।

দুঃখে সুখ

নিরাশার ব্যথা ভরে সংশয় জিজ্ঞাসা করে—
হে করুণা-বিগলিত হিয়া,
এত বড় ধরণীরে, তুমি কি রাখিবে ঘিরে
দুটি তব ক্ষীণ বাহু দিয়া?
অবিচার, অত্যাচার দারিদ্র্য রোগের ভার
পাপতাপ হতে আগুলিয়া,
দুটি তব ক্ষীণ বাহু দিয়া?

মূর্ছি পড় রহিয়া-রহিয়া,
শক্তি নাহি, আছে সাধ, এ তব দুর্বল কাঁধ
কত ভার মরিবে বহিয়া?
চলিতে পার না সোজা লয়ে আপনার বোঝা,
ঝটিকার তাড়না সহিয়া,
স্খলে পদ রহিয়া-রহিয়া।

নিরাশায় মরিছ দহিয়া,
তবু শুনি ভগবানে ডাকিছ আকুল প্রাণে

কি পেয়েছ তাঁহারে কহিয়া
জগতের সমাচার?　　　কি আছে অজানা তাঁর?
নির্বিকার নিষ্করুণ হিয়া
গলাইবে কি কথা কহিয়া?

মন বলে—থাকি থাকি　　　ডাক আসে, তাই ডাকি ;
জানিনা সে নির্বিকার হিয়া
মানবে কিসের লাগি　　　পরসুখ দুঃখভাগী
করে দেছে। আপনারে নিয়া
চলিতে পারি না সোজা,　　　কেন দিলা দুনা বোঝা—
কিম্বা মোরা লয়েছি যাচিয়া,
দুঃখ মাঝে সুখে আস্বাদিয়া?

জানিনা এ শাপ কিম্বা বর,
এই জানি, দুঃখে-সুখে　　　সকলেরে লয়ে বুকে
আছে এক আনন্দ-সাগর।
সে আনন্দ-ভাগ নিতে　　　চলেছি তৃষিত চিতে
এক সাথে মোরা বিশ্বনর।
আসে সমুদ্রের ঢেউ,　　　কেউ হাসে, কাঁদে কেউ
কেউ পড়ে, কেউবা নাচিয়া
ঢেউ ডিঙাইয়া যায়,　　　কেহ সুখে সাঁতরায়
দুঃখে সুখ রয়েছে বাঁচিয়া।

যাবার আগে

ছড়ায়ে মোর খাতার রাশি
যখন বসে থাকি,
জানালা পারে তখন আসি,
চোখের কোণে একটু হাসি
আঙুল দিয়ে পথ দেখায়ে,
যায় সে মোরে ডাকি।

যেতেই হবে, যেতেই চাই,
কিসের ডাকা-ডাকি?
আসিতে ফিরে বাসনা নাই ;

যাবার আগে, ভেবেছি তাই,
কারেও যেন ভুলেও আমি
না দিয়া যাই ফাঁকি।

অনেক কিছু গিয়েছি ভুলি
আমি তা বুঝিনা কি?
তাই বুঝেই দপ্তর খুলি
দেখছি বসে হিসাবগুলি,
কি ছিল জমা, খরচ কত,
রইল কিবা বাকি।

খোলশা করে হয়নি লেখা
আছে অনেক কিছু ;
ঋণের 'পরে ঋণ বাড়ায়ে,
বন্ধক জমি না ছাড়ায়ে,
সুদের লোভে মূল হারায়ে
ছুটেছি আশার পিছু।

পরিশোধ কি সংশোধনের
সময় বেশি নাই।
আর কিছু না, আপন জনের
ক্ষয় যা হল পিতৃ-ধনের
পূরিয়ে দিতে উপায় শুধু
একটু লিখে যাই।

এ যদি হয়—কাহারো লাগি
কবিনি কিছু জমা,
লাভ-ক্ষতিতে ভাগের ভাগী,
আমার লজ্জার দাগে দাগি,
একান্নদের কাছে মাগি
ক্ষমা—কেবল ক্ষমা।

সময় হলে ছাড়তে তরী
বাজবে যখন বাঁশি,
তার আগেই হিসাব ছাড়ি
উঠব গিয়ে তাড়াতাড়ি,
বলবনাকো—"দাঁড়াও সারেঙ
কাজটা সেরে আসি।"

যুগ প্রভাত

সবার আগে পুরব জাগে,
সোনার আলো চোখে লাগে,
সুপ্তি ভেঙে যায়,

শুনতে চাহে বুঝতে চাহে,
অসীম যে কি গানটি গাহে ;
কে তারে বুঝায় ?

আলো দিয়া দৃষ্টি আনে
যে জন, সেই তো অন্তর কানে
শুনায় আপন গান।

তারি সুরে সুর মিলায়ে
তারি পায়ে প্রাণ বিলায়ে
ধন্য মানব প্রাণ।

জেগেছিল পুর্ব আগে,
আজো কি সে তেমনি জাগে ?
দেখ্‌তো রে বোন, ভাই,

চক্ষু যারা আছিস মেলে
জাগা ডেকে, জাগা ঠেলে,
বল্—"ঘুমোতে নাই ;—

নূতন যুগে প্রভাত নব,
আবার আমরা বাহির হব,
গেয়ে নূতন গান ;

দেশের সাথে মিলবে দেশ
কালের ঘুচবে কালো বেশ
আলোয় করে স্নান।"

জাগরণী সংগীত

জাগরে আমার আমি,
জাগরে দেহের স্বামী,
নূতন আলোকে স্ফূর্ত,
জাগো—জাগো!

জাগরে শকতি সুপ্ত
জাগরে চেতনা গুপ্ত
এ যে রে ব্রাহ্ম মুহূর্ত
জাগো—জাগো!

কি আছে তোমার মাঝে,
লাগুক ভবের কাজে,
বোল না কিছুই নাই—
বোল না—গো।

এ চিত্ত অথবা দেহ,
নিষ্ফলে যাবে না কেহ,
আসে না স্নেহ মিছাই—
জেনো তা গো।

মোর ভিতরের আমি,
বিশ্বের আনন্দকামী,
নিখিল মঙ্গল মাগো
আজি মাগো

অপ্নে করিয়া তুচ্ছ,
দৃষ্টি করিয়া উচ্চ,
অক্ষয় আলোকে জাগো—
আজি জাগো!

নব জাগরণ

হে ভারত, জেগেছিলে সকলের আগে,
নেহারি প্রভাত সূর্য, উচ্ছ্বসিত চিতে
আনন্দ বিস্ময়ে মুগ্ধ, আশা অনুরাগে
ভরে ছিলে চারি দিক নব-নব গীতে।

তারপর দিবালোকে যবে অন্য সবে
বাহিরিল দিশি-দিশি, আপনার নাম
বিজয় ডঙ্কার রবে শুনাইতে ভবে,
তুমি কিগো অন্ধকারে খুঁজিলে আরাম?

কিম্বা পশেছিলে ধীরে আত্ম-অন্তঃপুরে
সৃষ্টির রহস্য গুপ্ত করিতে উদ্ধার?
দৃষ্ট ঐহিকের ইষ্ট সব ফেলি দূরে,
খুঁজেছিলে জন্মান্তের কূট সমস্যার

সমাধান? সেইকালে ধ্যানের পশ্চাতে
আসিল কি ঘোর তন্দ্রা, করিল বপন
মন্ত্র তন্ত্র, ক্রিয়া কাণ্ড, জ্ঞান শক্তি যাতে
নিদ্রিত নিষ্ক্রিয় রাখি জাগায় স্বপন?

ক্রমে সেই স্বপ্নালস, নিদ্রাতুর দেহে
দাসত্ব নিগড় বাঁধি গেল বৈরী যত,—
এ নিগড় নিজ হাতে গড়ে ছিলে গেহে,
কে বৈরী তোমার ছিল আপনার মতো?

ক্ষুধার পীড়নে আব পর পদাঘাতে
এত দিনে ভাঙিল কি মোহ নিদ্রা তোর?
ধুয়ে গেল দরদর তপ্ত অশ্রুপাতে
স্বপ্নের কুহক, মাগো? হল কিগো ভোর

দুর্ভাগ্য আঁধার যুগ? তবে এইবার
দাঁড়াও মা, আপনার পায়ে করি ভর,
চেয়ে দেখ, দেখ চেয়ে পূর্ব সিন্ধু পার
উদিছে নবীন ভানু, অপূর্ব ভাস্কর।

মুক্তকণ্ঠে, যুক্ত করে, অন্তর ব্যাকুল,
পিতা নোহসি বলে আজ ফিরে গাও গান,
যাবে ভয়, হবে ক্ষয় অতীতের ভুল,
জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে দৈন্য হবে অবসান।

বুঝে লও, হে প্রাচীনা, কোন্ উৎস হতে
অনন্ত জীবন ধারা যৌবন অক্ষয়
বহি আসে, অবগাহি কোন্ মহাস্রোতে
সমবর্ণ সর্বনর—দ্বিজ শূদ্র নয়।

জীবনের ইহকূলে যাহা করণীয়
কর আজ, থাকে যাহা থাক্ পরপার ;
মান দাও মানবেরে—সে যে বরণীয়,
মনে তার দাও জ্ঞান, অন্ন মুখে তার।

দুর্বলের ক্রন্দন

নিদ্রিত দেবতা, জাগো,
তোমার জগতে রোগ শোক জরা,
তোমার জগৎ অত্যাচারে ভরা,
উঠি, প্রতিকারে লাগো
নিদ্রিত দেবতা, জাগো।

বধির দেবতা, শুন
দৃপ্ত পাষণ্ডের বিজয় বন্দন,
নত নির্দোষীর নিভৃত ক্রন্দন,
অপমানে পুনঃ পুনঃ—
বধির দেবতা, শুন।

তুমি নাকি ধর্মরাজ?
মানুষের মনে যে ন্যায় বিচার
হে পূর্ণ, তোমাতে স্থান নাহি তার?
দুর্বৃত্তেরে দিবে মান-সম্ভার,
পুণ্যাত্মারে দিবে লাজ?
পক্ষপাতী ধর্মরাজ!

ওহে শুদ্ধ, স্বপ্রকাশ,
বিচার আসন দিলে দুরাচারে,
শৃঙ্খলিত সাধু চলে কারাগারে,
স্বার্থপরের স্বার্থ সে বাড়ে,
নিঃস্বার্থের সর্বনাশ—
কেন, শুদ্ধ স্বপ্রকাশ?

তুমি না আনন্দময়?
খেলিছ কি খেলা লুকাইয়া মুখ?
এ কি সব মায়া, কেবল কৌতুক?
এ রঙ্গ নহিলে নয়—
হে দেব আনন্দময়?

দেখাও হে বিশ্বনাথ
যে হাতে গড়িলে জননীর হিয়া,
পুষ্প নিরমিলে যেই হাত দিয়া
সেই আশীর্বাদ-হাত
বিশ্ব পিতা, বিশ্বনাথ।

এরা

এরা পাইছে নূতন প্রাণ,
এরা চাইছে নূতন স্থান,
প্রভাত-আলোকে আঁখি ইঁহাদের
হের গো জ্যোতিষ্মান্।

এরা জানে না কোনই ভয়,
এরা মানে না ক্ষতি কি ক্ষয়,
শুধু সম্মুখে চাহিয়া আনন্দে ধাইছে
গাহি ধর্মের জয়।

এরা কাহার পতাকা হেরিছে সম্মুখে,
শোনে কাহার আহ্বান কানে,
তাই সারি সারি সারি চলে দ্রুত তালে,
কোনই বাধা না মানে?

এরা কি মহাযজ্ঞের পুণ্য অনলে
এসেছে করিয়া স্নান,
পুড়ায়ে স্বার্থ, ভোগের বাসনা,
মুক্ত করিয়া প্রাণ?

এরা কি অমৃত হ্রদে আপন হৃদয়
রেখেছে মজ্জমান,
গুণ নির্বিচারে সেবা আর প্রেম
দু-হাতে করিছে দান

তোমরা পার, কি না পার সঙ্গে যাইতে,
যেতে চাও, নাহি চাও,
ওদের এমনি করিয়া ভবিষ্য বরিয়া,
সম্মুখে চলিতে দাও।

নর্মদার শিষ্য

পাথর কাটিয়া, নর্মদা ছুটিছে, গহ্বরে দিয়াছে ঝাঁপ ;
সেথা ঘুরে-ঘুরে, ঠেলে পথ করে, গর্জে লক্ষ-কোটি সাপ
যেন এক সাথে ; যেন ভেঙে চলে মাতঙ্গী শাবক হারা
ঘন বন পথে যত কিছু বাধা,—চলে সে তেমনি ধারা।
এ মানুষগুলি শিষ্য নর্মদার, আবেগে ছুটিয়া যায়
লক্ষ্য অভিমুখে, ভেদিয়া ভাঙিয়া যত কিছু অন্তরায়।
সমতল ভূমে সরোবর সম, শান্ত, স্বপ্নসুখে লীন
আছে কত জন, জানে না আবেগ, দিন আসে যায় দিন।
এরা কি খেলিছে? কেনরে ফেলিছে ছিল যা সাধের সাজ?
এরা যে চলেছে উন্মাদের বশে তুচ্ছ করি লোক লাজ।
অনাহার ক্লেশ করে না ক্লিষ্ট, পাথর করেছে দেহ ;
প্রহারে সুস্থির, চাহে না করুণা, চাহে না মমতা স্নেহ ;
ছাড়িয়াছে গেহ, স্বজনের স্নেহ, পদের মানের জাতের ছাপ,
ভগিনী কি ভাই এদের কি নাই, মাতা স্নেহময়ী, স্থবির বাপ?
সব ছেড়ে যায়, ফিরেও না চায়, সংকল্প মানে না শোক,
জলের বদলে আগুন যে ঢালে এদের কঠিন চোখ!

ওরে তোরা ভবিষ্যের দল

যাহাদের বিলাপ সম্বল,
বর্তমানে চেয়ে দুঃখ করে যারা,
কি হল কি হবে বলে ভয়ে সারা,
তাদেরে আশার বাণী বল্,
ওরে তোরা ভবিষ্যের দল!

পিছের বাঁধন ভাঙতে যাদের
চক্ষে আসে জল,
সামনের দিকে কি যে মুক্তি
তাদের কাছে বল্।
ওরে তোরা দূরদৃষ্টির দল।

অলস লোকের অনেক কথা,
কথাই সে কেবল,
কথায় কাজে মিলন তোদের
তাতেই ফলে ফল,—
ওরে তোরা নব সৃষ্টির দল।

দৃপ্ত তোদের পদভরে যাক্‌গে রসাতল
অতীত যা, পতিত যা, নাই যাহাতে বল,
বর্তমান সে প্রাণের বেগে করুক টলমল,
এগিয়ে ধর্ ভবিষ্যতের আলোক উজ্জ্বল,
ওরে তোরা পথ দেখাবার দল।
মৃত্যুবরণ করি যারা মৃত্যুরে জয় করে,
কাঁটার মুকুট হতে যাদের নিত্য আলো ঝরে,
তাদের মতো ভাষা তোদের, তাদের মতো হাস্,
তাদের জয়-মাল্য-গন্ধে শৃঙ্খল সুবাস।
থাক্ না হাতে হাতকড়া, থাক্ না বেড়ি পায়ে,
যাক্ না নিয়ে কারাগারে, দিক্ না ধুলা গায়ে,
পিছে যারা আসছে তারা উদ্দেশে নমিয়া,
বলবে—ধন্য জন্মভূমি এদের জনম দিয়া।

তাঁহারি জয় হোক

মা জননি,

ও ছেলেটি তোমার একার নয়।
'আমার' বলে শক্ত করে,
ওরে ঘরে রাখবে ধরে,
মা জননি, তাও কি কভু হয়?

দশের তরে দেশের তরে,
বিশ্ব লাগি বিশ্ব ঘরে
শুভক্ষণে যারা জনম লয়,
ঘরের পরের নাইকো জ্ঞান,
সবার ব্যথায় ব্যথিত প্রাণ,
সবার কাজটা আপন ভাবে,
সবার বোঝা বয়,
নাইকো কুল, নাইকো জাতি,
দেব্‌তাদেরই হবে জ্ঞাতি,
নিজের পুণ্যে পরের পাপ করে যারা ক্ষয়
একটি ঘরের গণ্ডি মাঝে
তারা কি মা রয়?
অনেক মায়ের ছেলে যে সে
একলা তোমার নয়।

সেই তো তোমার পরম গর্ব
মুছে ফেল চোখ,
প্রাণ বা হারায় বলে কেন
আগেই কর শোক
যাঁহার হাতে সবারি প্রাণ
তোমার মানিক তাঁরি তো দান
তাঁর কোলেই এ-কূল ও-কূল,
ইহ-পরলোক,
মা জননি, তাঁহারি জয় হোক।

বিপথ

ক্ষান্ত হও, ভ্রান্ত দল, দেশের কল্যাণ
হবে না এপথে। যদি চাহ শিখাইতে
মনুষ্যত্ব, সর্বোপরি—সত্যে দাও স্থান।
আজ যে রজত মূল্যে দিলে বিকাইতে
নির্লজ্জ মিথ্যারে, ছি! ছি! দেশপ্রীতি বলি
কিনিলে সে দেশক্ষতি, আপনারে ছলি।

স্বরাজ ধর্মের নামে লইছ দক্ষিণা ;
কে চাহে স্বরাজ? সে কি? স্বরূপ তাহার
দেখিয়াছ, দেখায়েছ? পুরস্কার বিনা
মিলে না সেবক যার, দাসত্বের ভার
সে ঘুচাবে? ঘুষখোর করিছ প্রস্তুত
স্বাধীন যুগের ওগো ভ্রান্ত অগ্রদূত!

পদ প্রভুত্বের লোভে চিরলুব্ধ জন
আজ তোমাদের দ্বারে ; পূর্বে কিম্বা পরে
করেছে, করিবে পুনঃ চরণ লেহন
বৈদেশিক প্রভুদের, প্রফুল্ল অন্তরে।
এরা দেশ দেশ করি নহে চিন্তাকুল,
হবে যদি ভেবে থাক নিতান্ত সে ভুল।

সন্ন্যাসী নাহি কি দেশে? যে কজন আছে
ডেকে আন—নহে ভণ্ড, লোভী বা অলস,
ভিক্ষা ব্যবসায়ী—কিন্তু যাহাদের কাছে
সত্য বড়, নহে যারা স্বার্থ পরবশ,
দেশের মানুষে যারা ভালোবাসে খাঁটি,—
দেশ তো মানুষ দিয়া নহে দিয়া মাটি।

দেশের মানুষে যারা সত্য ভালোবাসে
স্বদেশীর মনুষ্যত্বে তারা শ্রদ্ধা করে,
আপনারে বাড়াবার একান্ত প্রয়াসে
দ্বন্দ্ব দলাদলি দ্বেষে দেশ নাহি ভরে।
সে কি দেশ-প্রেম যাহা ক্ষিপ্ত মত-ভেদে,
হারাইলে নেতৃপদ মরে সদ্য খেদে?

অলীক দেবতা

১

হে শক্তি-সাধক, ভক্তিহীন
শক্তি যবে পেলে,
প্রতিদিন
দেবোদ্দেশে পূজা, বলি,
নৈবেদ্য কুসুমাঞ্জলি
পূজারির প্রাপ্য বলি
আপনার গৃহে লয়ে গেলে।
তার পর ক্রমে-ক্রমে
জ্ঞাতসারে কিবা ভ্রমে,
দেবের আসনখানি মেলে
আপনি বসিলে তাতে,
ধীরে-ধীরে বাম হাতে
দেবমূর্তি অন্ধকারে ঠেলে—
কতদূরে, কোথা দিলে ফেলে

২

সুখে দিন যাইছে চলিয়া।
প্রতিষ্ঠিত আজি দেবাসনে,
দেব বেশে,
ছলি অজ্ঞ বিজ্ঞ বহুজনে,
সর্বশেষে
ধলিতেছ আপনা ছলিয়া—
"মানবত্ব হল অবসান।
এ বেদি আমারি বেদি,
উঠিতেছে অভ্র ভেদী,
মম স্তবগান,
আমি মর্ত্যে দেবতা বলিয়া।"
হে নিঃশঙ্ক, হে প্রতাপবান্
তব পদে নত শত প্রাণ,
ভক্তি কত উঠে উছলিয়া!

৩

দেবতা হইলে ভবে।
সুখে দিন যাবে কি চলিয়া?
নিত্য পূজা চাহ যদি, তবে

সত্যই দেবতা হতে হবে,
ক্ষুধা তৃষা নিঃশেষে দলিয়া ;—
সুখ স্বার্থ কাম্য কেন রবে?
কি অভাব দেবতার?
চাহিতে হবে না, তার
দিতে হবে মর্ত্যের মানবে,
ভক্ত সবে শুধু দিতে হবে।

৪

পূজা আসে প্রত্যাশার সাথে!
এই তব ভক্তদল, হায়,
উচ্চ কণ্ঠে তব স্তব গায়,
আনন্দ কম্পিত হাতে
বাঁধিছে মুকুট মাথে
প্রণমিয়া, জয়মাল্য পরায় গলায়।
তারপরে আশাভরে
হাত খানি পাতে!
এরা যে ভিখারি—কিছু চায়!
উচ্ছ্বসিত অনুরাগে
গোপনে কামনা জাগে,
যদি না তা পায়—
(সব আশা মিটে কি ধরায়?)
কি করিবে বলা নাহি যায়।
হয়তো একদা অকস্মাৎ
বজ্র দৃঢ় উহাদেরি হাত
মুকুটে পাড়িবে ভূমিতলে ;
ওই পুষ্পমাল্যখানি
তোমারে নামাতে টানি
লোহার শৃঙ্খল হবে, আকর্ষিতে বলে।
দেবতা কি হওয়া যায় ছলে
বাক্‌বলে, অথবা কৌশলে?

দেশ-সেবকের প্রার্থনা

হে জীবন-দাতা, জীবন পালক
হে বিশ্ববিধাতা, বিশ্বের চালক,
তোমার আদেশ কহ।

বিচিত্র বিপুল এ নর জগৎ
নানা দিকে তার গেছে নানা পথ
দুর্গম, ভয়াবহ।

বলে দাও মোরে কোন্ পথে গেলে
যাহা দিতে চাও যাব না তা ফেলে,
সিদ্ধি যাহা মম জীবনে তা মেলে ;
পাঠালে যে কাজে মানব সমাজে,
সে কাজ করায়ে লহ।

অমৃতে গরলে দুঃখে আর সুখে
পাত্র ভরি ভরি রেখেছে সম্মুখে,
হৃদয়ে দিয়াছ ক্ষুধা,

দিয়াছ পিপাসা ; করি যশঃ পান
সুকৃতি চাহিছে বাঁচাইতে প্রাণ,
শক্তি কি দাঁড়াবে না যদি সে পাবে
কোনখানে প্রেম-সুধা?

জগতে যাহারা সুখ-দুঃখ ভাগী
দুঃখ ব্যথা সহি তাহাদেরি লাগি ;
তা যদি না জানে তারা,

তবু যেন পারি তাহাদের হিতে
তনু মন ধন যশোমান দিতে.
পীড়া অপমান শৃঙ্খল বহিতে,
বরণ করিতে কারা।

তুমি জীবনেশ, জীবন চালক,
শাস্তা দুর্জনের, সজ্জন পালক,
তাহাই বুঝিতে চাই।

আমি শাস্তা নহি, রাজ-দণ্ড তব
থাক্ তব হাতে ; মাথা পাতি লব
আমার যা সাজা তাই—

যদি চাটুবাদে অহঙ্কারে ফুলি
তব রাজাসনে আপনারে তুলি,
তোমারে ভুলিয়া যাই।

হে বিশ্ব-বিধাতা বিশ্বের চালক
তোমার আদেশ কহ,
আনিলে যে কাজে মানব সমাজে
সে কাজ করায়ে লহ।

ধরায় দেবতা চাহি

ত্রিদিবে দেবতা নাও যদি থাকে
ধরায় দেবতা চাহি গো চাহি,
মানব সবাই নহে গো মানব,
কেহ বা দৈত্য, কেহ বা দানব,
উৎপীড়ন করে দুর্বল নরে,
তাদের তরে যে ভরসা নাহি—
ধরায় দেবের প্রতিষ্ঠা চাহি।

সেকালে দেবতা গোলোক তেয়াগি,
মাটির ধরায় নরের গেহে,
লইত জনম নর শিশুরূপে ;
বাড়িয়া উঠিত নারীর স্নেহে ;
ধুলা বালু লয়ে খেলিয়া বেড়াত
আর দশজন শিশুরি মতো ;—
আসিলে সময় দৈব বলে বলী,
দানবে দলিতে যাইত সে চলি,
হেলায় সংহারি দুরাচারগণে,
নিরাতঙ্ক করি সাধু সজ্জনে,
ফিরিয়া আসিত অপরাহত।
ত্রিদিব তেয়াগি আসে কি না আসে,
নরের আলয়ে নারীর কোলে,
আজিও দেবতা নরজন্ম লয়,
ধরণীর গ্লানি, ম্লানি করে ক্ষয়,

আলোকের দিকে টানিয়া তোলে।
ঐশ্বর্য আরাম চাহে ভুলাইতে ;
স্নেহ প্রেম কত বাঁধিতে চায়
মাতা কাঁদে, জায়া শিশু দেয় কোলে
সকল বাঁধন কাটিয়া যায়।

বাহিরে বাতাসে যেই আর্তনাদ,
যে রোদন ধ্বনি বহিয়া যায়,
শুনিতে-শুনিতে অভ্যাস বশে
সকলে যাহা না শুনিতে পায়।
তাই ডেকে লয় নর দেবতায়
সংগ্রামে পশিতে দানব সাথে,
দানব-সংহার মানবেরি কাজ,
দধীচির হাড় ইন্দ্রের হাতে
বজ্র হয়ে আছে, রবে চিরদিন ;
মানবেরে দিয়া দেবের জয় ;
ত্রিদিবে দেবতা নাও যদি থাকে
ধরায় দেবতা নহিলে নয়।

নবীনা জননীর প্রতি

হে নব জননি কর নিরীখন
তোমার শিশুর ললাটখানি,
বিধাতার হাতে আছে যে লিখন—
ভবিষ্য যুগেব আশার বাণী।

তোমার শোণিত, অস্থিমজ্জা দিয়া
গঠিত এ শিশু। আনন্দ ভরে
ঢালিছ যে স্নেহ করুণা মাখিয়া
তা যেন না তারে দুর্বল করে।

আজ যে তোমার সাধের পুতুল,
জীবন্ত খেলনা, ফুলের মালা,
এমনি রহিবে, কঁর না সে ভুল,
জীবনে নিয়ত নূতন পালা।

টলমল পদে তোমারে ধরিয়া
দাঁড়ায়ে যে আজ হরষ লভে,
জীবন সংগ্রামে বহুদূরে গিয়া
দৃঢ়পদে তারে যুঝিতে হবে।

ভেঙে দিয়ো ভয়, আরামের মোহ,
বাড়ে যেন ধীরে বুকের পাটা,
আরোহিবে সে যে গিরি দুরারোহ,
কাটিয়া পাথর, দলিয়া কাঁটা।

লঙ্ঘিতে সাগর-তরঙ্গ ভয়াল,
এড়ায়ে আবর্ত চালাবে তরী,
সম্মুখের ঘন কুয়াশার জাল
আত্মার আলোকে ছেদন করি।

সুখী হবে কি না?—হয় তো হবে না,
পাবে আর কিছু সুখের বাড়া ;
আজ যাহা সুখ সুখ তা রবে না
কাল। কোথা সুখ বেদনা ছাড়া?

পারিনা বলিতে সুখী হবে কিনা ;
জগতের সুখ বাড়াতে পারে ;
খেলনা না করি কর ওরে বীণা,
বাজাও উহার নবীন তারে

যা কিছু রাগিণী মধুর গম্ভীর
তোমার মনের দেউলে বাজে,
যে মোহন তানে প্রাণ টেনে আনে
ছোট হতে বড় আশার মাঝে।

অনুকারীর প্রতি

পরের মুখে শেখা বুলি পাখির মতো কেন বলিস্?
পরের ভঙ্গি নকল করে নটের মতো কেন চলিস্?
তোর নিজত্ব সর্বাঙ্গে তোর দিলেন ধাতা আপন হাতে,

মুছে সেটুকু 'বাজে' হলি, গৌরব কিছু বাড়্ল তাতে?
আপ্‌নারে যে ভেঙে চুরে গড়তে চায় পরের ছাঁচে
অলীক, ফাঁকি, মেকি সে-জন, নামটা তার ক-দিন বাঁচে?
পরের চুরি ছেড়ে দিয়ে আপন মাঝে ডুবে যা রে
খাঁটি ধন যা সেথাই পাবি আর কোথাও পাবি না রে।

নারী নিগ্রহ

হে বাক্য-বণিক ধিক্, শত ধিক্!
কি কর দেশের কাজ?
কাগজে কলমে, বক্তৃতায় গানে
দেশ-প্রেম তব মহা বন্যা আনে,
পাষণ্ডেরা যবে প্রবেশিয়া ঘরে
স্বদেশী বধূরে অপমান করে,
তখন পাও না লাজ?
হে ভণ্ড ধার্মিক, ধিক্ শত ধিক্!
ধর্ম কাহারে কয়?
প্রস্তর প্রতিমা, ইষ্টকের ঘর
তার চেয়ে শতগুণে পূজ্যতর
রমণীর মান—নারীর সম্মান,
এ কথা হৃদয়ে নাহি পায় স্থান?
গৃহের রমণী প্রেম-পুণ্য-খনি
সে কি রক্ষণীয়া নয়?

যায় দিন রাত গুটাইয়া হাত
শুধু পর-মুখ চাও ;
হিন্দুর ধর্মের করিছ বড়াই,
হিন্দু-সভ্যতার বল তুলা নাই ;
সতী অতুলনা ভারতের নারী
বলি গর্ব করি ছাড়ি অত্যাচারী,
সে সতীরে শাস্তি দাও।

যোগ্য শাস্তি থাকে দাও আপনাকে,
আপনার দুষ্ক্রিয়ার।
পোষা পাখি সম রুধিয়া পিঞ্জরে,

রেখেছ আজন্ম উড়ে যাবে ডরে,
তাই বঙ্গনারী পঙ্গু পক্ষাঘাতে,
তাই সে নিজেরে পারে না বাঁচাতে
সে দোষ তো নহে তার।

নারীর দাবি

নব শক্তি রথে জ্ঞান দীপ্ত পথে
তরুণ বাঙালি ভাই,
কে চলিছ আজ, উৎসাহে অধীর,
শত্রু দুর্নীতির, সত্য-যুদ্ধে বীর,
উদার হৃদয়, তোমাদের কাছে
দেশের নারীর দাবি যাহা আছে
আমি তাহা গেয়ে যাই—
তরুণ বাঙালি ভাই।

খুলিয়া শৃঙ্খল ভাঙিয়া পিঞ্জর,
শিখাও চলিতে ধরি তার কর,
শুদ্ধি নাহি বাড়ে অন্ধ কারাগারে।
উন্মুক্ত বাতাসে আলোক মাঝারে
তাহারো যে আছে ঠাঁই—
বিধিদত্ত স্বীয় ঠাঁই।

তোমার ভগিনী, তোমার প্রেয়সী,
তাদেরে বাঁচাতে লেখনী ও মসি
নহে গো যথেষ্ট, চাহি বীর্য-অসি
চরিত্রের তেজ চাই।
জ্ঞানের আলোক, ন্যায়ের বিচার
মানবের জন্মগত অধিকার
তারে দিতে হবে ভাই।

সেবা সুখ আশে, হারাবার ত্রাসে
রাখিয়া নিরুদ্ধ সংকীর্ণ আবাসে,
রাখিয়া অজ্ঞান, রাখিয়া দুর্বল
পুরুষেরো বল গেছে রসাতল,

নির্বীর্য হয়েছে দেশ ;
দৃঢ় হতে দাও তার দেহ প্রাণ,
রাখিতে শিখাও আপনার মান,
চিরদিন ডরে না মরিতে মরে,
তাই নির্যাতিতা দুর্বৃত্তের করে,
এ দুর্গতি হোক শেষ।

নারী-জাগরণ

নারী-আত্মা এইবার জাগে,
প্রলয় আগুন বুঝি লাগে!
রেখেছিল যারে অন্ধকূপে,
জগদ্ধাত্রী জগন্মাতা রূপে
দাঁড়াবে সে সন্তানের আগে,
এই বার নারী আত্মা জাগে!

কাঁদিবে কতই চুপে-চুপে
আপনার গৃহ অন্ধকূপে,
দীনা, হীনা, সর্ব স্বত্ব ত্যাগে?
আজ সে যে আপনারে মাগে।

দাসত্বের ভেঙে হাত কড়া
শাসনের ছিঁড়ে দড়ি-দড়া
ছুটিয়াছে মুক্তি-অনুরাগে
যজ্ঞের বেদির পুরোভাগে।

ঠাকুরমার চিঠি

পরম কল্যাণীয়া
শ্রীমতি * * * * * *
চিরায়ুষ্মতীষু
তোরা নাকি সভা করে রমণীর স্বত্ব
সাব্যস্ত করিতে ব্যস্ত? চিরন্তন তত্ত্ব

ছিল যাহা এত দিন, আজ তাহা শব্দ?
এসেছে সাম্যের যুগ, স্বাতন্ত্র্যের অব্দ?
বিভিন্ন পুরুষ নারী, কোথা ঠিক সাম্য?
দুয়ে মিলে পূর্ণ এক, বিধাতার কাম্য।

তোরা মাতা, তোরা জায়া, তোরা যে রে ভগ্নি
গৃহে জ্বালাস্ বাতি তোরা রন্ধনশালে অগ্নি ;
তোদের সুখে রাখবে বলে খাটে পতি-পুত্র,
বিপথ হতে টেনে নিতে তোরা পুণ্য সূত্র।
পিতা পতি পরিজনের তোরা মধ্য বিন্দু,
ফিরে যেমন দিবা-নিশি ধরা চাহি ইন্দু,
তেম্‌নি চলে কর্ম-পথে তোদের দিকে দৃষ্টি ;
দুই প্রেমে রক্ষা পায় দুই প্রেমের সৃষ্টি।

নিজের রক্ত-মাসে গড়া প্রাণের বাড়া পুত্র
মায়ের বক্ষ ছাড়া হবে নিরাপদ কুত্র?
মা-বহিন বিনা তারে দিয়া সর্ব শক্তি
কে শিখাবে সত্যে প্রীতি, ভগবানে ভক্তি?
কে শিখাবে—এই গৃহ, স্বজন, স্ববংশ,
স্বদেশ, স্বজাতি, যার সেও এক অংশ?

শ্যামা ধরা, নীল নভঃ, সলিল তরঙ্গ,
নিত্য যেথা তুষ্ট করে তার সর্ব অঙ্গ,
আজন্মের পরিচিত সে ভূমির ভক্ত
কে শিখাবে তার হিতে দিতে নিজে রক্ত?
কে শিখাবে আলস্য ও ভিক্ষায় কি লজ্জা,
কে শিখাবে কত তুচ্ছ বাহ্য সাজ-সজ্জা?
কনিষ্ঠেরে দিতে স্নেহ, আনুগত্য জ্যেষ্ঠে,
দুর্বলে করিতে ক্ষমা, সম্মানিতে শ্রেষ্ঠে,
অসমর্থে দিতে অন্ন, অশিক্ষিতে শিক্ষা
কে শিখাবে? কোথা হবে দ্বিজত্বের দীক্ষা?

তোরা মাতা, তোরা জায়া, তোরা ভগ্নিরত্ন,
প্রাণ দিয়া প্রিয়জনে দিস্ সেবা যত্ন ;
তোদের হাতে মানুষ যারা খেলে যারা সঙ্গে
মনে তাদের যায় না কিছু?—সেবা মিলায় অঙ্গে?

দেহের সাথে ওরে নারী চাহিস্ মনের ঋদ্ধি,
তবেই মাতা ভগ্নিরূপে নারী জন্মের সিদ্ধি।
আপন মায়ের স্নেহ স্মরি পরের মায়ের দুঃখ
দেখে চিত্ত আর্দ্র হবে, হোক না যত রুক্ষ ;
মনে করি আপন বোনের মুখ নিষ্কলঙ্ক,
শিহরিবে পরের বোনের গায়ে দিতে পঙ্ক।
পায়নি যে গেহ সুখ, স্নেহের সৌভাগ্য,
জানে না মমতা-ব্যথা, দেশ মাতা শ্লাঘ্য
তার কাছে হবে নারে, জেনে রাখ্ সত্য ;
মা যে কি, তা মারই কাছে শিখিবে অপত্য।
আলস্যেতে বিলাসেতে তোরা হলে মগ্ন,
গৃহ হবে লক্ষ্মীহারা, পরিবার ভগ্ন।
গৃহ দেবালয় হতে তুলে নিয়ে নেত্র,
হাট, ঘাট, রাজপথ করি কর্মক্ষেত্র,
ধূলিলিপ্ত, স্বার্থ-অন্ধ, ঈর্ষা ও দ্বন্দ্বে
ভুলে যাবি রমণীর গতির সুছন্দে।
'ফ্যাশানের' ব্যসনের বিষপানে মুগ্ধ
বিষাক্ত হবেরে হায় জননীর দুগ্ধ!
ওরে যিনি জগন্মাতা, যিনি জগদ্ধাত্রী
তাঁর কর্মসংসাধনে নির্বাচিতা পাত্রী
তাঁর প্রতিনিধি তোবা, নহ তোরা তুচ্ছ,
ভিতরে বাহিরে পাতা সিংহাসন উচ্চ :
মনে রাখ্ সেই কথা, শ্রদ্ধায় বিনম্র,
বাৎসল্যে কোমল চিত্ত, শুভ কর্মে অগ্র।

আশীর্বাদিকা
ঠাকুরমা।

পুনশ্চ ঃ

বেছে বেছে মিঠা বুলি
পারি নাই লিখতে,
বুড়া কালে সময় বা কই
নূতন করে শিখতে?
মনের চিন্তা জানাতে চাই,
কথার ফুলের মাল্য

গাঁথুক সুখী শৌখিনেরা
আছে যাদের বাল্য।
পোক্ত মোটা কাপড় যেমন,
নাহোক শৌখিন সজ্জা,
শীত নিবারে, ঢাকতে পারে
কুলবধূর লজ্জা,
মোটা চিন্তা তেম্‌নি নব
উচ্ছৃঙ্খলার মধ্যে,
তোমার যেন লাগে কাজে
অয়ি অনবদ্যে।

আশ্বস্ত

আমি যবে আরাধনা করি ভক্তিভরে,
কিম্বা ভীত, বার-বার ডাকি আর্তস্বরে,
দেখি কোথা কেহ নাই, কানে না শুনিতে পাই
কাহারো চরণ-ধ্বনি, খেদে অশ্রু ঝরে।
আজি গো অবশমনে মুদিয়া নয়ান,
শূন্য আকাশের তলে রয়েছি শয়ান
তৃণদলে চাপি বুক—সহসা তুলিয়া মুখ
চকিতে শিয়রে হেরি এ কার বয়ান?
স্নেহময়ী মার বেশে কে আমার শিরোদেশে
আশীর্বাদ স্পর্শ রাখি করিছে প্রয়াণ।
কানে প্রাণে গুঞ্জরিয়া উঠে কার বাণী,
আধেক দুষ্কর বোঝা, সোজা আধখানি,
সেইটুকু মনে রেখে, গেয়ে উঠি থেকে-থেকে,
মেলে কি না মেলে ছন্দ কিছুই না জানি।
এ বাণী তোমারি বাণী, আর কারো নয়,
তুমি ভয়াতুর প্রাণে দিয়াছ অভয়।
মুক্ত আকাশের তলে শয্যা পাতি দূর্বাদলে
ভেবেছিনু মাতৃহীন আমি নিরাশ্রয় ;
ভেবেছিনু জীবনের নাহি কোন কাজ,
কেন মিছা গান গেয়ে পথে পাই লাজ?
স্নেহ দিতে কেহ নাই, কার কাছে গান গাই?—
তুমি চাহ মোর গান শুনাযেছ আজ।

হে দেবি, তোমারে আমি শুনাইব গান?
তবে পদতলে তব দাও দীনে স্থান,
তোমার বীণার মাঝে যে সুধা-সংগীত বাজে
তাহে মিলাইয়া কণ্ঠ হই ভাগ্যবান।

অমৃতের পথে

দেখি কর্মজগতের দীর্ঘ পথ দিয়া
নানা জন নানা দিকে যাইছে চলিয়া,
চাহি দূর লক্ষ্য—দূর? সকলেরি নয় ;
চলিছে সবাই ; পথ চলিতেই হয়।
স্রোতোমুখে শূন্য তরী সে তো নাহি ভাবে
কোথা গিয়া পাবে তীর, কত দূরে যাবে।

ধনী অই চলে দৃপ্ত, মত্ত ধন-মদে,
ভাবিতেছে চির স্থির ক্ষণিক সম্পদে,
পিতার অর্জিত ধন উড়ায় খেলায়,
দেয় যদি মুষ্টিভিক্ষা, দেয় সে হেলায় ;
দয়া নাহি, দায়িত্ব সে করে না স্বীকার,
সে জানে সংসারে তার নাহি কোন ধার ;
চাহে আপনার সুখ, পায় কি না-পায়,
সন্ধানে ঘুরিছে তার ;—জীবন ফুরায়।
শান্ত দৃষ্টি চলে জ্ঞানী, অচঞ্চল চিতে
খুলি গুপ্ত জ্ঞান-খনি, দিতে আর নিতে।
কেহ লয়, কেহ যায় অবজ্ঞার ভরে,—
"নাই বা চিনিল আজ, চিনিবেক পরে,"
এই বলি প্রবোধিয়া মন আপনার
চলে বিজ্ঞ, নবতত্ত্ব করিতে উদ্ধার।
কর্মী চলে কর্মভার আনন্দে বহিয়া ;
সাধু চলে অবিচার নীরবে সহিয়া,
অপরের দুঃখতাপ করিবারে শেষ
নিজ বক্ষ পাতি লয় অপমান ক্লেশ ;
জ্ঞান দিয়া, প্রেম দিয়া, দিয়া সেবা আর
শোধি চলে জনমের এরা ঋণভার।
ভিক্ষুক কেবলি লয় পাতি রিক্ত হাত,
পাওয়া তার অপমান, বাঁচা আত্মঘাত।

কবি সে বিশ্বের প্রাণে মিলাইয়া প্রাণ
সুখে-দুঃখে সকলেরে শুনাইছে গান ;
তার বুকে বাজে যাহা শুধু নহে তার,
শুনি তাহে শত প্রাণে উঠিছে ঝংকার।
রুদ্রেরে সুন্দর করে, তিক্তে সুমধুর,
ব্যথারে আনন্দ, তার অন্তরের সুর,
তার অন্তরের আলো মৃত্যুমুখে পড়ি
অমৃতের জ্যোতিমূর্তি দেখাইছে গড়ি।
চলে যেন স্বপ্নাবেশে, সুপ্ত কিন্তু নহে,
অপরে যা শোনে নাই তাই শোনে, কহে—
অজানার, অনন্তের অফুরন্ত বাণী ;
ধরারে সে ত্রিদিবের কাছে দেয় আনি।

সংগীতে বাদনে যারা মানব অন্তরে
স্নেহে করুণায় বীর্যে বৈরাগ্যেতে ভরে,
যে বৈরাগ্য ক্ষুদ্র স্বার্থ আসক্তি তেয়াগি,
অম্লে তুচ্ছি, ফিরে নিত্য ভূমানন্দ লাগি,
যে করুণা, বীর্যময়ী, জগতের হিতে
হেলায় আপন প্রাণ পারে বলি দিতে,
সে বৈরাগ্য, সে করুণা দু-দণ্ডেরো তরে
মানব হৃদয়ে যারা সঞ্চারিত করে,
ধন্য তারা, ধন্য কণ্ঠ, যন্ত্র ধন্য হয় ;
জানে কি না জানে তারা, দীন তারা নয়।

অলস কি চিত্রশিল্পী? আনি দেয় কাছে
অলক্ষিত যে মাধুরী বিশ্ব ভরি আছে ;
বাহিরে যা, সুদূরে যা, পৌঁছায় সে ঘরে ;
বিস্মৃতেরে অতীতেরে সঞ্জীবিত করে
তুলিকায়, অস্ফুটেরে করে স্ফুটতর,
দেহে ফুটাইয়া তোলে নিভৃত অন্তর ;
ক্ষণিক সৌন্দর্যে করে চির আয়ুঃদান,
তার চক্ষু অচক্ষুরে করে চক্ষুষ্মান্।
কপর্দকহীন, তবু দরিদ্র সে নয়,
অন্তরে শোভার খনি যদি তার রয় ;
সেও দাতা, মানবেরে সেও দিয়া যায়,
পায় যাহা, ভিক্ষা নহে যদি কিছু পায়।

কৃষক অজ্ঞাত গ্রামে কর্ষে ভূমি তার
দেহে সহি খর রৌদ্র ধারা বরষার ;
সে যে খাটে, শস্য কাটে, তার মাঝখানে
কি গৌরব, জানি না সে জানে কি না জানে।
মূর্খ হোক, দুঃখী হোক, নহে সে ভিখারি,
সে আমার অন্নদাতা, নিত্য উপকারী।

কেহ লেখে, কেহ খোদে, প্রাসাদ নির্মায়,
খাটে কেহ ঘাটে-বাটে, মোট বহি খায়,
কুম্ভকার, সূত্রধর, কামার, চামার
মাঝি-মাল্লা, তাঁতি-জোলা, সবাই আমার
নমস্য—সবাই মোরে কিছু করে দান,
সুখ দেয়, দুঃখ হতে করে পরিত্রাণ।
সবারে চিনি না, তবু দানের বন্ধনে
বাঁধা আছি নানা দিকে সকলের সনে।

আমি এই ধনধান্যময়ী পৃথিবীতে
আজন্ম ভিখারি রব ভিক্ষা কুড়াইতে?
এ বিশ্বের ঐশ্বর্যের সৌন্দর্যের মাঝে
বেড়াব আলস্য সুখে, লাগিব না কাজে?
অতি দূর অতীতের চিন্তা চেষ্টা শ্রম,
জ্ঞানালোক, মানবের সভ্যতা সম্ভ্রম
সকলের ভাগ লব, দিবনাকো কিছু,
ছুটিব কি চিরদিন আপনার পিছু?
অবিচার, অত্যাচার, দারিদ্র্য যথায়
অজ্ঞান, অধর্ম করে দাসত্ব প্রথায়
কঠিন শৃঙ্খলে দৃঢ়, মনুষ্যত্ব মোর
জাগিবে না ভাঙিতে সে দাসত্ব কঠোর
বজ্রহস্তে? দেহে রক্ত ছুটিবে না ধেয়ে—
মেলি আঁখি চিত্রমূর্তি শুধু রব চেয়ে?
কিম্বা স্বপ্নাবিষ্ট সম কহিব প্রলাপ,
অদৃষ্টেরে, বিধাতারে বরষিব শাপ,
তার পর ধীরে-ধীরে করিব শয়ন
কোমল শয্যায় সুখে? মুদ্রিত-নয়ন
দেখিব না চারি দিকে দৃশ্য দুঃখময়—
কে যে ব্যথা সহি দেয়, কে যে সুখে লয়

অন্ন-বস্ত্র, জ্ঞানালোক, দেহের আরাম,
চলে মনুষ্যত্ব গর্বে পূর্ণ সর্বকাম?

যুগে-যুগে দুঃখ সহি এ নরসমাজ
লভিয়াছে যে সৌভাগ্য, যেই শক্তি, আজ
আমি বাড়াইব তারে। এই বর্তমানে
আছে প্রেমী, সাধু, কর্মী, শিল্পী যে যেখানে,
আছে শ্রমী, ঋজু শির নহে ভিক্ষানত,
তাহাদের সহকর্মী, বিশ্বসেবা রত,
আমি দাঁড়াইব গিয়া তাহাদের পাশে।
আসুক না অপমান, তাই যদি আসে
প্রেমের, সেবার দণ্ড।

হে আমার প্রভু,
হে আমার প্রেরয়িতা, আসি নাই কভু
শুধু বহিবারে ঋণ। ওহে বিশ্বরাজ,
তব কর্মচারী আমি, আছে মোর কাজ
তোমার বিপুল রাজ্যে। সুখ-দুঃখ দিয়া
দিয়া জরা মৃত্যু শোক, পাঠালে বরিয়া
সেনাপতি, দুঃখ ভয় করিবারে জয়;
পলায়নে লজ্জা, দুঃখে মরণেতে নয়।
দুঃখ দেছ, মৃত্যু দেছ, দোঁহে কার রথ
চলিব আলোকে নিত্য অমৃতের পথ।

গীতস্পর্শ

যশ আমি চাহি নাই, চেয়েছিনু স্নেহ,
চেয়েছিনু একখানি শান্তিভরা গেহ,
নহে কলরবপূর্ণ সভা সম্মিলনে
সহস্র চক্ষের দৃষ্টি। নীরবে, বিজনে
রচি যদি কোন চিত্র, গাহি যদি গান,
সে কেবল জীবনের দান-প্রতিদান।
পাখি যথা বনফলে পুষ্ট, মুক্তাকাশে
হরষে বিহরে, গাহে সহজ উল্লাসে,

পূর্ণ করি বনভূমি ; লতিকা ফুটায়
পুষ্পরাশি প্রাণদাত্রী ধরণীর গায়,
সমীরে ঢালিয়া দেয় সৌরভ আপন,
আলোকে দেখায় বর্ণ, তারি দত্ত ধন ;—
মোর গান মোর চিত্র সেইরূপ জানি ;
যদি ভালো লাগে কারো, ভাগ্য বলে মানি ;
দুঃখ নাহি মোর, যদি কেহ তুচ্ছ করে।
যার যাহা ভালো লাগে তাহা তারি তরে,
তার যোগ্য, তারি ভোগ্য। পাখা আছে যার
উড়ে সে আকাশে, মীন দেয় সে সাঁতার,
কেহ বা চলিছে দৃঢ় মাটির উপরে,
সর্বত্র চলার সুখ, বিশ্ব চরাচরে
সর্বত্র চলার স্থান ; বর্ণ-গন্ধ-গান
নানা রূপে নানা রসে জুড়াইছে প্রাণ।
আমার এ গান যদি ভালো লেগে থাকে,
হে সুহৃদ, সাধুবাদ কোরো না আমাকে।
নিভৃত অন্তরে তব আছে যেই কান
সেথায় নীরবে কত ঘুমাইছে গান,
একটি যে গীতস্পর্শে উঠেছে জাগিয়া
আমার সে গীত ছিল তাহারি লাগিয়া।

সহ-যাত্রা*

(৯)

ফুল যবে ফোটে ভরি উদ্যান, কানন,
পাখি যবে গাহে গান সহকারশাখে,
যদি ভুলাইয়া কাজ মোরে ধরে রাখে ;
যদি স্নিগ্ধ রশ্মিজালে টেনে লয় মন
জ্যোৎস্নাহীন রজনীর তারা অগণন ;
উদিয়া গগন-প্রান্তে যদি মোরে ডাকে
রাঙা শশী, বনস্পতি-পল্লবের ফাঁকে
উঁকি দিয়া, আজন্মের বন্ধুর মতন,—
মোরে সখে দিয়ো ছুটি দু-দণ্ডের তরে।
কাছে যা ভুলিতে তারে চেষ্টিত এ নহে।
আমি চাহি ফুলবনে করি বিচরণ
ফুলের সৌরভে মোর দেহ মন ভরে ;
জ্যোতিষ্কের আঁখি হতে যে অমৃত বহে
পিয়া, দূরতার বাধা হই বিস্মরণ।

(১০)

কি পেয়েছি, কি দিয়েছি, লয়ে কি সঞ্চয়
চলেছি, কেন সে চিন্তা? কি হইবে জানি
কতখানি স্বপ্ন, আর সত্য কতখানি?
জীবনের আদ্যোপান্ত জাগরণ নয়,
সমস্তই নহে স্বপ্ন। তাও যদি হয়,
ক্ষতি কি? একান্তে হেথা মোরা দুটি প্রাণী
পরস্পরে পরিতৃপ্ত, সর্ব দুঃখ গ্লানি
মুছে গেছে প্রেম-স্পর্শে, ঘুচে গেছে ভয়।

---

* নির্বাচিত অংশ

মোরা আসি নাই হেথা বহিবারে ভার,
দিনের মজুরি লয়ে, ধনীর আলয়ে
খাটিতে ঘর্মাক্ত ক্লান্ত ; জীবন উৎসবে
আদৃত অতিথি মোরা বিশ্ববিধাতার ;
অমৃত পড়িলে পাতে পিয়া নিঃসংশয়ে,
কহিব—মানবভাগ্যে অমৃত সম্ভবে।

(১৮)

কবিতা সংগীত সম ছন্দে আর সুরে
ভরে নাই এ জীবন, সুখের স্বপন
উঠে নাই সত্য হয়ে ; নিষ্ফল বপন
অজস্র আশার বীজ। কল্পনার পুরে
প্রতিষ্ঠিত যেই প্রেম, সে যে বহু দূরে
মানবের গৃহ হতে ; চন্দ্রমা তপন
ধরা হতে যথা দূর ; করি প্রাণপণ
যে ছোটে ধরিতে, সে তো মরে শুধু ঘুরে

যে আলো আরাম চাহি বাঁচিবার লাগি
পেয়েছ, হৃদয়, বেশি কেন চাহ আর?
জীবনের গূঢ়শিক্ষা লহ এইবার—
আসিয়াছ অনেকের সুখ-দুঃখ-ভাগী,
সহায়, সেবকরূপে। নিজস্ব কে কার?
কে কার প্রেমের লাগি ফিরে সর্বত্যাগী?

(১৯)

পড়িতে চাহি না বাঁধা বাসনার পাশে,
বেড়াইতে চাহি আমি একান্ত স্বাধীন,
তবুও হৃদয় মোর দীর্ঘ রাত্রি দিন
এই পান্থশালা পানে ফিরে ঘুরে আসে।
আজ যাক্। কাল তপ্ত উদাস বাতাসে
দিবা যবে গোধূলিতে হইবে বিলীন,
বাহির হইব আমি, বাধা-বন্ধ-হীন,
সংসারের রাজপথে আপন তল্লাসে।

কেন এসেছিনু হেথা, শুনে কার ডাক?
সে কি দাঁড়াইবে কাল তপ্ত অশ্রু দিয়া
পিচ্ছিল করিয়া মোর সম্মুখের পথ,

অথবা বলিবে—যদি যেতে চাহে যাক্ ;
ভুল করে একদিন এনেছি ডাকিয়া,
হায় রে, সংসারে কোথা পূরে মনোরথ?

একলা*

(৮)

আর নাহি মাঝখানে কিছু দু-জনার,
বেদনা-মুখরা বাণী, মূক অভিমান
দূরত্ব স্থাপিত যারা, সব তিরোধান ;
দরশ পরশ তৃপ্তি তাও নাহি আর

ভেঙেছে যা ছিল স্থূল মৃত্যুর প্রহার ;
ক্ষুদ্র হতে, ক্ষোভ হতে করি পরিত্রাণ
রেখে গেছে পাশাপাশি দুটি দীপ্ত প্রাণ,
সুখের ভোগের সাধ করি ভস্মসার।

এত দিনে হলে তুমি নিত্য সহচর,
সকল চিন্তার মোর, সকল চেষ্টার
সমভাগী, সমব্যথী ; দেহ তেয়াগিয়া
আমার হৃদয়পুরে বাঁধিয়াছ ঘর।
তাই স্তূপাকার ভ্রম, আঁধারের ভার
সরিতেছে, শান্তি-উষা উঠিছে জাগিয়া।

(১৭)

প্রিয়তম, বিচ্ছেদের আছে অবসান,
হেথায় পেয়েছি বহু তার পূর্বাভাস।
তবু কভু ঢাকি আঁখি করি অবিশ্বাস,
না শুনি অন্তরবাণী ; জ্ঞান, সন্দিহান,
সত্যেরে কল্পনা বলি করে প্রত্যাখ্যান।
একদিন নিশ্চয় সে হইবে প্রকাশ

নির্বাচিত অংশ

সন্দেহ অতীতরূপে। দেহ হলে নাশ
আত্মা পাবে দৃষ্টি নব—মরণের দান।
আজ অশ্রু-আবরিত ক্ষীণ দৃষ্টি লয়ে
সেই সুদিনের তরে চেয়ে আছি পথ।
মোর দীর্ঘ তপস্যায় করুণার্দ্র হয়ে
দেবতা করুন পূর্ণ এই মনোরথ—
সেবি এই ধরণীরে, সুখ-দুঃখে ভরা,
লোকান্তরে হই তব সখী যোগ্যতরা।

অক্ষয় প্রদীপ

তব কাছে, হে অনন্ত, দূর কাছে নাই,
জনম মরণ ঠেলি বাড়াইলে হাত
তোমারেই হাতে ঠেকে। অগ্র ও পশ্চাৎ,
ইহ-পর, দেশ কাল, মিশে এক ঠাঁই
তোমাতেই ; তোমা ছাড়ি খুঁজিবারে যাই
যাহা কিছু বিশ্বে তব, ওহে বিশ্বনাথ,
শূন্যে যায় মিলাইয়া ; সব এক সাথ
মিলে মোর, যে মুহূর্তে স্পর্শ তব পাই।
স্পর্শ সেই চিরদিন এ তপ্ত হৃদয়
জুড়াক প্রলেপ সম ; কবচের মতো
শোকশরাঘাতে মোরে রাখুক অক্ষত ;
দুর্গম এ গিরিপথ, বর্ষ-তাপ-ময়,
চলি গান গেয়ে। নাথ, সন্ধ্যা বাড়ে যত
জ্বল এ অন্তরে মম, প্রদীপ অক্ষয়।

বসন্তাগমে

বসন্ত কি সহসা এ নির্জন আবাসে
পশিয়াছ চুপি-চুপি? নবীন পল্লবে
সাজিয়াছে তরুরাজি। ঝেড়ে দিলে কবে
পুরাতন জীর্ণপত্র? শীতল বাতাসে

বাতাবি ফুলের গন্ধ ধীরে ভেসে আসে
আমার গবাক্ষপথে ; ঘন কুহুরবে
মুখরিত আম্রবন,—বসন্তই হবে।
উদ্যান উজ্জ্বল শত শ্বেত-পুষ্প হাসে।

আজিও ধরণী মোরে রেখেছে ধরিয়া
তার স্বর্ণ-কারাগারে। বর্ণ-গন্ধ-গানে,
রসে-স্পর্শে দিতে চাহে দেহে আর চিতে
নব প্রাণ, কিন্তু হায় নিঃশেষে ভরিয়া
কই দিতে পারে, মধু? দূরে কোন্‌খানে
থাকে অদেহীরা, বঁধু, পার বলে দিতে?

স্থবিরা

সামর্থ্য আমার যেদিকে যা ছিল আজ তার কিছু নাই।
নবীনেরা হোথা করে কত কাজ, দূরে বসি দেখি তাই।
ওদের বিপুল বলে-ভরা বাহু দ্রুতচ্ছন্দে যত চলে,
আনন্দের ঢেউ নেচে-নেচে উঠে আমার হৃদয়তলে।
নূতন ভাবুক চিন্তায় তার দুঃসাধ্য সাধনে রত,
মরুর মাঝারে নন্দন বন রচিছে মনের মতো ;
বায়ুতে ভাসায় তার কল্পনার বিচিত্র অম্বর-যান,
তাহারি উপরে স্বপ্নতরী মোর নীরবে লইছে স্থান।
যাহা করি নাই, ওরা করে যাক। স্বপ্নে কিবা চিন্তায়
পাই নাই যাহা, বড় ভাগ্য মানি, দেখি যদি ওরা পায়।
বীজের বপন যেই করে থাক্ শুভ চিন্তা কামনার,
পালিয়া তরুরে যে ফলায় ফল, সমস্ত গৌবব তার।
ওদের কণ্ঠের উদাত্ত সংগীত বহে মধু মূর্চ্ছনায়,
আমার অন্তর বাহিরিয়া আসি তারি স্রোতে ভেসে যায়।
এপারের গান ভরে লই প্রাণে য-দিন এপারে আছি,
ওপারের গানে কণ্ঠ মিলাব ওপারের কাছাকাছি।

নবীন কর্মী

বিশ্বকর্মা, দয়া করে দাও না কিছু কাজ
কর্মশালায় তব,
বড় কাজে দিলেই হাত পাব দারুণ লাজ,
ছোট কাজেই রব।
যন্ত্র যেথা নির্ঘোষে তার কানে লাগায় তালা,
উত্তাপে যার-রুদ্ধ শ্বাস, গাত্রে ধরে জ্বালা ;
সহ্য আমার কি না-হয় আজ।

যাইতে শিখি দিনে-দিনে একটু দূরে থেকে,
করতে শিখি কর্মী যারা তাদের দেখে-দেখে,
পরতে শিখি শক্ত কাজের যোগ্য যেই সাজ
চর্ম বর্ম নব।
বিশ্বকর্মা, দয়া করে দাও না কিছু কাজ
কর্মশালায় তব।

[প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪০]

রবীন্দ্র-পরিচয়

বাণীর পূজার দীপ জ্বলে যে যে ঘরে
সেথা এল চিঠি—এস দাও পরিচয়
রবীন্দ্রের। দীপগুলি মৃদু হেসে কয়—
বর্তিকা কি লাগে সূর্যে চিনিবার তবে?
তারি রশ্মি পরিচিত করে চরাচরে,
তাহারি উদয়ে হয় ধরার উদয়।
সাহিত্য-গগনে এই জ্যোতিষ্ক অক্ষয়,
ভারতীর বরপুত্র সত্য নাম ধরে।
তার পরিচয় পাই মেঘে-ঝড়ে-জলে
লয়ে তার প্রেম দৃষ্টি শুনি তার গীতে
সহসা চমকি উঠি, ধীরে পাতি কান
জানি মোর আপনার গূঢ় অন্তস্থলে
ইহাই বাজিতেছিল মোর অবিদিতে,
এমনি নিত্যের পাই নূতন সন্ধান।
শতার্ধ বরষ ধরি অকুণ্ঠিত হাতে
বিলাইলে গীতসুধা সন্ধ্যায় প্রভাতে;
ঢালিয়াছ বর্ষা সাথে সংগীতের ধার
শুনিয়াছি তার সাথে বীণার ঝংকার।
বাদলের সাথে তব বেজেছে মাদল,
একতারা পত্র 'পরে টুপ্‌টাপ জল।
গভীর নিশীথে যত শুনায়েছ গান
করিয়াছে সুশীতল কত তপ্ত প্রাণ,
এনে দেছে সুখস্বপ্ন অনিদ্র নয়নে
উষায় জেগেছে সুপ্ত ধূলার শয়নে।

হে বাণীর পুত্র, করি নমস্কার
ধন্য তুমি পেয়েছ যে ভার বিলাবার
জগতে আনন্দ আলো। সত্য কবি তুমি,
তুমি ভারতের রবি, ধন্য জন্মভূমি।

[প্রবাসী, পৌষ ১৩৪০]

অনির্বাচন

যাহা আছে রেখে যাই, বাছিতে সময় নাই,
বুঝি না জমেছে গীত যত ,
কি যে তার দামি, কি যে খেলো,
কি যে শুধু কথা এলোমেলো,
কতটুকু প্রাণহীন কতটুকু বাঁচিবার মতো।

আছে কিছু চিরন্তন সর্ব দেশে কালে
মানব প্রাণের অন্তরালে,—
কখনো ধ্বনিয়া উঠে ছন্দে আর সুরে
শুনিতেই স্বতঃ প্রাণে প্রতিধ্বনি জাগে,
জানে যাহা জানে নাই আগে,
আঁধার আলোকে যায় পূরে।

সেইটুকু অজানার চাবি,
সেটুকুতে সকলেরি দাবি ;
নিজস্বতা কারো তাতে নাই।
যদি মোর কোনো ক্ষুদ্র গীতে
পশে তাহা থাকে কোন চিতে,
সব-কটা তাই রেখে যাই।

বিচিত্রা, চৈত্র ১৩৩৭

আমার ভাষণ

আমার ভাষণ যদি না লাগে মধুর,
আমার গানেতে যদি নাহি পায় সুর,

পদ্যে মোর নাহি পায় পদের ঝংকার,
অনুপ্রাসহীন গদ্য রিক্ত-অলংকার
যদি লাগে, সেই ভয়ে নব ছন্দে লেখা
নহে চেষ্টা। এ বয়সে যায় কিছু শেখা?
যে কথা এসেছে মনে লিখিয়াছি সোজা
মনের সহজ সুরে ; শব্দ বোঝা-বোঝা
করি নাই স্তূপাকার ; মিলের সন্ধানে
ভাবে করি নাই শ্রান্ত দীর্ঘ-পদ টানে।

কাহারো লেগেছে ভালো সেই সোজা সুর
করুণ, নিভৃত-ব্যথা করিয়াছে দূর
সমবেদনার রসে। তার বেশি কিছু
ছিল না প্রত্যাশা কভু। জনতার পিছু
ছুটি নাই যশোলুব্ধ। আড়ালে বিজনে
যা পেয়েছি—আশা তারো ছিল না তো মনে।
যা পেয়েছি নম্র শিরে লয়েছি তুলিয়া
দূরাগত শ্রদ্ধা প্রীতি বেদনা ভুলিয়া।

[বিচিত্রা. চৈত্র ১৩৩৭]

আত্ম-ধারা

ফারসি ও ফরাসি কাব্য রুশ উপন্যাস
পড়ে-পড়ে সাধ্য নাই হই সাহিত্যিক ,
পয়ার ত্রিপদী ছন্দ হয়েছে অভ্যাস
তাই এসে পড়ে হাতে! ছন্দ সাংস্কৃতিক
অনেক তো ছিল জানা। কিছু গেছি ভুলে
আর কিছু বাঙলায় মানায়ে লিখিতে
পারি না সহজে। শূন্যে লেখনীটি তুলে
ভেবে-ভেবে গুণে-মেপে মিলাতে শিখিতে
চাহি ধৈর্য ; হায়, হায়, সে আমার নাই ;
চাহি দীর্ঘ অবসর—কোথায় তা পাই?

কবিতার চাই 'সাকি' 'সুরার পেয়ালা',
পাগল প্রেমিক হবে মস্ত দার্শনিক

জগতের হাসি-কান্না শিশুর দেয়ালা,
নিত্য সত্য জীবনের যা কিছু ক্ষণিক।
ক্ষণিকের মসি আর লেখনীর বলে
'ওমারী' অমিয়া পিয়া হইতে অমর
গদ্যময় এ জীবনে পারে কি সকলে,
বিচারে—আচারে যেথা নিয়ত সমর?
তুষিতে নবীন কর্ণ নব্য বুলি চাই—
নব্য ছন্দে নব্য গীতি—শিক্ষা তাতে নাই।

তবু লিখিয়াছে হাত যা বলেছে মন,
তবু গাহিয়াছে কণ্ঠ বেদনা আপন,
আপন আনন্দ-বার্তা ক্ষণিকেরে ভুলি
সমুচ্চ সুদূর পানে আশা-দৃষ্টি তুলি।

[বিচিত্রা, আশ্বিন ১৩৩৭]

আজিকার মতো

আমার এ গান বিত্ত হবে নিত্য কালের তরে,
এত বড় আশা তো ভাই পুষি না অন্তরে।
আপন দেহ আড়াল রাখি
গায় সে যখন বনের পাখি,
চেয়ে চকিত হৃষ্ট পথিক চলে যায় ঘরে,
দাঁড়ায় যদি দাঁড়ায় শুধু ক্ষণিকের তরে।
ফুটছে ফুল হাসি-মুখে
সুবাস লয়ে কোমল বুকে,
সেও তো ভাই শুকায় রোদে, ঝরে দু-দিন পরে,
সেও তো নয় নিত্য কালের তরে।

আজকের মতো গাইরে যেন ক্ষণিকের এ গান,
আমার প্রাণের হর্ষ যেন স্পর্শে অপর প্রাণ।
আশাহত যে মনখানি
শুনায় তারে আশার বাণী,
লুপ্ত সংকল্পেরে যেন বারেক সজাগ করে,
দু-দণ্ডের তরে রে ভাই দু-দণ্ডেরি তরে।

আর যদি তা না-ও করে খেদ নাহি রে তায়,
গেয়ে যাক্ কণ্ঠ আমার হৃদয় যাহা গায়।
উঠে, পড়ে, ফোটে ঝরে,
যত জন্মে যত মরে,
সাগর-বুকে ঢেউরা যেমন ঢেউ ডিঙায়ে যায়।
আমার পরে উঠবে কেহ, অন্যে তাহার পরে,
নয় গো কিছু নয় গো কেহ নিত্য কালের তরে।

স্বরাট স্বাধীন

প্রভু যার প্রাণে মন্ত্র দিয়া করিলা আপন ভাবে ভাবী,
তারে নিজ সহকর্মীরূপে নিরন্তর করিছেন দাবি।
তাই তাঁর বাণী শুনিবারে নিশিদিন জাগিয়া সে রয়,
অপলক তাঁর দৃষ্টি সনে করিবারে দৃষ্টি বিনিময়
অবহিত থাকে উর্ধ্বমুখে। সুখ-দুঃখ চরণেব পাশে
ছুটিয়া লুটিয়া চলে যায়, আবার গবজি ফিরে আসে ;
সে দিকে ভ্রূক্ষেপ কোথা তার? বায়ু সিন্ধু করে মাতামাতি
বজ্র লয়ে নামিছে বরষা, সব কিছু লবে শিরপাতি।
আয় ঘরে, ঘরে আয় বলি কত কেহ পিছু হতে ডাকে,
মোরা যে রে একান্ত আপন, কারে সঁপে দিলি আপনারে?
সিন্ধুবক্ষ বিক্ষোভিয়া আসে ওই দেখ ঝটিকা দুর্বার,
আঁধার আসিছে ঘনাইয়া। পথ খুঁজে পাবি না যে আর!
কি করিবি আঁধারে দাঁড়ায়ে. বজ্রাঘাতে মরি কিবা ফল?
যতক্ষণ দৈবের উৎপাত আরামে রহিবি গৃহে, চল্।—
সে ডাক পৌঁছে না কর্ণে তার ; মহাকাশে ভীমঝঞ্ঝা মাঝে
প্রলয়েব অব্যক্ত সংগীত ব্যক্ত হয়ে তার কানে বাজে।
ধীর শান্ত তীর গিরিসম অচল, অটল, শঙ্কাহীন
সে জন, যাঁহারে বিশ্বনাথ করেছেন স্বরাট স্বাধীন—
তাঁর প্রেমাধীন।

[প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪০]

বিদায়ের অর্ঘ্য

[পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন মহাশয়ের কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া রচিত। কিন্তু রচয়িত্রীর নিজের অসুস্থতা ও স্থানান্তর গমন বশত ইহা যথাকালে যথাস্থানে নিবেদিত হইতে পারে নাই।]

হে পূতচরিত বন্ধু, হে ভ্রাতৃপ্রতিম হিতকারী,
চির নিরলস কর্মী, জ্ঞানের তপস্বী, ব্রহ্মচারী,
তোমার জীবনসূর্য দ্রুত যবে নামে অস্তাচলে
নিভৃত হৃদয় মোর কত স্মৃতি নীরবে উথলে।
কত শ্রদ্ধা দিনে দিনে এ অন্তরে লভিয়াছে ঠাঁই ;
কত কৃতজ্ঞতা, যারে জানাইতে ভাষা মিলে নাই ;
কত না বিস্ময় হেরি ভগ্নদেহে অজেয় উদ্যম
তেজস্বী আত্মার তব। জ্ঞানার্জনে করিয়াছ শ্রম
জ্ঞানের আনন্দ লাগি। নানা দ্বন্দ্ব কোলাহল মাঝে
অক্ষুণ্ণ রেখেছে নিত্য চিন্তায়, কথায়, সর্বকাজে
অনন্তের স্বাধীনতা। কাহারেও করে নাই ভয়,
স্নেহ বাঁধে নাই মোহে ; অন্ধ ভক্তি নানা সংশয়
প্রোজ্জ্বল মানস দীপ পারে নাই করিতে মলিন
অথবা নির্বাণ। তুমি ক্ষুরধার পথে চিরদিন
চলিয়াছ অবহিত, দিয়া সেবা বিলাইয়া স্নেহ
বিপন্ন পথিকে—তাও দূর হতে জানে নাই কেহ ;
যারে দেছ তার কাছে প্রতি-দান চাহ নাই কভু
নির্মুক্ত ভাণ্ডার তব ভরিতেন জীবনের প্রভু।

নাহি পত্নী, নাহি পুত্র, তথাপি নিঃসঙ্গ নাহি ছিলে,
দেহী ও বিদেহী ঋষি, স্বদেশী, বিদেশী সাধু মিলে
দিয়াছেন পুণ্যসঙ্গ। গেহে তীর্থ করিয়া স্থাপন
ধ্যানে অধ্যয়নে কত দূঃস্থেরে করেছ আপন।
সিদ্ধতপা ত্যজি তব পরিচিত এই তপোভূমি,
চক্ষুর না দেখা পথে উর্ধ্বলোকে চলিয়াছ তুমি,
যেথায় সুকৃতি আর ভক্তি, জ্ঞান-বিশোধিতা, তব
রচিয়াছে তোমা তরে সাধনার ক্ষেত্র অভিনব।

হেথাকার শেষ দিনে পশ্চাতে চাহিয়া, অশ্রুজল
জানি ঝরিবে না তব ; চিত্ত মম না হোক চঞ্চল
তোমারে বিদায় দিতে। তোমারে যে জানিয়াছি, তাই
দুর্লভ সৌভাগ্য মানি, আর দেখা পাই কি না পাই।

তোমারে জেনেছে যারা, ছিল যারা তব স্নেহভাগী
অনিন্দ্য তোমার স্মৃতি তাদের অন্তরে রবে জানি।
তোমার জীবনসূর্য দ্রুত যবে নামে অস্তাচলে
কল্যাণকামনা তব বার-বার এ হৃদে উথলে।
মাতার বাৎসল্য আর ভগিনীর স্নেহ, শ্রদ্ধা দিয়া
বিদায়ের অর্ঘ্য এই আজ, বন্ধু এনেছি রচিয়া।

[প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৭]

বুলবুলের প্রতি

তুমি চলে গেছ, বারোটি বছর গিয়াছে তাহার পরে,
তোমারে কি আমি পেরেছি ভুলিতে একটি দিনেরও তরে?
দ্বাদশ বরষ, সে তো দীর্ঘকাল। আজ তাই মনে হয়
আমাদের মাঝে বর্ষ-মাস-দিন এ-সব কিছুই নয়।
দেশ কাল নাহি আনে ব্যবধান, মায়ের ব্যাকুল মন
পাশাপাশি রেখে গত-অনাগত, খোঁজে তোরে অনুক্ষণ।

আমি হেথা ; তুমি যেথাই থাক না, তুমি যে আমারি মেয়ে,
মাতৃপদ সহ অমৃতের স্বাদ লভেছিনু তোরে পেয়ে ;
বুকে যেই দিন তুলিনু প্রথম, সে-দিন হিয়ার পুরে
তোমার লাগিয়া বাঁধিনু যে বাসা আজও তা রয়েছ জুড়ে।
শিশু ও কিশোরী হাসিতে-রোদনে, চাহনি-চলনে আর
খেলায়-সেবায়, আলাপে-সংগীতে ঢেলেছ যে সুধাধার,
এতটুকু তার না ফেলি হেলায়, আগ্রহে করেছি পান,
অন্তরেতে মোর অক্ষয় হয়ে করে তা আনন্দ দান।

শূন্য করি যবে দেহের পিঞ্জরে জীবন-বিহঙ্গ তোর
অলক্ষ্যে উড়িল অমরের দেশে, রহিল স্মৃতির ডোর,
সেই ডোর টানি, নিত্য তোরে আনি,
পার কি ছিঁড়িতে তায়?
পার কি ভুলিতে, স্বর্গবিহারিণী,
ধূলিতে লুণ্ঠিতা মায়?
এস তবে আজ এস ভালো করে মায়ের নীরব প্রাণ
নব গীতিরসে ভরে তোল পুনঃ তোমারে শুনাতে গান।

[প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১]

যে দেশে আছিস তোরা

যে দেশে আছিস তোরা সৌন্দর্যের শেষ নাই.
জরা সেথা শিশু-যৌবন।
পুরাতন নাহি সেথা, নূতনের চিরলীলা,
জীবনের জনক মরণ ॥
সরিতে নূতন নীর, ফুলবনে নব ফুল
ঘরে-ঘরে শিশুদের হাস,
মানবের হিয়া মাঝে, উদিছে নূতন আশা
যেমন বরষ দিন মাস।

[বন্ধু, মাঘ ১৩২৭]
'প্রাচীন ও নবীন' শীর্ষক প্রবন্ধে
প্রকাশিত একটি ক্ষুদ্র কবিতা

বাক্য-ভীত

বেশি কথা বলিয়ো না, বলায়ো না মোরে।
কথায় না দেখায় পথ। প্রদীপটি ধরে
চল্ আগে-আগে ভাই, চল্ ওরে বোন ;
কান পেতে চিত্ত মাঝে শোন্ ওরে শোন্
দেবতার মৃদুবাণী। ফেনিল উচ্ছ্বাসে
রাশি-রাশি শূন্যগর্ভ কথা ভেসে আসে ·
সমুদ্রের ঢেউ যেন, লয় ভাসাইয়া
কূল হতে, কভু ফিরে যায় তীর দিয়া,
কভু বা অকূলে লয়ে ডুবাইয়া মারে।
ভয়ে-ভয়ে চলি তাই কথার কিনারে।

ধীরে কহ, ঊর্ধ্বে চাহ! জীবনের তরী
ভাসাবে? ভাসাও তবে পুণ্য কর্ণ ধরি,
শুভ দিন-ক্ষণ দেখি। কোথা ধ্রুবতারা।
তাদের দেখাও পথ সিন্ধু বুকে যারা।
স্বচ্ছ হৃদয়ের পাতে কর প্রতিভাত
তোমার আলোক লেখা, অন্তর্যামি, নাথ!

[বন্ধু, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮]

সেবিকা

মূর্তিমতী সেবা ওটি, মুখে নাই বাণী,
সদা কর্মে রত, অই হাত দুইখানি,
নীলাবু নয়ন দুটি, দৃষ্টি অতি ধীর
পড়ে নাই ছায়া তাহা কোন আসক্তির।
গঠন, বরন তার দেখি চেয়ে-চেয়ে
জানি, বলিবে না কেহ 'রূপসী এ মেয়ে'
বহু গুণ আছে বলি সকলে বাখানে,—
দূর হতে রূপ তার কাছে নাহি টানে
কোন তরুণের হিয়া। অন্ধকার রাতে
হাসনুহানার গন্ধে চারিদিক মাতে,
আরামে মুদিয়া আঁখি লভি সে সুবাস,
বেশি কাছে আনিবারে কে করে প্রয়াস?
তেমনি এ রূপহীনা, গুণবতী বালা,
ওর কাজ শুধু দেওয়া, শুধ সেবা ঢালা,
না রাখি প্রত্যাশা কিছু।
ওরে শ্যামা মেয়ে,
নির্বাক সেবিকা শান্ত ; তোর পানে চেয়ে
জননী-হৃদয় মোর ওঠে ভরে স্নেহে,
তোর অন্তরের জ্যোৎস্না হেরি তোর দেহে।

[বঙ্গলক্ষ্মী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪০]

যযাতি-দেবযানী

যযাতি। আমি আসিয়াছি দেবি!
দেবযানি! জয় মহারাজ,
দেখা দিয়া বাঞ্ছা মোর পূরাইলে আজ।
যযাতি। ডেকেছ আমারে প্রিয়ে?
দেবযানী। ডেকেছি তোমারে?—
ডেকেছি—প্রভুরে যদি ডাকিবারে পারে
দীনা দাসী ; মৃত্যুকালে যথা বারে-বারে
পাপ-ক্ষমা লাগি পাপী ডাকে দেবতারে।
যযাতি। কি এ ব্যাধি? মৃত্যুভয় কেন মহারানী?

দেবযানী। মহারাজ. শুক্রকন্যা এই দেবযানী
মৃত্যুরে করে না ভয়। জরাভার দিয়া
তব দেহে, জান না তো লয়েছি বরিয়া
কি ভীষণ আধি-ব্যাধি, আত্মার ভিতর—
দহিতেছি মর্মে-মর্মে। মৃত্যু প্রিয়তর
অনুতাপ-জ্বালা হতে। মৃত্যু শান্তিময়,
প্রাণ জুড়াবার পথ, তাহে নাহি ভয়।

যযাতি। কি কথা বলিতে চাহ?

দেবযানী। সব কথা হায়
সুদীর্ঘ ক্রন্দন হয়ে বাহিরিতে চায়।
একটু অপেক্ষা কর। প্রভু জানি আমি
বহু রাজকার্য আছে ; নহ শুধু স্বামী
দেবযানী শর্মিষ্ঠার ; তুমি হও পতি
সসাগরা ধরণীর। শর্মিষ্ঠা সে সতী,
নিজ গুণে বাঁধিয়াছে তব চিত্তখানি ;
বাঁধ ছিঁড়ে ছুটিয়াছে দূরে দেবযানী
উন্মত্তা উল্কার মতো। ব্রাহ্মণ্য-দর্পিতা,
ক্রোধে চণ্ডালিনী, বক্ষে জ্বালিয়াছে চিতা
নিজ হাতে। ঈর্ষা, ক্ষোভ, ঘৃণা অভিমান
বিষ-দিগ্ধ শরে বিঁধি নিজ মর্ম-স্থান।
ক্ষমাহীন নির্মম সে দুর্বলে লাঞ্ছিতে
দলিয়াছে পদতলে আপন বাঞ্ছিতে,
অজ্ঞাত অদৃষ্ট দোষে। আজ সুপ্রকাশ
চক্ষে তার জীবনের দীর্ঘ ইতিহাস।
আপনার যত দোষ, যত ভ্রান্তিজাল
তোমারে দেখাব প্রিয়, রহ কিছুকাল
এই অপ্রিয়ার কাছে।

শৈশব, কৈশোর
জান কি আমার তুমি? পিতৃদেব মোর
দৈত্য-রাজ-গুরু, তাঁর চিত্ত অবিরত
দৈত্যের কল্যাণ-ধ্যানে থাকিত নিরত ;
তবু বেগবতী এক স্নেহ স্রোতস্বতী
নিরন্তর বহিয়াছে তনয়ার প্রতি,
মানে নাই কোন বাধা। রাজ-সভামাঝে
সুরাসুর-যুদ্ধে, যজ্ঞে, পাঠে—সর্ব কাজে

তাঁর অন্ধ চক্ষু যেন তনয়ার লাগি
সর্ব দৃষ্টি অন্তরালে রহিয়াছে জাগি।
ক্ষুদ্রতম, তুচ্ছতম অভিলাষ তার
হইয়াছে পূর্ণ সদা। না করি বিচার,
যা চেয়েছে পেয়েছে সে। শুক্র মহাজ্ঞানী
দৈত্যের ভরসা বল, তাঁর দেবযানী
দুর্বিনীতা, জানে নাই নিজ ইচ্ছা বিনা
এ জগতে আর কোন ইচ্ছা আছে কি না ;
আছে কি না লজ্জা, মান, ভাবে নাই কভু।
তার মান রেখেছেন দৈত্যকুল-প্রভু,
সেই দর্পে আশৈশব আছিল দর্পিনী
পূর্ণ অভিমান-বিষে। পালিতা সর্পিনী
দুগ্ধ-পুষ্টা, সামান্য আঘাতে অকস্মাৎ
দংশে রোষে দুগ্ধদাতা পালকের হাত।
ব্রাহ্মণ সংযমী, শুদ্ধ ; দৈত্য অনাচারী ;
আমি ব্রাহ্মণের কন্যা, তাই মনে ভারি
গর্ব ছিল সংযমের আর শুদ্ধতার।
তাই অসংযত ক্রোধে এই উদ্ধতার
ভেসে গেল সব সুখ। যত ব্রত, স্নান,
শাস্ত্র পাঠ, দেবস্তুতি, দীনে ভিক্ষা-দান
ব্যর্থ সব, পুণ্যহীন। সেথা পুণ্য রহে,
শ্রদ্ধা স্নেহ ক্ষমা যথা নিরন্তর বহে
বিনয়ে আবৃত হয়ে।

ক্ষুদ্র অপরাধ
তাই লয়ে সখী সনে করিনু বিবাদ ;
তীক্ষ্ণ বাক্যবাণবিদ্ধা, ক্রুদ্ধা সে তরুণী
ফেলে দিলা কূপে মোরে। আর্তনাদ শুনি
আর্তবন্ধু, ক্ষাত্রধর্ম যেন মূর্তিমান,
দেহে বল, চিত্তে দয়া, চক্ষু জ্যোতিষ্মান্‌,
আসিলে নিকটে মোর, বাড়াইয়া হাত
উদ্ধার করিলে মোরে। সকল আঘাত,
দেহের মনের, সেই বাহু-স্পর্শে তব
ভুলে গেনু, লভিনু সে কি আনন্দ নব।
সে আনন্দ-নীরে কেন ডুবিল না হায়,
হীন ক্রোধ? কেন শাস্তি দিনু শর্মিষ্ঠায়
বিবাদের বিপদের সমগ্র কাহিনী

কহিনু পিতারে কেন? কন্যা-প্রাণ তিনি
ক্ষিপ্ত প্রায় কহিলেন, "ত্যজি দৈত্যালয়,
যাব চলি এ মুহূর্তে।"
"তাও নাকি হয়!
দৈত্যকুল বাঁচে কভু শুক্রাচার্য বিনা?
এত বড় কুল ধ্বংস শেষে হবে কি না—
এক বালিকার দোষে! প্রায়শ্চিত্ত তার
করুক সে। রোষ, দেবি, কর পরিহার
শাসি সেই দুর্বৃত্তারে ; দাসী কর তারে,
অপমান করেছে যে আচার্য-কন্যারে।"
কহিলেন পায়ে ধরি দৈত্যকুলরাজ,—
স্মরিয়া লজ্জায় আমি মরিতেছি আজ।
পিতার আদেশে সখী মাথা নত করি
করিলা মার্জনা-ভিক্ষা, মোর পায়ে ধরি।
সেই দিন হতে হল নানা গুণযুতা
অপূর্ব লাবণ্যময়ী বৃষপর্ব-সুতা
আচার্য-কন্যার দাসী। রাজার নন্দিনী
সৌধ ত্যজি পর্ণশালে হইল বন্দিনী।
তার পর তুমি যবে মোরে এলে লয়ে
তোমার ঐশ্বর্য মাঝে, সেও দাসী হয়ে
এল মোর সাথে। আমি কৃপণের মতো
যত সুখ, যত ভোগ, স্বামি-গর্ব যত,
দু-হাতে রাখিনু ধরে, আপনার তরে ;
না দেখিনু পার্শ্বে মোর কার আঁখি ঝরে
বিগত গৌরব স্মরি ; ছাড়ি প্রিয়জন
বৃন্তচ্যুত পুষ্পসম, করি বিতরণ
মৃদুল সৌরভ, কে যে শুকাইছে ধীরে ;
তুমি দেখেছিলে,—তাও দেখি নাই ফিরে।
তব গৃহে দাসীর কি ঘটিত অভাব?
তাহা নহে, এ কেবল দীনের স্বভাব ;
রাজকন্যা দাসীরূপে দেখাব সকলে,
তাই আনিলাম সাথে, সখী-স্নেহ-ছলে।
সখীরূপে দিয়াছিনু স্নেহ কতখানি?
সে আমার দাসী, আর আমি রাজরানী
এই জানায়েছি তারে। শত ক্ষুদ্র কাজে
মোর প্রসাধন-কর্মে, মোর গৃহ-সাজে

তার কাছে এতটুকু ত্রুটি পাই নাই।
সে ছিল রাজার কন্যা, সে জানিত তাই
ঐশ্বর্যের ব্যবহার। তপস্বিনী আমি
শুধু জানিতাম আমি পাইয়াছি স্বামী
মহারাজ যযাতিরে। নিশ্চিন্ত সে জ্ঞানে
রাখি নাই স্বামী-চিত্ত সদা সাবধানে।

যে করুণা উদ্ধারিল, তোরে দেবযানি,
কূপ হতে, তাই তোর দয়িতেরে আনি
মুছাইল শর্মিষ্ঠার নয়নের নীরে ;
তার পর গুণমুগ্ধ প্রেম ধীরে-ধীরে
মিশিল করুণা সাথে।

মূঢ়া বুঝি নাই
আমি যে নির্গুণা, হীনা, শর্মিষ্ঠার ঠাঁই।

কঠোর ভর্ৎসনা করি পতি, সপত্নীরে
ঈর্ষা-দগ্ধ পিতৃগৃহে আসিলাম ফিরে।
এতদিনে বুঝিয়াছি সব নিজ দোষ,
অযথা ভর্ৎসনা, মোর অযথা সে রোষ
ঢালিনু পিতার প্রাণে।

যযাতি। ন্যায্য সে ভর্ৎসনা
যাহা কিছু কহিয়াছ, তার এক কণা
নহে মিথ্যা, তেজস্বিনি! যোগ্য তারে ক্রোধ,
যে অসীম বিশ্বাসের দেছে প্রতিশোধ
বিশ্বাসঘাতক হয়ে—হোক্ যে কারণে।
তুমি যে অখণ্ড প্রেমে বরিলে এ জনে
তাহার অযোগ্য ছিল, ক্ষুদ্র তব পতি,
বলেছিলে তুমি—সে তো সত্য কথা অতি।

দেবযানী। তুমি চেয়েছিলে ক্ষমা, আমি ক্রোধ-ভরে
বলেছিনু—ক্ষমা নাই রমণীর তরে
যে পাপের, সেই পাপ করি, চিরদিন
অসংযত পুরুষ সে ধৃষ্ট, লজ্জাহীন
অদণ্ডিত রহে সুখে এই পৃথিবীতে ;
সতীত্বেরে বাখানিয়া চাহে তা দেখিতে
কেবলি নারীর মাঝে ; নারী তারে ক্ষমি
করে নিজ সর্বনাশ, তার পায়ে নমি।
পুরুষ প্রবৃত্তি 'পরে না লভিলে জয়,
নারীর সতীত্ব রবে? হোক সে নির্দয়

হোক ক্রোধে অগ্নিশিখা, হোক ক্ষমাহীনা,
দেখিবে এ নরকুল শুদ্ধ হয় কি না।

যযাতি। নহে অর্থহীন কথা। তবু ক্ষমা চাই,
যা হয়েছে তার যবে প্রতিকার নাই ;
ক্ষমার কি নাহি যুক্তি?

দেবযানী। আছে কুলাচার,
দেশ-কাল-পাত্র ভেদ, কত কিছু আর।
ইহাও ভাবিতে ছিল, করিতে স্মরণ,
বিপ্রকন্যা ক্ষত্রিয়েরে করেছি বরণ—
বহুপত্নীকের জাতি। ব্রাহ্মণের রীতি,
নিয়ম, সংযম, তার এক-পত্নী-প্রীতি—
ক্ষত্রিয়ানী দেবযানী সে সবের লোভ
কেন রাখে? কেন হেন ক্রোধ আর ক্ষোভ
উন্মত্ত করিবে তারে?

যযাতি। আর নাই ক্রোধ?
বল প্রিয়তমে! তবে রাখ অনুরোধ,
চল নিজ গৃহে তব। তব সিংহাসন
শর্মিষ্ঠা চাহে না কভু। দাসীর মতন
চিরদিন পদসেবা করিবে তা জানি ;
ফিরে চল দেবযানি, মোর মহারানি!

দেবযানী। ফিরিবার পথ মোর নাই, আর নাই।
শর্মিষ্ঠার পতিগৃহে আমি নাহি চাই
পত্নীত্বের অধিকার। স্বামী-গৃহ মম
ছিল যা হৃদয়ে আজ ভগ্ন-চূর্ণতম,
আর উঠিবে না গড়ি। সেথা সমাদরে
স্বামী বলে বসাইতে নারি প্রেমভরে।

যযাতি। আছে পুত্রদ্বয় তব, তাহাদের স্নেহে
ফিরে চল স্নেহময়ি, তব পুত্র-গেহে।

দেবযানি। পুত্র কথা শুনাইলে। বল হে রাজন্,
হয়েছে কি তারা তব স্নেহের ভাজন?

যযাতি। তাতেও সন্দেহ আছে?

দেবযানী। বড় ক্ষোভ প্রাণে,
শর্মিষ্ঠার পুত্র পুরু আত্ম সুখ দানে
তোমারে করেছে সুখী, ধন্য আপনারে,
যশস্বিনী জননীরে। আমি বারেবারে
নিজেরে জিজ্ঞাসি, কেন আমার সন্তান

পারে নাই সাধিতে এ ব্রত সুমহান?
অসহিষ্ণু দেবযানী আত্ম-সুখ মাগি
ফিরিয়াছে চিরদিন ; অপরের লাগি
কি কবে দিয়াছে ছাড়ি? কি দিয়াছে বলি
প্রেমের চরণে? শুধু আপনারে ছলি
শুদ্ধি সংযমের নামে পুষি অভিমান
ফিরিয়াছে, অসন্তোষে রোষে ভরি প্রাণ ;
শুনায়ে কঠোরা বাণী, দিয়া অভিশাপ
বাড়ায়েছে চারিদিকে আশ্রম-সন্তাপ।
যে মহাপ্রাণতা পুত্র পুরুর মাঝার,
যদুর অন্তরে আমি কোন্ বীজ তার
পেরেছি রোপিতে কভু? আমি বটে সতী?
কি করেছি করণীয় পতি-পুত্র প্রতি?
শর্মিষ্ঠা সুন্দরী, শান্তা, শিল্প-কলাবতী,
যত হোক সে গৌরব, প্রেম তার অতি
না থাকিলে, হেন পুত্র জনমে কি তার?
তাই শর্মিষ্ঠারে করি শত নমস্কার।
সে কথাই মহারাজ, চাহি জানাইতে,
তার প্রতি আর রোষ নাহি মোর চিতে।
শর্মিষ্ঠাই ভার্যা তব, যোগ্য প্রজাবতী,
তারে লয়ে থাক সুখে। দেবযানী-পতি
হোক অতীতের স্মৃতি। মুক্ত জরাভার,
বলিষ্ঠ কর্মিষ্ঠ তনু লয়ে পুনর্বার
হও দেবকার্য-রত, প্রজাহিতকামী,
বীরভোগ্যা ধরণীর অসপত্ন স্বামী।
পিতার ক্রোধাগ্নি জ্বালি দহি তব দেহ,
আমি যে জ্বলেছি কত, জানিবে না কেহ,
যাও ক্ষমি ক্ষুব্ধ প্রেমোত্থিত হলাহল,
তীব্র ঈর্ষা, যাও ক্ষমি দীপ্ত রোষানল।
আজ তোমা নিরাময় হেরি, প্রিয়তম!
নির্বাপিত মোর জ্বালা, স্বস্থ চিত্ত মম।

[ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩২৯]

নিশানা

ধীরে-ধীরে বাও মাঝি, ধীরে-ধীরে বাও,
বলে দেব কোন্ ঘাটে লাগাবে এ নাও।
দিকে-দিকে গেছে খাল, দেখি নাই কতকাল
নিশানা যা ছিল জলে ভেসে গেছে তাও।
ধীরে-ধীরে বাও, মাঝি, ধীরে-ধীরে বাও।

গাছে ভরা দুই কূল, দিনেতে না হত ভুল,
দেখা যেত ফাঁকে-ফাঁকে আমাদের গাঁও ;
চতুর্থী চাঁদের আলো, ঠাহর হয় না ভালো,
সুধাব এমন জন দেখি না কোথাও।
ছিল লোক যত চেনা, কেহ পথ চলিছে না,
ধীরে যাও, দুই পারে চেয়ে-চেয়ে যাও।

দেখ তো কেয়ার ঝাড়, আর পূর্বদিকে তার
বড় শিমুলের দেখা পাও কিনা পাও।
সর্বাঙ্গ সাজায়ে ফুলে হিজল দাঁড়ায়ে কূলে
ঝুঁকে মুখ দেখে জলে? ভাল করে চাও,
বাঁকা হিজলের মূলে বাঁধিবে এ নাও,
এ আঁধারে ধীরে, মাঝি কিছু ধীরে বাও।

বর-বরণের নূতন ছড়া

ওগো আমার তিনটে পাশ, ওগো আমার বি.এ.,
ওগো আমার রক্তচঞ্চু, হরিৎ বরন টিয়ে,
বিয়ের দাঁড়ে দাঁড়াও, মাথায় শোলার মুকুট দিয়ে।
তোমার তরে স্বর্ণ-শস্য, দেখ না এগিয়ে,
ওগো সাধের টিয়ে!
তোমায় ওরা সাধছে হাজার দশেক টাকা দিয়ে,
ওদের কন্যা উদ্ধার করবে খালি হাতে গিয়ে,
ওদের দেওয়া গোরা-বাজনা আলোর মিছিল নিয়ে,
ওগো বিশ্ব-বিদ্যাজয়ী, বীর-সিংহ বি.এ.
থাক বেঁচে জীয়ে।
ধরায় জন্ম পুরুষ হয়ে, লিখতে পড়তে শিখে
বিনা পয়সায় পুষবে কেন নিজের নারীটিকে?

নারী বোঝা—সোজা কথা—তারে ঘাড়ে নিয়ে
কেন যাবে বেগার বইতে?—ছিয়ে, ছিয়ে ছিয়ে!!
আদায় কর সোনা রুপা বস্ত্র অলংকার,
বাড়লে পাওনা হালকা হবে নূতন বধূর ভার।
বাপটি তোমার তীক্ষ্ণ চঞ্চু আনুন শানিয়ে
খুঁটে নিতে তাল, তিল, ওগো সোনার টিয়ে,
তাঁর যে ছেলের বিয়ে।
সে কালেতে কিনত লোকে দাসী ও গোলাম,
তোমরা চতুর বসে হাঁকবে পুরুষত্বের দাম।
এ নয় কেনা, এ নয় বেচা, এ যে, আহা, বিয়ে,
তাজা মাছ ভাজা এ যে মাছের তেল দিয়ে!
এস আমার ননীগোপাল, থালখানি নিয়ে,
এস বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তিলকধারী বি.এ.—
হবে তোমার বিয়ে।
এম.এ. যদি পড়তে চাও, কিম্বা পি.আর.এস.,
সে কয় বছর যত খরচ শ্বশুর দেবে বেশ!
তার মেয়েটির সুখের তরে বাধ্য সে তা দিতে,
এতটুকু লজ্জা যেন কোরো না তা নিতে।
তুমি যেটা পাবে খেটে রেখো তা জমিয়ে,
তোমারও তো ভবিষ্যতে আছে মেয়ের বিয়ে!
কন্যাদায় হতে তুমি মুক্তি দেবে যারে
ঋণের বোঝা একটু না হয় পড়ুক তারি ঘাড়ে ;
মরুক না হয় সর্বস্বান্ত ; তুমি বউ নিয়ে
সুখে থাক ধনে-পুত্রে পুরুষ-রতন বি.-এ.—
থাক, থাক, জীয়ে।

[ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৩১]

গাঙ্ যে মোরে বোলায়

(১)

গাঙ্ যে মোরে বোলায়, মাগো, গাঙ্ মোরে বোলায়
"আয়রে মানিক, দোল খাবিরে, ধলা ঢেউ-দোলায়।"
ঐ যে—ঢেউর পাছে ঢেউ, তোরা দেখ্‌ছ না কি কেউ?
মাথা তুল্যা, হাত বাড়ায়্যা, গাঙ্ মোরে বোলায়—
মাগো, গাঙ্ যে মোরে বোলায়।

(২)

ঘুম ভাঙ্গ্‌ল দুফর রাইতে, বুকটা ধড়ফড়ায়,
দুই চক্ষু আন্ধার ঠেল্যা, গাঙ্গের দিকে চায়,
বাঁশের খুঁটি লড়্যা ওঠে, বেড়ার বেতের বাঁধন ছোটে,
তোমার কাঁদন কাঁটার মতো, ফোটে আমার গায়,
এমন কালে বোলায় গাঙ্গ্‌—"আয়রে মানিক, আয়।"
মাগো, গাঙ্গ্‌ যে মোরে বোলায়!

(৩)

কালাই নদীর জলে আসছে সমুদ্দুরের বান
হাজার মশাল মাথায় লৈয়া, করে কার সন্ধান?
মাগো,—তোর এই ভাঙ্গা ঘরে, আর কারে তালাস করে?
এক্‌লা মুই বাপের পুত, মোরেই বুঝি চায়।
মাগো, গাঙ্গ্‌ যে মোরে বোলায়।

(৪)

আমি যখন পুছি তোরে, কথায় বাপজান,
তুই কও যে পোড়া গাঙ্গে, গেছে তান পরান।
তাইথে তুই ডরে মোরে, ধর‍্যা রাখ ঘরে,
তাইতে মোরে যাইতে দেও না, রাঙা মেঞার নায়।
তুইসেন মোরে যাইতে দেও না, কত পোলা যায়।
মাগো. গাঙ্গ্‌ যে মোরে বোলায়!

(৫)

সেই সর্বনাশ্যা ঝড়ে যখন, সমুদ্দুরের ঢেউ,
ধাইয়া আইল দেশে, ঘরে রৈলনা তো কেউ,
মরণ যখন ডাকে, যে যেখানে থাকে,-
ছুট্যা আসে, ভাস্যা আসে, উড়ায়্যা আসে পাখা,
হাজির হৈয়া সেলাম বাজায়, বেউথা ধর‍্যা রাখা ;
বেউথা যাইতে দেওনা মোরে, রাঙ্গা মেঞার নায়।
মাগো, গাঙ্গ্‌ যে মোরে বোলায়!

(৬)

আমি যখন নায়ে নায়ে, কর্মু আসা-যাওয়া,
বাপ্‌জান যদি দোওয়া করে, থাম্‌বে তুফান-হাওয়া,
মাগো, ধরছি তোর পায়ে, কাইল যাইতে দিও নায়ে,
শোন্‌ তো মা, ও কার গলা—"আয়রে মানিক আয়।"
মাগো, গাঙ্গ্‌ কি মোরে বোলায়?

(৭)

আমি যখন সারেঙ্গ হমু, চালামু জাহাজ,
তোমার দিল্‌টা ঠাণ্ডা হৈবে দেখ্যা মোর কাজ।
আমার মনে লয়, বাপজান মোরে কয়—
"মায়ের দুঃখ ঘোচাবি তো ঘর ছাড়্যা আয়।"
মাগো, আবার শোনা যায়—
"আয়রে মানিক, দোল খাবিরে, ধলা ঢেউ-দোলায়।"
গাঙ্গই মোরে বোলায়, না কি বাপজানই বোলায়?
মাগো, বাপজানই বোলায়!

[ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০]

জীবনীপঞ্জি

জন্ম : ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ অক্টোবর বাখরগঞ্জ জেলার বাসণ্ডা গ্রামে কামিনী সেনের জন্ম। পিতা চণ্ডীচরণ সেন সেকালের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। পিতামহ নিমচাঁদ সেন ও পিতামহী গৌরী দেবীর ধর্মপরায়ণতা পৌত্রীর মধ্যে সঞ্চারিত।

শিক্ষা : প্রথম পাঠ মায়ের কাছে। বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে উচ্চ-প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ। গণিতে পারদর্শিনী কামিনী বিদ্যালয়ে 'লীলাবতী' নামে আখ্যাত হন। মাইনর-পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ পান। কেশবচন্দ্র সেন-প্রবর্তিত 'ভারত-আশ্রম'-এর মহিলা বিদ্যালয়, কুমারী এক্রয়েডের 'হিন্দু মহিলা-বিদ্যালয়'-এ পাঠের পর বেথুন কলেজ থেকে ১৬ বছর বয়সে ১৮৮০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করেন। ১৮৮৬ সালে 'বেথুন ফিমেল-স্কুল' থেকে বি.এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনার্সসহ উত্তীর্ণ। তিনিই ভারতে প্রথম মহিলা অনার্স গ্রাজুয়েট।

কর্মজীবন : ১৮৮৬ সালে বেথুন বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিক্ষিকার (2nd mistress) পদে নিযুক্ত হন। ১৮৯১ থেকে তিনি এর কলেজ-বিভাগে তৃতীয় লেক্‌চারারের পদে উন্নীত হন।

বিবাহ : ১৮৯৪ সালে স্ট্যাটুটারি সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সঙ্গে বিবাহ। স্ত্রীর গুণগ্রাহী কেদারনাথের আনুকূল্যলাভ করেন সাহিত্য-জীবনে।

গ্রন্থ : ১. আলো ও ছায়া (কাব্য) : ১৮৮৯ (গ্রন্থে কবির নাম ছিল না); ২. নির্মাল্য (কাব্য) : ১৮৯১; ৩. পৌরাণিকী (কাব্য) : ১৮৯৭ ; পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ (১৯২২); ৪.গুঞ্জন (শিশুপাঠ্য কবিতা) : ১৯০৪ ; ৫. ধর্মপুত্র (অনুবাদ-গল্প) : ১৯০৭; ৬. অশোক-স্মৃতি (জীবনী) : ১৯১৩; ৭. শ্রাদ্ধিকী অর্থাৎ শ্রাদ্ধবাসরে বিবৃত কতিপয় সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত : ১৯১৩; ৮. মাল্য ও নির্মাল্য (কাব্য) : ১৯১৩; ৯. অশোক-সংগীত (সনেটগুচ্ছ) : ১৯১৪; ১০. অম্বা (নাট্যকাব্য) : ১৯১৫ (রচনাকাল ১৮৯৫); ১১. সিতিমা (গদ্যনাটিকা) : ১৯১৬; ১২. Some Thoughts

on the Education of our Women : ১৯১৮; ১৩. বালিকা শিক্ষার আদর্শ—অতীত ও বর্তমান (নিবন্ধ) : ১৯১৮; ১৪. ঠাকুরমার চিঠি (কবিতা) : ১৯২৪; ১৫. দীপ ও ধূপ (কাব্য) : ১৯২৯ (এর মধ্যে ঠাকুরমার চিঠি সংগৃহীত); ১৬. জীবনপথে (সনেটগুচ্ছ) : ১৯৩০।

বৈধব্য : ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে এক দুর্ঘটনায় স্বামীর মৃত্যু। এর চার-বছর পরে কিশোর পুত্র অশোক-এর মৃত্যু। ১৯২০ সালে হারান তাঁর কন্যা লীলাকে।

সম্মান-লাভ : ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী সুবর্ণ-পদক' লাভ। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ৭ চৈত্র বৈদ্যবাটির যুবক সমিতি এবং ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ১৯তম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্যশাখার সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩২-৩৩ খ্রিস্টাব্দে নিযুক্ত হন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সহ-সভাপতি।

মৃত্যু : ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩।